রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কার্য্যাবলী এবং কার্য্যপদ্ধতি

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা শ্রী ভি, জি, পেন্ধারকর কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে প্রকাশিত এবং শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মুখবন্ধ

কিছুদিন আগে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার "কার্য্যাবলী" সম্পর্কে একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিল। সেই পুস্তকের ভাষা ছিল ইংরেজী। জনকল্যাণের সহিত এমন ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি কিরূপে কাজ করিতেছে সে তথ্য আরও অধিকসংখ্যক পাঠকের কাছে পৌছাইয়া দেওয়া দরকার। তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের প্রধান প্রধান আঞ্চলিক ভাষায় এই পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। অধ্যাপক সরোজকুমার বসু বাংলাভাষায় এই অনুবাদ করিয়াছেন। বিষয়টি এরূপ যে, ইংরেজী পাঠ্যটির আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ সাবলীল হইতে হইবে। ফলে ইংরেজী ও ভাষান্তরিত পাঠ্যের মধ্যে ব্যাখ্যাবৈষম্যের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে ইংরেজী পাঠ্যটিকেই প্রামাণ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
বোম্বাই।
২১শে জুন, ১৯৫৮

এইচ. ভি আর. আয়েঙ্গার
গভর্ণর

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

[১২]

এক

ভূমিক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনা—

১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে ভারতে প্রকৃত পক্ষে কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছিল না। কিন্তু এদেশে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার প্রচেষ্টা অনেক দিন ধরিয়া চলিতেছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ায় এতদিনে সেই চেষ্টা ফলবতী হইল। একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনার প্রয়োজনীয়তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭৭৩ সালের ওয়ারেণ হেষ্টিংসের একটি ডেসপ্যাচে। বাংলা এবং বিহার প্রদেশের জন্য একটি সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপনার সর্ব্বপ্রথম সুপারিশ এই দলিলে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী কালে মাঝে মাঝে বিভিন্ন রূপে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রস্তাব পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক নাগাদ এই প্রস্তাব সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে এবং ভারতে একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ থাকে না। ১৯২১ সালে যখন তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের সংযুক্তি সাধন করিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক গঠন করা হইল তখন অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, এই প্রতিষ্ঠান অদূর ভবিষ্যতে পুরাপুরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেই রূপান্তরিত হইবে। বস্তুতঃ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কিছু কিছু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল। যেমন, ইহা সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কার্য্য করিত। কিন্তু নোট প্রচলনের সরাসরি দায়িত্ব ইহার ছিল না, ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। ১৯২৫-২৬ সালে হিলটন ইয়াং কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে ভারতের মুদ্রাব্যবস্থার নানাপ্রকার ত্রুটির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মুদ্রা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকার ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক উভয়ের উপর পৃথকভাবে ন্যস্ত ছিল এবং পরস্পরের অনুসৃত নীতির মধ্যে কোন সামঞ্জস্যও ছিল না। সেজন্য কমিশন এই সুপারিশ করেন যে, নানা দেশের অভিজ্ঞতায় যে সকল সুষ্ঠুনীতি উদ্ভূত হইয়াছে উহাদের ভিত্তিতে ভারতে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয়

ব্যাঙ্ক আইন দ্বারা স্থাপন করা উচিত। কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে এই সুপারিশ কার্য্যকরী করিবার জন্য একটি বিল আনয়ন করা হয়। কিন্তু অনেকগুলি পর্য্যায় অতিক্রম করার পর এই বিল আইন-সভার সংবিধানবিরুদ্ধ মনে হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়। হোয়াইট পেপারের ভূমিকার ৩২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইংরাজের হস্ত হইতে ভারতীয় হস্তে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা স্থানান্তরিত হইবার একটি সর্ত্ত ছিল যে, ভারতে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং সেই ব্যাঙ্ক রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত থাকিয়া সুষ্ঠুভাবে সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে। এই সর্ত্ত থাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনার প্রস্তাব পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং ১৯৩৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় আইনসভায় একটি নূতন বিল আনীত হয়। এই বিল আইনসভায় পাশ হইয়া ১৯৩৪ সালের ৬ই মার্চ্চ গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদন লাভ করে। ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্য সুরু হয়। ভারত হইতে ব্রহ্মদেশ পৃথকীকৃত হওয়ায়, ভারত বিভক্ত হইয়া পাকিস্তানের উদ্ভব হওয়ায় এবং বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় কয়েক বৎসরের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্যক্ষেত্রের কিছুটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে বর্ম্মাদেশ পৃথকীকৃত হওয়ার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৪২ সালের ৫ই জুন অবধি বর্ম্মাদেশের মুদ্রাব্যবস্থার কর্ত্তৃত্ব হাতে রাখিয়াছিল এবং ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বর্ম্মা সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কার্য্য করিয়াছিল। দেশবিভাগের পর ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুন অবধি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পাকিস্তানের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যও করিয়াছিল।

এজমালী ব্যাঙ্করূপে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—

যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রথম গঠিত হয় তখন বিদেশের বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির কাঠামো অনুযায়ী ইহাকে একটি বেসরকারী এজমালী ব্যাঙ্করূপে স্থাপিত করা হয়। ইহার পুঁজি ছিল ৫ কোটি টাকা। এই ৫ কোটি টাকা ১০০৲ টাকা মূল্যের ৫ লক্ষ অংশে বিভক্ত ছিল। শেয়ারগুলির প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত। প্রথমে ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকার শেয়ার ব্যতীত সমগ্র মূলধন বেসরকারী অংশগ্রাহিগণের দখলে ছিল এবং ব্যাঙ্কটি ব্যক্তিগত মালিকানা-ভুক্ত ছিল। ঐ ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকার শেয়ার

১৯৩৪ সালের আইনের ৪ (৮) ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হইয়াছিল। ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় পরিচালক-সংসদের ডিরেক্টরগণের সদস্য হইবার জন্য যে ন্যূনতম শেয়ার ক্রয় করা প্রয়োজন তাহা এই সরকারী শেয়ারের অংশ হইতে আসিবে।

ব্যাঙ্কটির কার্য্যপ্রণালী জনগণের স্বার্থের সহিত জড়িত থাকায় একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কতকগুলি শেয়ার দখলে রাখিতে পারেন এবং অংশগ্রাহিগণ শেয়ারের উপরে কি মুনাফা পাইবেন তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কয়েকটি আইনগত বিধি ছিল। পরিচালক-সংসদের সভ্য হইবার জন্য কি কি গুণ থাকিতে হইবে আইনে তাহাও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। পরিচালক-সংসদের অধিকাংশই অংশগ্রাহিগণ কর্তৃক মনোনীত (elected) হইতেন। কেন্দ্রীয় সংসদের সুপারিশ লইয়া একজন গভর্ণর ও দুইজন ডেপুটি গভর্ণর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োগ করিবার ব্যবস্থাও ছিল। জনস্বার্থ সংরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে আইনে আরও ব্যবস্থা ছিল যে, যদি সরকার মনে করেন আইনদ্বারা ব্যাঙ্কের উপর যে সকল দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে পরিচালক-সংসদ সেই দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে পালন করিতেছেন না, তাহা হইলে সংসদকে বাতিল করিয়া দিবার ক্ষমতা সরকার রাখিবেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণ—

সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি যাহাতে পরস্পরবিরোধী না হয় আর উভয়ের নীতির মধ্যে যাহাতে সামঞ্জস্য সাধিত হয় সেজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনার পর মাঝে মাঝে উহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার প্রশ্ন উঠিয়াছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর জনমতের পরিবর্ত্তন হওয়ায় তবেই ব্যাঙ্কটির রাষ্ট্রীয়-করণের প্রস্তাব প্রথম গৃহীত হয়। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যুদ্ধোত্তর কালের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড ও ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স সমেত আরও কয়েকটি ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ ঘটে। ১৯৪৮ সালের এক আইনে ব্যাঙ্কের বেসরকারী অংশগ্রাহিগণের নিকট হইতে কেন্দ্রীয় সরকার অংশপত্রগুলি ক্রয় করিয়া লন। পরিবর্ত্তে ভারত সরকার প্রতি ১০০৲ টাকার শেয়ারের জন্য ১১৮৷৶০ ক্ষতিপূরণ দিয়াছেন। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারি শেয়ার হস্তান্তরের তারিখ ধার্য্য হয় এবং সেইদিন হইতে

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্করূপে কার্য্য সুরু করে। ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রীয়করণ আইনের বিধানে জনস্বার্থের খাতিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণরের সহিত পরামর্শ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রয়োজনমত নির্দ্দেশ প্রদান করিবার ক্ষমতা লাভ করেন। এই সংশোধন আইনের ফলে কেন্দ্রীয় পরিচালক-সংসদের গভর্ণর ও ডেপুটি গভর্ণর সমেত সকল সদস্যই সরকারের দ্বারা নিযুক্ত হইবেন। প্রত্যেক স্থানীয় সংসদের সদস্যগণও ভারত সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন।

কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পরিচালক-সংসদ—

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনের ভার কেন্দ্রীয় পরিচালক-সংসদের উপর ন্যস্ত। এই কেন্দ্রীয় পরিচালক-সংসদের সভ্যসংখ্যা মোট ১৫ জন—যথা, আইনের ৮ (১) (ক) ধারার বিধানে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন গভর্ণর ও তিনজন ডেপুটি গভর্ণর, আইনের ৮ (১) (খ) ধারা অনুযায়ী চারিটি স্থানীয় বোর্ডের প্রত্যেকটি হইতে একজন সদস্য লইয়া চারিজন ডিরেক্টর, ৮ (১) (গ) ধারার বিধানে ছয়জন ডিরেক্টর এবং ৮ (১) (ঘ) ধারায় একজন সরকারী কর্ম্মচারী। আইনের ৮ (১) (গ) ধারা অনুযায়ী মনোনীত সদস্যগণের কার্য্যকাল চার বৎসর এবং একজনের পর আর একজনের বিদায় গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। ৮ (১) (খ) ধারায় নিযুক্ত সদস্যগণের কার্য্যকাল তাঁহাদের স্থানীয় সংসদের সভ্য হিসাবে কার্য্যকালের উপর নির্ভর করিবে। কেন্দ্রীয় সংসদের অধিবেশন বৎসরে অন্ততঃ ছয়বার এবং প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একবার হইবে। সংসদের কাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে সেজন্য কেন্দ্রীয় সংসদ ৫৮ (২) ধারা অনুযায়ী আইনগত বিধিদ্বারা একটি কমিটির হস্তে ইহার কিছু কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়াছে এবং এই কমিটির অধিবেশন দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ সম্পাদনার জন্য সপ্তাহে একবার বসিবে। ব্যাঙ্কের গভর্ণর যেখানে সেই সময় তাঁহার প্রধান দপ্তর খুলিবেন সেখানেই এই অধিবেশন বসিবে এবং গভর্ণর সভাপতি হইবেন। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চারিটি অঞ্চলে চারিটি সংসদ থাকিবে এবং ইহাদের প্রধান দপ্তরখানা থাকিবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী এবং মাদ্রাজে। প্রত্যেক স্থানীয় সংসদে আবার ৫ জন সদস্য নিযুক্ত করিবেন। তাঁহাদের কার্য্যকাল চারি বছর ধার্য্য

থাকিবে। এই সদস্যগণ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক স্বার্থের এবং সমবায় ও দেশীয় ব্যাঙ্কের স্বার্থের যথাসম্ভব প্রতিনিধিত্ব করিবেন। কেন্দ্রীয় সংসদ যে সকল বিষয়ে স্থানীয় সংসদের পরামর্শ চাহিবেন স্থানীয় সংসদগুলি সেই সেই বিষয়ে পরামর্শ দিবেন। কেন্দ্রীয় সংসদ তাঁহাদের উপর যে কার্য্যভার ন্যস্ত করিবেন তাহাও তাঁহারা সম্পাদন করিবেন।

আভ্যন্তরীণ গঠন ও তত্ত্বাবধান—

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি। পরিচালন-ব্যবস্থার কর্তৃত্ব তাঁহার হাতে। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার মনোনীত ২ জন ডেপুটি গভর্ণরের হস্তে এই কর্তৃত্ব ন্যস্ত হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে সেই সকল কার্য্য সম্পাদনের সমস্ত ক্ষমতা গভর্ণরের আছে। অবশ্য কেন্দ্রীয় সংসদ যদি কোন বিষয় নির্দিষ্ট ব্যতিক্রমস্বরূপে রাখিয়া দেন তাহা হইলে শুধু সেই বিষয়ে গভর্ণরের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। তিন-জন ডেপুটি গভর্ণর গভর্ণরকে সাহায্য করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ব্যাঙ্কের কোন বিশেষ কার্য্যক্ষেত্রের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পরিচালন-ব্যবস্থায় একজন ডেপুটি গভর্ণর নোটপ্রচলন, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, সরকারী টাকাকড়ির হিসাব, আমানত, খোলাবাজার ক্রিয়া, সবকারী ঋণ এবং সাধারণ ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আর একজন ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যকলাপ তত্ত্বাবধান করেন। তৃতীয় ডেপুটি গভর্ণর শিল্পে অর্থবিনিয়োগ, গ্রাম্যঋণ ও ব্যাঙ্কব্যবসায়ের প্রসার এই তিনটি বিষয় তত্ত্বাবধান করেন। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাদের নিয়োগকালে যেমন স্থির করিবেন গভর্ণর ও ডেপুটি গভর্ণরের কার্য্যকাল তদনুযায়ী (পাঁচ বৎসরের অনধিক) হইবে। কিন্তু তাঁহাদের পুনর্নিয়োগে কোন বাধা নাই। ব্যাঙ্কের প্রধান উপদেষ্টার তত্ত্বাবধানে ব্যাঙ্কবিষয়ক, অর্থসংস্থানবিষয়ক এবং অর্থনৈতিক যাবতীয় তথ্যসংগ্রহ, অনুশীলন ও উপদেশের কার্য্য সম্পাদিত হয়। এই কার্য্য ব্যাঙ্কের অপরাপর কার্য্যক্রমের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় অফিস বোম্বাইতে অবস্থিত। প্রধান হিসাবরক্ষকের অফিস, সচিবের অফিস, এবং আইন বিভাগ ছাড়া এই কেন্দ্রীয় অফিসে নানা-রূপ বিশেষজ্ঞ বিভাগ আছে; যথা কৃষিঋণ বিভাগ, ব্যাঙ্কিং ক্রিয়াকলাপ বিভাগ,

ব্যাঙ্ক উন্নয়ন বিভাগ, শিল্পীয় অর্থসংস্থান বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এবং গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ। এই সকল বিভাগ ব্যাঙ্ক-ম্যানেজমেণ্টকে নীতিগঠন-কার্য্যে সাহায্য করে এবং সরকারকে আর্থিক, ব্যাঙ্ক ও অর্থসংস্থান-বিষয়ক ব্যাপারে যাবতীয় পরামর্শ দিয়া থাকে।

সারা দেশে যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কেব বিভিন্ন কার্য্যাবলী সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয় সেজন্য বাঙ্গালোর, বোম্বাই, কানপুর, কলিকাতা, মাদ্রাজ, নাগপুর ও নয়া দিল্লীতে স্থানীয় অফিস কিংবা শাখা স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল অফিসে ব্যাঙ্কিং এবং মুদ্রা প্রচলন বিভাগ রহিয়াছে। অন্যান্য স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিভূ আছে ; যেমন, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, হায়দ্রাবাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং মহীশূর ব্যাঙ্ক। ইহা ছাড়া লণ্ডনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং বিভাগের একটি শাখা খোলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের কার্য্যের গুরুত্ব এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ব্যাঙ্কিং ক্রিয়াকলাপ বিভাগেব আঞ্চলিক অফিস বাঙ্গালোর ব্যতীত উপরিউক্ত সংলগ্ন স্থানে এবং ত্রিবাঙ্কুরেও স্থাপিত হইয়াছে। কৃষিঋণ বিভাগের আঞ্চলিক অফিস কলিকাতা, মাদ্রাজ ও নয়া দিল্লীতে খোলা হইয়াছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের আঞ্চলিক অফিস ঐ সকল স্থানে ও কানপুরে স্থাপিত হইযাছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য্যাবলী—

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাথমিক কার্য্য হইতেছে দেশের মুদ্রাসম্পর্কিত নীতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে দেশের অর্থনৈতিক স্থৈর্য্য ব্যাহত না হয় এবং যাহাতে সরকারের সাধারণ অর্থনীতিব সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য বাখিয়া দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নকার্য্যে সহায়তা করা যায়। ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, ব্যাঙ্কটির মুখ্য ভূমিকা হইতেছে কাগজী মুদ্রার প্রচলন এবং তহবিল নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভারতে মুদ্রাস্থৈর্য্য রক্ষা করা আর দেশের চলতি মুদ্রা ও ঋণব্যবস্থা দেশের কল্যাণের জন্য পরিচালনা করা। এই উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কটিকে নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহা বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অর্থসংস্থান সংস্থার ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করে, তাহাদের নগদ মুদ্রার তহবিল রাখে এবং বিচার-

বিবেচনা করিয়া তাহাদের দাদন দেয়। ঋণনিয়ন্ত্রণকর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে সাধন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সকল সাধারণ অস্ত্র ব্যবহার করে সেগুলি তো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যবহার করিতে পারেই, যেমন ব্যাঙ্কহার পরিবর্ত্তন, খোলাবাজার ক্রিয়া ও তহবিল-অনুপাতের পরিবর্ত্তন ; তা ছাড়া ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্ক আইনের বলে নির্ব্বাচনমূলক নিয়ন্ত্রণবিধি এবং সরাসরি তত্ত্বাবধান-পদ্ধতি ব্যবহার করিবার বিস্তৃত ক্ষমতাও রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে সরকারের যাবতীয় অর্থসংস্থান ও ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় কার্য্য পরিচালনা করা। ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা। জাতীয় আর্থিক উন্নতি ও কল্যাণের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় টাকার বৈদেশিক বিনিময়হার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইহার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ইহা অবশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক ও অর্থসংস্থানমূলক স্থৈর্য্য সংরক্ষণ করিবার যে বিস্তৃত দায়িত্ব রহিয়াছে তাহারই একটি দিক। এখন মোটামুটি সকলেই স্বীকার করেন যে, মূলতঃ আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থৈর্য্যের মধ্যে কোন বিরোধ নাই এবং একটির সহিত আর একটি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আপন কার্য্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা করিবার জন্য দেশের আন্তর্জাতিক তহবিল সংরক্ষণ ও পরিচালনা করে। সরকারী বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহা আন্তর্জাতিক লেনদেন নিয়ন্ত্রিত করে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকাও ক্রমে আরও ব্যাপক হইতেছে। এমন অনেক উন্নয়ন ও গঠনমূলক কাজ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আজ করিতেছে যেগুলি অতীতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক গণ্ডীর বাহিরে বলিয়া মনে করা হইত। চিরাচরিত ঋণনিয়ন্ত্রণ ছাড়াও আজ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব হইতেছে এমন একটি সুষ্ঠু ব্যাঙ্কব্যবস্থা গড়িয়া তোলা যাহা শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের নয়, কৃষি এবং শিল্পেরও সাধারণ প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। কারণ দেশে কৃষি-ও শিল্পক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহ করিবার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে খুবই বিলম্ব হইতেছিল। যদিও সুরু হইতেই কৃষিক্ষেত্রে ঋণ দিবার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর আইনগতভাবে ন্যস্ত ছিল, তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবলমাত্র গত কয়েক বৎসরেই এ সম্বন্ধে কিছুটা অগ্রগতি পরিলক্ষিত

হইয়াছে। শিল্পক্ষেত্রে ঋণসরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অগ্রসর হইয়াছে। মুদ্রা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য এবং সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করিবার জন্য আর্থিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া অর্থসংস্থানমূলক সমস্যা সম্বন্ধে সরকারের উপদেষ্টারূপে, ব্যাঙ্কের দায়িত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাণিজ্যিক এবং সমবায় ব্যাঙ্ক, বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের হিসাব, সরকার ও কোম্পানীগুলির আয়-ব্যয় অবস্থা ও শেয়ার-বাজার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া সেগুলির বিচার-বিশ্লেষণ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত পুস্তক ও মাসিক বিবরণীতে প্রচার করিবার ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত আছে। প্রতি মাসে ব্যাঙ্ক সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান-ক্রোড়পত্র সহ একটি বুলেটিন প্রকাশ করে এবং প্রতি বৎসর সাধারণ অর্থনৈতিক, অর্থসংস্থান ও ব্যাঙ্কব্যবস্থার ধারা ও অগ্রগতি এবং ব্যাঙ্কের অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে কয়েকটি রিপোর্টও বাহির করে। এই সকল বার্ষিক রিপোর্টের মধ্যে থাকে কেন্দ্রীয় পরিচালক-সংসদের রিপোর্ট, ভারতে ব্যাঙ্কব্যবস্থাব ধারা ও অগ্রগতি, সমবায় আন্দোলনের পর্য্যালোচনা (দ্বিবাৎসরিক) এবং চলতি মুদ্রা ও অর্থসংস্থানের অবস্থা সম্বন্ধে বাৎসরিক রিপোর্ট। প্রথম দুইটি রিপোর্ট ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৫৩ (২) ধারা অনুযায়ী এবং ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের ৩৬ (২) ধারা অনুযায়ী প্রকাশিত হয়।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, রিজাভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা খুবই ব্যাপক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চিরাচরিত সাধারণ কার্য্যাবলীর সহিত বহু নূতন কার্য্যবলীর সংযোগ ঘটিয়াছে। এইবার আমরা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিব এবং কেমন করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহুবিধ কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার জন্য নিজের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রয়োজনমত অদলবদল করিয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিব।

দুই

চলতি মুদ্রা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ—১

সাধারণ বক্তব্য—

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশে মুদ্রা প্রবর্ত্তনের একমাত্র অধিকারী। শুধু এক টাকার ধাতব মুদ্রা ও নোট এবং নিম্নমূল্যের ধাতব মুদ্রার (যাহাদের পরিমাণ তুলনামূলক বিচারে সামান্য) প্রচলনের জন্য সরকার দায়ী। আর্থিক ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তনশীল প্রয়োজনসমূহের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জনসাধারণের হস্তনিহিত মুদ্রাসরবরাহকে নিয়ন্ত্রিত করাই হইতেছে মুখ্যতঃ মুদ্রা ও ঋণনীতি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতিসমূহ বেশ কিছুসংখ্যক মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির মারফৎ অর্থনৈতিক এবং মুদ্রাবিষয়ক ধারাগুলিকে প্রভাবান্বিত করে। বিহিত মুদ্রার সরবরাহের উপর আনুষ্ঠানিক কর্ত্তৃত্ব লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জনসাধারণের হস্তনিহিত মুদ্রার পরিমাণকে প্রভাবিত করিতে সক্ষম। ব্যাঙ্কদের আমানত-মুদ্রাসৃষ্টি মূলতঃ উহাদের নগদ তহবিলের উপর নির্ভরশীল, আর উহার চূড়ান্ত উৎসও হইল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। মুদ্রাসরবরাহ নিয়ন্ত্রণের নানা উপায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে আছে। সে সম্পর্কে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে। আধুনিক অভিজ্ঞতা হইতে মুদ্রাব্যবস্থা ও কর্জ্জ নিয়ন্ত্রণের যে সকল অস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে উহাদের অনেকগুলিই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয়ত্তে আছে—যেগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় সকল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে থাকে ; হুণ্ডিবাট্টার হার পরিবর্ত্তন, খোলাবাজার ক্রিয়া এবং পরিবর্ত্তনীয় তহবিল উহাদের অন্তর্ভুক্ত। সোজাসুজিভাবে ঋণদানের ভিত্তিকে প্রভাবিত করিয়া এবং পরোক্ষভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থসাহায্য প্রাপ্তির পরিমাণ ও মূল্যকে পরিবর্ত্তিত করিয়া এই পদ্ধতিগুলি কার্য্যকরী করা হয়। এতদ্ব্যতীত, ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ব্যাঙ্ক কোম্পানীসমূহের আইন অনুসারে ব্যাঙ্কব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ এবং নির্ব্বাচনমূলকভাবে নিয়ন্ত্রণের অনেক ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে। অবশ্য একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, কার্য্যক্ষেত্রে মুদ্রানিয়ন্ত্রণ রিজার্ভ

ব্যাঙ্কের কর্তৃত্বাধীনে সর্ব্বাংশে নাই, বহুলা'শেও নাই। ইহার অনেকখানি সরকারের বাজেটসংক্রান্ত কার্য্যাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। যদিও এই ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শদানের বহু সুযোগ ব্যাঙ্কের আছে, তথাপি ইহাদের উপর ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব নাই। দেশের লেনদেনের প্রভাব মুদ্রাসরবরাহের আর একটি নির্দ্ধারক। উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা এই সম্পর্কেও প্রযোজ্য। মোটেব উপর সামগ্রিক মুদ্রাবিষয়ক অবস্থার নিয়ামক হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিজস্ব নীতির চেয়ে সরকারের আর্থিক নীতি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ– বিশেষভাবে যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতৃক সরকারকে ঋণদানের কোন আইনগত সীমা নাই। মুদ্রার স্থৈর্য্য রক্ষার কাজে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব যথাযথরূপে প্রতিপালিত হওয়ার জন্য সরকারী সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয়।

এইবার আমরা চলতি মুদ্রা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণেব বিস্তৃততর আলোচনায় অগ্রসর হইতে পারি। এই অধ্যায়ে আমরা বিহিতমুদ্রা প্রচলন সম্পর্কীয় আইনগত সর্ত্ত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতি আলোচিত হইবে।

নোটপ্রচলন সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থাসমূহ—

ভারতীয় রিজাভ ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী নোট প্রচলন বিভাগ (Issue Department) এবং সাধারণ ব্যাঙ্কিং বিভাগ (Banking Department) নামক দুইটি পৃথক বিভাগের মারফৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোটপ্রচলন ও সাধারণ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়েব কাজ পরিচালিত হয়। প্রচলন বিভাগের পাওনাগুলি প্রচলিত নোটের ভিত্তি। এগুলিকে ব্যাঙ্কিং বিভাগের পাওনাগুলির নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করিয়া রাখা হয়। অবশ্য কার্য্যতঃ এই বিভাজনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুবই কম।

জনসাধারণের মধ্যে চলতি মুদ্রা প্রবর্ত্তিত করা এবং চালু অবস্থা হইতে উহাকে ফিরাইয়া আনার কাজ প্রকৃতপক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কেব ব্যাঙ্কিং বিভাগের মারফৎ করা হয়। আইন অনুসারে অন্যান্য যে সকল ব্যাঙ্কনোট অথবা ধাতব মুদ্রা, মূল্যবান ধাতু এবং সিকিউরিটি প্রচলন বিভাগের পাওনাগুলির অংশরূপে গণ্য হইতে পারে, কেবলমাত্র উহাদের বিনিময়েই প্রচলন বিভাগ ব্যাঙ্কনোট ছাড়ে কিংবা গ্রহণ করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৩৩ নং ধারা অনুসারে

প্রচলন বিভাগের যে পাওনাগুলির বিপক্ষে ব্যাঙ্কনোট ছাড়া হয় সেগুলিতে স্বর্ণমুদ্রা এবং সোনার পিণ্ড, বৈদেশিক ঋণপত্র, ধাতব 'টাকা', ভারত সরকারের ঋণপত্র এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ক্রয়যোগ্য দেশীয় হুণ্ডি ও প্রতিশ্রুতিপত্র থাকিবে। বিনিময়পত্রের যথোপযুক্ত বাজার না থাকার ফলে কার্য্যক্ষেত্রে এই পত্রগুলি পাওনারূপে গণ্য হইতে পারে নাই। মূল আইনে নোটপ্রচলনের বিপক্ষে স্বর্ণ ও বিদেশী কাগজ লইয়া গঠিত একটি সমানুপাতিক তহবিল রাখিবার নির্দ্দেশ ছিল। তদনুযায়ী ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, যত মূল্যের নোট ছাড়া হইবে তাহার অন্যূন ৪০% থাকিবে স্বর্ণপিণ্ড, মুদ্রা ও বৈদেশিক ঋণপত্রে, এবং স্বর্ণ ও স্বর্ণমুদ্রা কোনসময়েই ৪০ কোটি টাকার কম হইতে পারিবে না। এই সর্ত্ত প্রায় কুড়ি বৎসর কাল অপরিবর্ত্তিত ছিল। বৈদেশিক তহবিলকে নোট প্রচলনের সঙ্গে বিজড়িত করিবার নীতি এক হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান যুগের লুপ্তাবশেষ। অপরপক্ষে যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং আইনের সার্ব্বজনীন ধারা হইতেছে নোট প্রচলনের সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের সম্পর্ক ছিন্ন করা। একথা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে যে, বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল দেশকে বৈদেশিক ব্যালান্সের প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলি কাটাইয়া উঠিতে সাহায্য করা। ভারতবর্ষে উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দ্রুত উন্নতি এবং মুদ্রাব্যবহার ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের জন্য চলতি মুদ্রার প্রভূত প্রসার আবশ্যক হইয়াছে। পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্যও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বৈদেশিক তহবিলের উপর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হইয়াছে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর হইতে যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (সংশোধন) আইন (১৯৫৬) কার্য্যকরী হইয়াছে উহাতে উপরোক্ত সম্ভাবনাগুলির কথা চিন্তা করিয়া আনুপাতিক তহবিলের পরিবর্ত্তে ৪০০ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক সিকিউরিটি এবং ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও স্বর্ণমুদ্রা লইয়া গঠিত একটি সর্ব্বনিম্ন বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের বন্দোবস্ত করা হয়। তদুপরি, যেখানে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবরের পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নিহিত সোনার টাকায় ৮·৪৭৫১২ গ্রেন, অর্থাৎ তোলাপিছু ২১·২৪ টাকা, হিসাবে মূল্য স্থির হইত সেস্থলে সংশোধনী আইনে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার কর্ত্তৃক স্বীকৃত মূল্যে (অর্থাৎ টাকায় ২·৮৮ গ্রেন খাঁটি সোনা বা ৬২·৫০ টাকায় এক তোলা হিসাবে) সোনার পুনর্মূল্য নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা

হয়। নিতান্তই আনুষ্ঠানিক এই পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য ছিল সরকারী ব্যবহার মূল্য অনুযায়ী ব্যাঙ্কের মজুত সোনার মূল্য নির্দ্দেশ করা। ফলে সোনার পুনর্মূল্য নির্দ্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে সোনার সর্ব্বনিম্ন তহবিল ৪০ কোটি টাকার বদলে ১১৫ কোটি টাকা ধার্য্য হইল। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর "ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (সংশোধন) অর্ডিনান্স, ১৯৫৭" জারী করিয়া পাওনা রাখিবার নিয়মাবলীকে পুনরায় সংশোধন করা হয়। ঐ অর্ডিনান্স পরে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (দ্বিতীয় সংশোধন) আইনে রূপান্তরিত হয়। এই আইনে নির্দ্দেশ ছিল যে, প্রচলন বিভাগের স্বর্ণ, স্বর্ণমুদ্রা এবং বিদেশী ঋণপত্রের মোট মূল্য কোনসময়ে ২০০ কোটি টাকার কম হইতে পারিবে না; তন্মধ্যে স্বর্ণ ও স্বর্ণমুদ্রার মূল্য অর্ডিনান্স জারী হওয়ার আগেকার মত ১১৫ কোটি টাকার নীচে নামিতে পারিবে না।

অন্যান্য স্থানের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং আইনের মত অপ্রত্যাশিত জরুরী অবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রাতহবিল সংক্রান্ত নিয়মগুলিকে সাময়িকভাবে রহিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় সংশোধন আইনে পূর্ব্বাহ্ণে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি লইয়া বৈদেশিক কোম্পানীর কাগজ রাখিবার সর্ত্ত সম্পূর্ণরূপে স্থগিত রাখিবাব ক্ষমতা রিজাভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে; অবশ্য ইহার পরিবর্ত্তে ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের সোনা রাখিতে হইবেই।

মুদ্রাপ্রচলন সম্পর্কীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঃ মুদ্রাধারসমূহ

সরকারের কাজকর্ম আর বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এবং জনসাধারণের বিনিময় ও অর্থপ্রেরণ সংক্রান্ত প্রয়োজনে সুবিধা করিয়া দিবার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিহিত মুদ্রা সরবরাহের দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ব্যাঙ্কিং বিভাগের কাছে নোট চালান দেওয়া ছাড়াও প্রচলন বিভাগ জনসাধারণের কাছে চাহিবা মাত্র নোটের বদলে টাকা এবং টাকার বদলে নোট ছাড়ে। এই-সকল কার্য্য সম্পাদনের জন্য ব্যাঙ্ক ব্যাপকভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ব্যাঙ্ক বাঙ্গালোর, বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, মাদ্রাজ, নাগপুর এবং নয়াদিল্লীতে সাতটি অফিস, গৌহাটি ও হায়দ্রাবাদে দুইটি ছোট অফিস, এবং উহার এজেন্সীগুলিতে এবং সরকারী ট্রেজারী ও সাবট্রেজারী-গুলিতে মুদ্রাধার খুলিয়াছে। ঐসব এজেন্সী হইল ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের

বিভিন্ন শাখা, হায়দ্রাবাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ও মহীশূরের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক। যেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপরোক্ত কোন এজেণ্টের কোন শাখা অফিস নাই সেখানে সরকারী কাজ সরকারী ট্রেজারী এবং সাব-ট্রেজারীগুলির দ্বারা সাধিত হয়। মোট ১৩০০ মুদ্রাধার দেশের সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ছড়াইয়া আছে। অধিকন্তু, ব্যাঙ্ক উহার এজেণ্টগুলির অনুরোধে বিভিন্ন স্থানে আরও মুদ্রাধার রাখিতে সম্মত হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়া রাজ্য সরকারসমূহ যে সকল জায়গার কথা বলিয়া দিয়াছে সেইসব জায়গায়ও ব্যাঙ্ক মুদ্রাধার রাখিতে সম্মত হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে উপ-মুদ্রার যোগান দিবার জন্য প্রচলন বিভাগ ছোট ছোট সরকারী মুদ্রাঘরও খোলে।

মুদ্রাধারগুলির মধ্যে ধাতবমুদ্রার সহিত পুনর্প্রবর্ত্তনীয় ও নূতন নোটের গাদা সংরক্ষিত থাকে। যদি কোন দিন জমার চেয়ে খরচ বেশী হইয়া যায় তবে প্রয়োজনানুযায়ী যাহাতে তুলিয়া লওয়া যায় তজ্জন্য ট্রেজারী কিংবা ব্যাঙ্কের এজেন্সীকে একটি করিয়া মুদ্রাধার দেওয়া হয়। আধারগুলি আছে বলিয়া ঘন ঘন নগদ টাকা একস্থান হইতে তুলিয়া স্থানান্তরে পাঠানো আর দরকার হয় না। অবশ্য কোন কেন্দ্রে (যেমন ধরুন, কোন এক নির্ম্মাণ-প্রচেষ্টার সন্নিকটে) জমার চেয়ে খরচ ক্রমাগত বেশী হইতে থাকিলে কিংবা উহার বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হইলে ঐরূপ অর্থপ্রেরণ অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে মুদ্রাধার-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারদের বিশেষ সহায়ক হইয়াছে, কারণ ইহার দরুণ ট্রেজারীগুলি অপেক্ষাকৃত কম টাকায় কাজ চালাইতে পারে। অধিকন্তু, নোটের বিনিময়ে ধাতব টাকা এবং উচ্চ-মূল্যাঙ্কিত নোটের বদলে নিম্নমূল্যাঙ্কিত নোট সরবরাহ, এবং উহার বিপরীত প্রক্রিয়া, অথবা পুরাতন ময়লা নোটের বদলে টাট্‌কা নোট ছাড়ার ব্যাপারে এই মুদ্রাধারগুলি বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এবং জনসাধারণকে অর্থপ্রেরণ-সুবিধাদানের ভিত্তি হিসাবেও মুদ্রাধারগুলি কাজ করিতেছে।

মুদ্রাধারে জমা নোটগুলিকে চালু বলিয়া গণ্য করা হয় না ; অপরপক্ষে, মুদ্রাধারগুলির ধাতব টাকা এবং এক টাকার নোটগুলি প্রচলন বিভাগের সম্পত্তির অংশ। এরূপে মুদ্রাধারে নোট জমা পড়ার অর্থ প্রচলিত নোটের

পরিমাণ হ্রাস পাওয়া, এবং মুদ্রাধারে টাকা জমা পড়ার অর্থ চালু নোটের বিপক্ষে রক্ষিত তহবিলের মুদ্রা-অংশের পরিমাণবৃদ্ধি। অন্য দিকে, মুদ্রাধার হইতে নোট অপসারণের অর্থ চালু নোটের পরিমাণবৃদ্ধি, এবং টাকা অপসারণের অর্থ চালু নোটের বিপক্ষে রক্ষিত তহবিলের মুদ্রা-অংশের পরিমাণ হ্রাস। নোট কিংবা ধাতব মুদ্রা কোন একটি মুদ্রাধারে জমা দিলে নোট কিংবা ধাতব মুদ্রা প্রেরণ না করিয়া এবং চালু নোটের বিপক্ষে রক্ষিত তহবিলের ধাতব মুদ্রা-অংশের আসলে কোন পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়াও অপর একটি মুদ্রাধার হইতে নোট কিংবা ধাতব মুদ্রা চালু করা সম্ভব হয়।

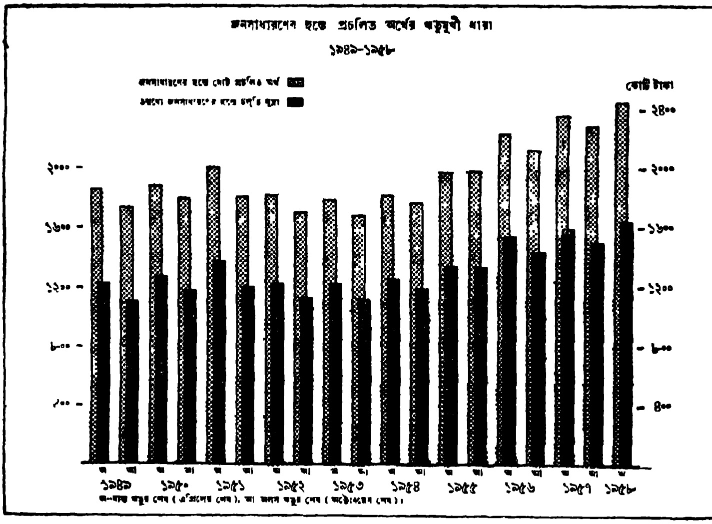
চলতি মুদ্রায় ঋতুগত এবং অন্যান্য পরিবর্ত্তন—

বহু বৎসর যাবৎ চলতি মুদ্রার ঋতুমাফিক পরিবর্ত্তন ভারতীয় অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ফসল কাটার এবং ফসল স্থানান্তরের সময়ের সঙ্গে প্রধানতঃ জড়িত কর্ম্মহীন ও কর্ম্মব্যস্ত ঋতুতে চলতি মুদ্রার অনেকটা ছন্দোবদ্ধ উঠানামায় ইহা প্রতিফলিত হয়। শিল্পপ্রধান দেশেও চালু মুদ্রার ঋতুগত পরিবর্ত্তন (যেমন, খৃষ্টমাস কিংবা ছুটির মরশুমে) ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সেখানে ঋতুগুলি আয়প্রাপ্তির বদলে আয়ের টাকা খরচের অস্বাভাবিক উঠা-নামার সঙ্গে জড়িত। ভারতে যাহা লক্ষণীয় তাহা হইতেছে বৎসরের মোটের উপর দুইটি সমান ঋতুতে বিভাজন। আর্থিক সংগঠনের চরিত্রবৈশিষ্ট্য এবং নগদ কাজকারবারের প্রাধান্য হইতেই প্রধানতঃ ইহার উৎপত্তি। মোটামুটি-ভাবে, যে ব্যস্ত ঋতুতে অপেক্ষাকৃত বেশী টাকার দরকার হয় উহা অক্টোবর নাগাদ ফসল তোলা ও স্থানান্তরের সঙ্গে সুরু হয়, এবং এপ্রিলের প্রায় শেষ অবধি থাকে। এসম্পর্কে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে যখন চলতি মুদ্রাব ক্রমাগত প্রসার ঘটিতেছিল (এবং বেকার ঋতুতেও কোন সঙ্কোচন ছিল না), তখনও বেকার ঋতু অনুভূত হইয়াছিল, কারণ ব্যস্ত ঋতুর চেয়ে বেকার ঋতুতে চলতি মুদ্রার প্রসার কম ছিল। যুদ্ধশেষে শান্তিকালীন অবস্থার পুনরাগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঋতুধর্ম্মী বিন্যাস পুনরায় ক্রমশঃ অধিকমাত্রায় পরিস্ফুট হইতে লাগিল, আর যুদ্ধোত্তরকালে চলতি মুদ্রা নিয়মিতরূপে ব্যস্ত ঋতুতে শোধিত এবং বেকার ঋতুতে প্রত্যর্পিত হইতে

লাগিল। অবশ্য সাম্প্রতিক কালে পরিকল্পিত উন্নয়নের দরুণ ক্রমবর্দ্ধমান মাত্রায় মাধ্যমিক এবং জালিক ক্ষেত্রসমূহের সম্প্রসারণ ঋতুমাফিক পরিবর্তন-গুলিকে কিছুটা কমাইয়া দিয়াছে।

এই পর্য্যায়ে চলতি মুদ্রার ঋতুগত সঙ্কোচ-প্রসারণের মোটামুটি পদ্ধতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ব্যস্ত ঋতুতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হইতে নগদ টাকার নীট বহির্গমন ঘটে। ব্যাঙ্কে ব্যবসাদার এবং শিল্পপতিদের যে জমা টাকা থাকে, সেই টাকা কিংবা মজুত মাল এবং শিল্পোৎপাদনের উপকরণ ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত ঋণের টাকা তোলা হইতে থাকিলে ইহা ঘটে। জন-সাধারণের চাহিদা মিটাইবার জন্য ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রক্ষিত তহবিল এবং নিজেদের নগদ টাকার উপর কিছুটা হাত দেয়। প্রয়োজনানুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া এবং / কিংবা উহার কাছে কিংবা বাজারে লগ্নীপত্র বিক্রয় করিয়া এই হ্রাসপ্রাপ্ত তহবিলকে আবার ভরানো হয়। ব্যাঙ্কগুলি নগদ টাকা তুলিবার চেষ্টা করিতে পারে ; সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্যেরা সরকারের নামে প্রদত্ত চেকের বদলে অনুরূপভাবে নগদ টাকা চাহিতে পারে। উপরোক্ত চাহিদা মিটাইতে গিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং বিভাগের নগদ টাকার তহবিল স্বাভাবিক কাজকর্ম্মের জন্য যতখানি প্রয়োজন তাহার চেয়ে নীচে নামিয়া যায়। ইহাকে পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য ব্যাঙ্কিং বিভাগ ষ্টার্লিং কাগজ, কোম্পানীর কাগজ (rupee securities) প্রমুখ গ্রহণযোগ্য সম্পত্তি সমমূল্যের নগদ টাকার বিনিময়ে প্রচলন বিভাগে প্রেরণ করে। ব্যাঙ্কসমূহ কিংবা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নগদের বৃহত্তর চাহিদা মিটানোর প্রক্রিয়ায় ব্যাঙ্কিং বিভাগে এগুলির সরবরাহ বাড়িয়া যায়। এরূপে জনসাধারণের তরফ হইতে নগদ টাকার বর্দ্ধিত চাহিদা প্রথমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নগদ অর্থহ্রাস এবং ইহার ফলে ব্যাঙ্কিং বিভাগের নগদ অর্থ হ্রাসের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। ইহা আবার শেষটায় ব্যাঙ্কিং বিভাগ হইতে প্রচলন বিভাগে গ্রহণযোগ্য কোম্পানীর কাগজ স্থানান্তরজনিত মুদ্রা সম্প্রসারণ ঘটায়। জনসাধারণের তরফ হইতে নগদ টাকার বর্দ্ধিত চাহিদা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সরকারের মজুত অর্থের নিম্নগমনে প্রতিফলিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কিং বিভাগের নগদ অর্থের পরিমাণও নিম্নগামী হয়। যদি সরকারের উপযুক্ত মজুত অর্থ না থাকে, তবে তাঁহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে স্বল্পমেয়াদী সুযোগী

(ways and means) দাদন লইতে পারেন কিংবা ব্যাঙ্ককে ট্রেজারী বিল অর্পণ করিতে পারেন (৫ম অধ্যায় দেখুন)।



অলস বা বেকার ঋতুতে বিপরীত প্রক্রিয়া কার্য্যকরী হয়। গ্রাম্য জনসাধারণ কর্ত্তৃক শিল্পজাত এবং অন্যান্য দ্রব্য ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকা সহরাঞ্চলে ফিরিতে সুরু করে। প্রচলনস্থিত মুদ্রার প্রত্যাবর্ত্তন কিংবা ঋণ প্রত্যর্পণের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে অতিরিক্ত নগদ টাকা জমে। উহা আবার ঋণ প্রত্যর্পণের মারফৎ কিংবা কোম্পানীর কাগজ ক্রয়ের জন্য কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রক্ষিত তহবিল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং বিভাগে স্থানান্তরিত হয়। এইসব কাজকর্ম্মের ফল হইতেছে ব্যাঙ্কিং বিভাগের নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি। ব্যাঙ্কিং বিভাগ সচরাচর যাহা নগদ হিসাবে রাখে উহার উপরে বাড়তি অংশ সমপরিমাণ সম্পত্তির বিনিময়ে প্রচলন বিভাগে ফেরত যায়। ব্যাঙ্কিং বিভাগের দিক হইতে বলা চলে যে, নোটের বদলে অন্যান্য পরিসম্পত্তি আনয়ন করা হইয়াছে ; প্রচলন বিভাগে আবার ঠিক যুগপৎ পরিসম্পত্তি ও দেনার (অর্থাৎ প্রবর্ত্তিত নোটের) পরিমাণ কমিয়াছে। যখন

সরকারী নিগমের উপর আগম উদ্বৃত্ত হয়, তখন ব্যাঙ্কিং বিভাগে সরকারী তহবিল বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কিং বিভাগে নগদ অর্থও পরিমাণে বাড়িয়া যায়। এই অবস্থায় সরকারী তহবিলের বাড়তি অংশটুকু কমাইয়া ফেলা হয়। সুযোগী দাদন শোধ কিংবা পূর্ব্বে ব্যাঙ্কের কাছে বিক্রীত ট্রেজারী বিল নাকচের (অর্থাৎ মুক্তির) দ্বারা ইহা সাধিত হয়।

তিন

চলতি মুদ্রা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ—২

ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ও সুযোগ—

ঋণ নিয়ন্ত্রণ হইল আসলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কবিশিষ্ট ঋণ-প্রতিষ্ঠানগুলিব—প্রধানতঃ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির—সম্পত্তি-বিন্যাস নিয়ন্ত্রণ। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পরিসম্পত্তির মধ্যে যে জিনিসটি এপ্রসঙ্গে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইতেছে মক্কেলকে ব্যাঙ্ক-প্রদত্ত ঋণ—যাহা সচরাচর 'কর্জ্জ' ও 'বাট্টা' নামে অভিহিত বস্তুগুলির যোগফল। ব্যাঙ্কদের ঋণ-প্রদান ক্ষমতা উহাদের নগদ তহবিলের (রিজাভ ব্যাঙ্কের হস্তে ন্যস্ত অর্থ যাহার অন্তর্গত) উপর নিভরশীল। আমানত বৃদ্ধি কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ধার গ্রহণের দ্বাবা এই নগদ তহবিল বাড়ে। সুতরাং রিজাভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক ঋণনিয়ন্ত্রণ বলিতে ব্যাঙ্ক সমূহের তহবিলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণই বুঝায়। যদি বিজাভ ব্যাঙ্ক ঋণসম্প্রসারণ ঘটাইতে চায়, তবে ইহা ব্যাঙ্কতহবিল বৃদ্ধির ব্যবস্থা কবিবে। অনুরূপভাবে যদি ঋণ সঙ্কোচন ঘটাংতে হয়, তবে উংাকে তহবিল হ্রাসের চেষ্টা করিতে হইবে। ব্যাঙ্কপ্রদত্ত ঋণের অন্ততঃ একাংশ নগদ (চলতি মুদ্রা) রূপে তুলিয়া লওয়া হয়। দেশেব মুদ্রাসরবরাহে আমানত-মুদ্রাব তুলনায় চলতি মুদ্রাব প্রাধান্য যত বেশী হইবে, এই অংশটিও তত বড হইবে।

ব্যাঙ্কেব আমানত দুইটি উপায়ে সৃষ্ট হইতে পাবে—একটি 'নিষ্ক্রিয়' সৃষ্টি, অপরটি 'সক্রিয়' সৃষ্টি। মক্কেলগণ নগদ টাকা কিংবা অন্যান্য ব্যাঙ্কের উপরে লিখিত চেক দিলে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের জন্য যখন আমানত-খাতা খোলে, তখন আমানতেব নিষ্ক্রিয় সৃষ্টি স ঘটিত হয়। ব্যাঙ্কগুলি কর্জ্জ দিয়া যে আমানত সৃষ্টি করে উহার নাম সক্রিয় আমানত সৃষ্টি। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে মুদ্রার বণ্টন হয়ত পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে কিন্তু মুদ্রার যোগান বাড়ে। কোন ব্যাঙ্ক ঋণ দিলে আ শিকরূপে সেই ব্যাঙ্কের নিজস্ব আমানত কি‌ংবা অন্য ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির আমানত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবার অভ্যাস যেসকল সমুন্নত দেশে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়াছে সেখানেও আমানতবৃদ্ধি প্রক্রিয়াব একটা সীমা থাকে। নানা আর্থিক এবং প্রতিষ্ঠানগত শক্তির দ্বারা এই সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। সুগঠিত ব্যাঙ্কব্যবস্থা-সমন্বিত দেশের চেয়ে স্বল্পোন্নত দেশে ব্যাঙ্কগুলির ঋণসৃষ্টির সুযোগ অনেক কম হয়। ভাবতবর্ষে মুদ্রাসরবরাহের একটি খুব বড় অংশ (প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ) চলতি মুদ্রা। ইহার অর্থ এই যে, ব্যাঙ্কদের ঋণ সৃষ্টির প্রত্যেক পর্য্যায় উপরোক্ত অনুপাতে না হইলেও প্রভূত পরিমাণে চলতি মুদ্রার বহির্গমন ঘটাইবে। নগদের একটি বড় অ'শ সাধারণতঃ আমানতরূপে ব্যাঙ্কব্যবস্থায় ফিবিয়া না আসিলেও আর্থিক সংগঠনে চুয়াইয়া পড়ে। ইহাতে ব্যাঙ্কব্যবস্থার তহবিল-বৃদ্ধির ভিত্তিতে নূতন ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা অনেকখানি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এবং সেই সঙ্গে গুণিত (multiple) ঋণ সম্প্রসারণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়।

যদিও সমুন্নত দেশের চেয়ে এখানে মুদ্রানীতি সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করিবার সুযোগ তুলনামূলক বিচারে ঢের কম, তথাপি আর্থিক ব্যবস্থার বৈচিত্র্যায়ণ এবং বিনিয়োগ ও সুস'হত মুদ্রাবাজারের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। সুপরিচালিত মুদ্রাবাজার গড়িয়া তোলাব ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সক্রিয়ভাবে সহায়তা করিতেছে।

ভারতীয় মুদ্রাবাজারের কাঠামো—

সুগঠিত মুদ্রাবাজার (money market) কার্য্যকরী মুদ্রানীতির ভিত্তিস্বরূপ। মুদ্রাবাজারকে প্রধানতঃ স্বল্পমেয়াদী মুদ্রাজাতীয় পরিসম্পত্তি লইয়া কাজ-কারবারের কেন্দ্র রূপে অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহা দেনাদারদের স্বল্পমেয়াদী প্রয়োজন মিটায় এবং ঋণদাতাদের তারল্য কিংবা নগদ অর্থ সরবরাহ করে। এই স্থানে বিভিন্ন অর্থসরবরাহকারী ও অন্যান্য স'স্থার এব' ব্যক্তি-বিশেষের হস্তনিহিত স্বল্পমেয়াদী উদ্বৃত্ত বিনিয়োগযোগ্য অর্থ লইয়া ঋণস গ্রহ-কারীরা টানাটানি করে। বিভিন্ন সংস্থা, ব্যক্তিবিশেষ এবং সরকার নিজে এই ঋণসংগ্রহকারী গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। স্বাভাবিকভাবে মুদ্রাবাজারের সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি ঘনিষ্ঠ স যোগ থাকে। বস্তুতঃ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে মুদ্রাবাজারের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা চলে। আসলে ইহা অর্থসরবরাহের একটি

অবশিষ্ট উৎস, এবং তজ্জন্যই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী বিশেষ তাৎপর্য্য প্রাপ্ত হয়।

ভারতীয় মুদ্রাবাজারের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার দুইটি অংশ—একটি সুসংহত বাজার, অপরটি অসংহত বাজার; ইহাদের মধ্যে সুদ-সংগঠনের তারতম্য রহিয়াছে। সুসংহত বাজার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, বিভিন্ন বিদেশী ব্যাঙ্ক এবং ভারতীয় যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কগুলিকে লইয়া গঠিত। আধা-সরকারী সংস্থাগুলি এবং বৃহদায়তন যৌথমূলধনী কোম্পানীগুলিও মুদ্রাবাজারের কাজকর্ম্মে ঋণদাতা হিসাবে অংশ গ্রহণ করে; ইহাদের দেওয়া টাকাকে সচরাচর সওদাগরী কুঠির টাকা বলা হয়। এদিকে আবার ধাবের দালাল, সাধারণ অর্থ এবং কোম্পানীর কাগজের দালাল প্রভৃতি অর্থসংস্থানের মধ্যবর্ত্তিগণ রহিয়াছে। আন্তঃ-ব্যাঙ্ক আহ্বান-মুদ্রার বাজার ভারতীয় মুদ্রা-বাজারের প্রাণস্বরূপ। যদিও ব্যাঙ্কসমূহের আমানতসম্পদের তুলনায় এই বাজারে ব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ খুব বেশী নয়, তবুও হয়ত ইহা মুদ্রাবাজারের সর্ব্বাপেক্ষা স্পর্শকাতর অংশ। ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক আহ্বান-মুদ্রাবাজারে অংশগ্রহণ করে না, কিন্তু অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি এই ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কর্জ্জ ও দাদন লয়। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সাহায্যের দাবী ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে পেশ করিতেছে।

ভারতীয় ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক কিংবা ট্রেজারী কোন বিলেরই যথার্থ বাজার নাই; ঋণপত্রের স্বীকার (acceptance) ব্যবসাও এখানে নাই। এতৎসত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, ভারতীয় মুদ্রাবাজার "সুপরিচালিত সম্পর্ক এবং কাজের বিশেষীকরণের দিক হইতে অপেক্ষাকৃত সুগঠিত"।*

অসংহত বাজারটি নিজে একধর্ম্মী নহে। উহার প্রায় সবটা 'দেশীয়' ব্যাঙ্কারদের লইয়া গঠিত। এই বাজারে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থ, এমন কি অর্থের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যেও কোন সুপরিস্ফুট পার্থক্য নাই, কারণ হুণ্ডীর (অন্তর্দ্দেশীয় বিনিময়-পত্র) উপরে এমন কিছু থাকে না যদ্দারা আমরা জানিতে পারি যে, উহা ব্যবসায়ের অর্থসংস্থানের জন্য কিংবা আর্থিক আশ্রয়দানের জন্য. কিংবা ঘুরাইয়া বলা চলে, উহা একটি যথার্থ

* নিউইয়র্ক ফিডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাসিক পর্য্যালোচনা', জুলাই, ১৯৫৭

বাণিজ্য-বিল কিংবা অর্থসম্পর্কীয় বিল। আসলে এই বিলগুলি হইতেছে আশ্রয়-বিল। বাণিজ্য-বিলের সংখ্যাল্পতার জন্য ভারতবর্ষে কোন বাট্টা বাজার নাই—যদিও বাণিজ্যিক, বিশেষতঃ বৈদেশিক, ব্যাঙ্কগুলি বিল ভাঙ্গাইয়া থাকে। বাণিজ্য-বিলগুলিকে সচরাচর বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত রাখিয়া দেওয়া হয় (উদাহরণস্বরূপ আমদানী বিলের কথা বলা যায়), কিংবা লণ্ডনে পুনর্বাট্টা করা হয় (যেমন ধরুন, রপ্তানী বিল)। যেসকল শক্তির কথা ভারতে বিলবাজার গঠনের প্রতিবন্ধক হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে সেগুলি হইল দেশের বিভিন্ন অংশে বিলরচনাপদ্ধতির তারতম্য. ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতাগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত সময়সীমাবিহীন ঋণপ্রদানের অভ্যাস. ব্যাঙ্কগুলির (ভারতে যাহাদের ব্যাপক শাখাসংগঠনজাল রহিয়াছে) নিকট হইতে ঋণগ্রহণের প্রধান রূপ হিসাবে নগদ ঋণের প্রভূত ব্যবহার, কতিপয় কর্ম্মক্ষেত্রে নগদ কারবারের প্রতি আগ্রহ, কৃষিজাত দ্রব্য জমাইয়া রাখিবার জন্য পর্য্যাপ্ত গুদামব্যবস্থার অভাব এবং য়্যুসান্স বিলের উপর উচ্চ টিকিট কর। সরকারী উদ্যোগের ফলে এইসকল সমস্যা (বিশেষভাবে গুদামজাত করিবার সুবিধা সংগ্রহের ব্যাপারে) কিছু কিছু দূরীভূত হইয়াছে। অবশ্য কয়েকটি সমুন্নত পাশ্চাত্য দেশে যে ধরণের বিলবাজার আছে সে ধরণের বিলবাজার এখানে আদৌ গড়িয়া উঠিবে কিনা সন্দেহ। কেননা নির্দ্দিষ্ট মেয়াদে ঋণগ্রহণের প্রতি বিরাগ গ্রামাঞ্চলে যতখানি প্রবল, নগদ ঋণের স্থিতিস্থাপক রূপটির প্রতি আসক্তি ব্যবসায়রীতিতে ঠিক ততখানি গভীর। বাস্তবিক, নগদ ঋণ কিংবা 'ওভার ড্রাফ্‌ট' ব্যবস্থার মাধ্যমে ধারের প্রসারশীল এবং সুবিধাজনক বন্দোবস্ত অন্যান্য দেশেও আজ পর্য্যন্ত ধারগ্রহণের প্রধান রূপ। পণ্য পোতবোঝাই করার তালিকা প্রভৃতির সম্পর্কে যে বিশেষ ধরণের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষি কয়েকটি দেশে সক্রিয় বিলবাজার গঠনে সহায়তা করিয়াছে, এখানে উহার যথেষ্ট পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা স্বল্প। তা ছাড়া বিলরূপী ঋণের এমন কোন অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্ব নাই যে, বিলবাজারের অনুপস্থিতি একটি গুরুতর অভাব বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে এবং ইহার সৃষ্টি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি প্রধান নীতিগত লক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকিবে।

ভারতবর্ষে বিলবাজারের সংগঠন শ্লথ হইলেও একেবারে সংহতিবিহীন নহে। দেশীয় ব্যাঙ্কারগণ রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে

পুনর্বাট্টার সুবিধাগুলি ভোগ করে ; শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি আবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে যাইতে পারে। সাধাবণতঃ ব্যস্ত ঋতুতে—যখন ফসল কাটা হয় এবং উৎপাদনকারীর নিকট হইতে পাইকারের কাছে চালান যায়—দেশীয় মুদ্রাবাজার সুপরিচালিত মুদ্রাবাজারের অর্থ ব্যবহার করিতে আসে।

সমবায় ঋণপ্রতিষ্ঠানগুলি মুদ্রাবাজারের সুবিন্যস্ত ও অবিন্যস্ত অংশের মধ্যে অনেকটা মাঝামাঝি স্থান অধিকার করিয়া আছে। সমবায় ঋণ-প্রতিষ্ঠানগুলি পল্লীঋণের সনাতন উৎসগুলিকে, বিশেষতঃ মহাজনগণকে, সরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ মহাজনগণের দেওয়া ঋণে উচ্চ সুদের হার, প্রভৃতি অনেকগুলি অসুবিধা ছিল। যদিচ ঐ লক্ষ্যে উপনীত হইতে এখনও অনেকখানি পথ বাকী, তথাপি সুপরিচালিত মুদ্রাবাজাবেব সঙ্গে সমবায় ঋণব্যবস্থাকে সংগ্রথিত করিয়া দেওয়ার কাজ বিগত কয়েক বৎসবে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় ক্ষেত্রকে যে সাহায্য প্রদান করিয়া আসিতেছে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কব্যবস্থার সহিত, বিশেষ করিয়া ১৯৫৫ সনের ১লা জুলাই রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওযার পর হইতে ঐ ব্যাঙ্কের সহিত, ক্রমাগত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতেছে।

এক্ষণে ভারতীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া যাইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পর ভারতে যৌথমূলধনী ব্যাঙ্কগুলিকে তালিকাভুক্ত এবং তালিকা-বহির্ভূত এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। 'তালিকাভুক্ত' কথাটিতে যাহা বুঝায় তাহাতে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ হইল সেইসব ব্যাঙ্ক যেগুলি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের দ্বিতীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত এবং মোটামুটিভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য ব্যাঙ্কদের সঙ্গে তুলনীয়। উহারা কয়েকটি সুবিধা—বিশেষ করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে আশ্রয় লাভের সুবিধা ভোগের অধিকারী, এবং সেই সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতি উহাদের কয়েকটি কর্ত্তব্যও রহিয়াছে। দ্বিতীয় তালিকায় স্থানলাভ করিতে হইলে একটি ব্যাঙ্ককে কি কি সর্ত্ত পূরণ করিতে হইবে তাহা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪২ (৬) (এ) ধারায় বলা আছে। সেগুলি হইল : (১) অন্যূন মোট ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রদত্ত মূলধন ও তহবিল ব্যাঙ্কের অবশ্যই থাকিবে, (২) আমানতকারীদের স্বার্থবিরুদ্ধ কোন উপায়ে ইহার

কাজকর্ম্ম পরিচালিত হইতেছে না এমত নিশ্চয়তা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অবশ্যই দিতে হইবে, এবং (৩) ইহা অবশ্যই ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের কোম্পানী আইনের সংজ্ঞানুযায়ী একটি কোম্পানী কিংবা এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা বিজ্ঞাপিত একটি সংস্থা কিংবা একটি কর্পোরেশন কিংবা ভারতের বাহিরে কোন স্থানে প্রবর্ত্তিত কোন আইনের দ্বারা অথবা অধীনে সংস্থাপিত একটি কোম্পানী হইবে। ব্যাঙ্কের খাতাপত্র ও হিসাব পরীক্ষা করিয়া কিংবা অন্য কোন উপায়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, এই সর্ত্তাবলী পূরণ করা হইয়াছে, তবে ইহা ব্যাঙ্কটিকে দ্বিতীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিতে পারে। যে-কোন ব্যাঙ্কের মোট প্রদত্ত মূলধন ও তহবিলের মোট মূল্য ৫ লক্ষ টাকার নীচে নামিয়া গেলে, কিংবা উহার কাজকর্ম্ম রিজার্ভ ব্যাঙ্কেব মতে আমানতকারীদের স্বার্থবিরোধী হইলে, কিংবা উহা দেউলিয়া হইয়া গেলে, কিংবা ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিলে তালিকা হইতে উহার নাম কাটাইয়া দিবার ক্ষমতাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের শেষে সারা দেশে কার্য্যরত মোট ৪০০ ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর মধ্যে ৯২টি ব্যাঙ্ক দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত ছিল। ভারতের ব্যাঙ্কব্যবসায়ের বেশীর ভাগ তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিই চালায়। সকল ব্যাঙ্কের মোট আমানতের শতকরা ৯৭ ভাগ ইহাদের অংশ। মোট ঋণে ইহাদের অংশটুকুও প্রায় একই। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি একটি বহুধর্ম্মী গোষ্ঠি। ইহাদের মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক নিজেই একটি শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা বাণিজ্য ব্যাঙ্কদের মধ্যে বৃহত্তম। সকল তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের মোট ১৩৮২ কোটি টাকার নীট আমানতের মধ্যে ইহার আমানত ৪১৯ কোটি টাকা (শতকরা ৩০ ভাগ)। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চের শেষে ইহাই ছিল পরিস্থিতি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্ট হওয়ার দরুণ ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রায় প্রত্যেক শাখায় মুদ্রাধারের সুবিধাগুলি ভোগ করে। আর এক শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক আছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থ-সংস্থানে বিশেষজ্ঞ ১৬টি বিদেশী ব্যাঙ্ককে লইয়া এই শ্রেণী গঠিত। এই ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের কাজকর্ম্ম অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য এবং শিল্পেও প্রসারিত করিয়াছে, এবং সেই দিক হইতে বিচার করিলে ইহারা এদেশীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এইসকল ব্যাঙ্কের

নীট আমানতের পরিমাণ ১৯৪ কোটি টাকা (সমগ্রের ১৪%)। (ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্যান্য) ভারতীয় তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৭৫ এবং ইহাদের মধ্যে আয়তনগত পার্থক্য রহিয়াছে। কোন কোন ব্যাঙ্কের আমানত ১০০ কোটি টাকার উপর, আবার কোন কোন ব্যাঙ্কের আমানত মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা এবং প্রদত্ত মূলধন ও তহবিল কোনমতে দ্বিতীয় তহবিলে অন্তর্ভুক্তির পক্ষেই কেবল যথেষ্ট। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দেব মার্চ্চের শেষে ইহাদের আমানতের পরিমাণ ছিল ৭৬৯ কোটি টাকা, অর্থাৎ সমুদয় তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের আমানতের শতকরা ৫৬ ভাগ।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের দ্বিতীয় তালিকায় স্থান পায় নাই এমন ব্যাঙ্ককেই তালিকাবহির্ভূত ব্যাঙ্ক বলা হয়। ১৯৫৮ সালেব মার্চ্চের শেষে ইহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০। ইহাদেব একটি সংখ্যাগবিষ্ঠ অংশ অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন, ইহারা ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যেই নিজেদেব কাজকর্ম্ম সীমাবদ্ধ বাখে। সাধারণতঃ, ইহাদের প্রত্যেকটির প্রদত্ত মূলধন ও তহবিল ৫ লক্ষ টাকার নীচে। অবশ্য কোন কোন তালিকা-বহির্ভূত ব্যাঙ্কের প্রদত্ত মূলধন ও তহবিল ৫ লক্ষ টাকার বেশী। কোন কোন তালিকা-বহির্ভূত ব্যাঙ্ক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নগদ অর্থ বাখে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় এই ব্যাঙ্কগুলি আমানতের উপব উচ্চতর হাবে সুদ দেয়, এবং ইহাদের ঋণের উপব দেয সুদেব হারও উচ্চতর। উহাদের সময়-আমানত মোট আমানতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কদের ক্ষেত্রে ইহা অর্দ্ধেক। ১৯৫৮ সনের মার্চ্চ মাসেব শেষভাগে এই সকল ব্যাঙ্কের নীট জমার পরিমাণ ছিল মাত্র ৪৬ কোটি টাকা।

সাধারণ ঋণ নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রাবলী—

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক ঋণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের আইনগত ভিত্তি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন এবং ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনে দেওয়া আছে। যে-কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সাধারণতঃ যেসব ক্ষমতা থাকে সেগুলি প্রথমোক্ত আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দিয়াছে; শেষোক্ত আইন দিয়াছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যকলাপের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বিশেষ কতকগুলি ক্ষমতা। ব্যাঙ্কহার, খোলাবাজার ক্রিয়া এবং পরিবর্ত্তনীয় তহবিল-অনুপাত

প্রভৃতি যেসব চিরাচরিত পদ্ধতি সাধারণ বা পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ নামে অভিহিত, উহাদের সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার যে, উহারা একে অন্যের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত এবং পারস্পরিক সমন্বয় রক্ষা করিয়া উহাদের প্রয়োগ করা উচিত। উহারা সকলেই ব্যাঙ্ক-তহবিলকে প্রভাবিত করে। খোলাবাজারের ক্রিয়া-কলাপ এবং তহবিল অনুপাতের পরিবর্ত্তন সরাসরিভাবে তহবিল-ভিত্তিকে প্রভাবিত করে। অপরপক্ষে ব্যাঙ্কহার পরোক্ষভাবে তহবিল সংগ্রহের খরচ বদলের মাধ্যমে ইহার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। একটি বিশেষ সময়ে একটি অস্ত্রের বদলে অন্য কোন অস্ত্র ব্যবহার করা হইবে কিনা তাহা নির্দ্ধারিত হইবে পরিস্থিতির প্রকৃতি, ঐ অস্ত্রের ঈপ্সিত প্রভাবসীমা এবং পরিবর্ত্তন কত দ্রুত সংঘটিত হওয়া উচিত তাহার দ্বারা। যেমন ধরুন, ক্ষুদ্রতম মাত্রায় প্রাত্যহিক সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইলে খোলাবাজারের কার্য্যকলাপ উপযোগী। তহবিল-অনুপাতের পরিবর্ত্তন যেন কলমের একটি আঁচড়ে অবিলম্বে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং সাধারণভাবে ব্যাঙ্কগুলিকে প্রভাবান্বিত করে। ব্যাঙ্কহারের ফলাফল ব্যাঙ্কব্যবস্থা এবং স্বল্পমেয়াদী মুদ্রাবাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে না, সেগুলি বিস্তৃততর ক্ষেত্রে কিংবা সমগ্র আর্থিক জীবনে প্রসারিত হয়।

॥ ব্যাঙ্কহার ॥

ব্যাপকতম অর্থে যে সকল সর্ত্ত অনুযায়ী বাজার নির্ব্বাচিত স্বল্পকালীন পরিসম্পত্তি কিংবা জামানতী দাদনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দুয়ারে সাময়িকভাবে ধর্ণা দিতে পারে, সেগুলির পরিবর্ত্তনসাধনই বাট্টাহারনীতির সংজ্ঞা। এইরূপে, বাট্টানীতি ঋণের মূল্য এবং প্রাপ্তির সুযোগ উভয়কেই পরিবর্ত্তিত করে। বাট্টার্থে বিলের এবং দাদনের সমর্থক হিসাবে ঋণপত্রের গ্রহণযোগ্যতা এবং ঋণের সর্ব্বাধিক সময়-দৈর্ঘ্য-সংক্রান্ত আইনগত চাহিদা-গুলির উপর প্রাপ্তির সুযোগ খুব বেশী নির্ভর করে। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্যদান সম্পর্কীয় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ব্যবস্থাগুলি এইবার বর্ণনা করা যাইতে পারে; সমবায় ক্ষেত্রকে ঋণদান বিষয়ক খুঁটিনাটি স্বতন্ত্রভাবে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

আগেই বলা হইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণসম্প্রসারণ গ্রহণযোগ্য বিলের পুনর্বাট্টা কিংবা গ্রহণযোগ্য ঋণপত্রের বিপক্ষে প্রদত্ত দাদনের রূপ পরিগ্রহ করে। এতৎসংক্রান্ত বন্দোবস্তগুলি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৭নং ধারায় দেওয়া আছে। যে ধরণের কাগজ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে পুনর্বাট্টার জন্য গ্রহণযোগ্য সেগুলি নিম্নোক্ত উপধারাসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। সেইসব উপধারায় নিম্নলিখিত কাজের ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে ঃ

১৭ (২) (এ) ঃ ভারতের উপর আনীত এবং ভারতে দেয়, যথার্থ বাণিজ্য কিংবা ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম হইতে উদ্ভূত, দুই কিংবা ততোধিক উত্তম দস্তখত বহনকারী (একটি দস্তখত কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক কিংবা রাষ্ট্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের হইতে হইবে), এবং খরিদ কিংবা পুনর্বাট্টার দিবস হইতে নব্বই দিবসের মধ্যে (অতিরিক্ত দিবসগুলি বাদ দিয়া) পূর্ণ হইবে এইরূপ বিনিময়পত্র এবং প্রতিশ্রুতিপত্রের ক্রয়, বিক্রয় এবং পুনর্বাট্টা ;

১৭ (২) (বি) ঃ ভারতের উপর আনীত এবং দেয়, দুই কিংবা ততোধিক উত্তম দস্তখত বহনকারী (একটি দস্তখত কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক কিংবা রাষ্ট্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের হইতে হইবে এবং ইহা মরশুমকালীন কৃষিকার্য্য কিংবা শস্যবিক্রয়ের অর্থসংস্থানের জন্য আনীত কিংবা প্রচলিত হইতে হইবে), এবং খরিদ্ কিংবা পুনর্বাট্টার দিন হইতে (অতিরিক্ত দিনগুলি বাদ দিয়া) পনেরো মাসের মধ্যে পূর্ণ হইবে এইরূপ বিনিময়পত্র এবং প্রতিশ্রুতিপত্রের ক্রয়, বিক্রয় এবং পুনর্বাট্টা ;

ব্যাখ্যা – এই উপখণ্ডের জন্য

(১) কৃষিকার্য্যের সহিত যুক্তভাবে পরিচালিত পশুপালন এবং এই ধরণের যাবতীয় কাজকর্ম্ম 'কৃষিকার্য্য' কথাটির অন্তর্ভুক্ত ;

(২) কৃষিকার্য্যের উৎপন্নদ্রব্য 'ফসল' এর অন্তর্ভুক্ত ;

(৩) বিক্রয়ের পূর্ব্বে কৃষি-উৎপাদকগণ কিংবা উহাদের কোন সংঘ কর্তৃক ফসলকে ঠিক করিয়া লওয়া 'ফসল-বিক্রয়' কথাটির অন্তর্ভুক্ত।

১৭ (২) (সি) ঃ ভারতে লিখিত এবং দেয়, কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের দস্তখত বহনকারী, কেন্দ্রীয় কিংবা কোন রাজ্যসরকারের ঋণপত্র বহনার্থ কিংবা সেগুলিতে ব্যবসা চালাইবার জন্য প্রবর্ত্তিত কিংবা আহৃত, এবং ক্রয়

কিংবা পুনর্বাট্টার দিন হইতে নব্বই দিনের মধ্যে (অতিরিক্ত দিন সহ) বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে এরূপ বিনিময়পত্র এবং প্রতিশ্রুতিপত্রের ক্রয়, বিক্রয় ও পুনর্বাট্টা ;

১৭ (৩) (বি) : ভারতে কিংবা ভারতের বাহিরে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডারের সদস্য কোন দেশে লিখিত, এবং ক্রয়ের দিন হইতে নব্বই দিনের মধ্যে পূর্ণ হইবে এরূপ বিনিময়-পত্রের (ট্রেজারী বিল সহ) ক্রয়, বিক্রয় ও পুনর্বাট্টা ; অবশ্য এরূপ ক্রয়, বিক্রয় ও পুনর্বাট্টা ভারতে কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সহিত না করিলে চলিবে না।

উপরোক্ত উপধারাসমূহে উল্লিখিত বিনিময়পত্রগুলির নির্দ্দিষ্ট বয়ঃক্রম আছে ; ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক ক্রয় কিংবা পুনর্বাট্টার দিন হইতে অতিরিক্ত দিন সহ নব্বই দিনের (কৃষিপত্রের বেলায় ১৫ মাসের) বেশী হইতে পারিবে না। অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক পুনর্বাট্টা কিংবা খরিদের সময় একটি বিনিময়-পত্র কিংবা প্রতিশ্রুতিপত্রের একটি নির্দ্দিষ্ট প্রচলন থাকে ; তাহা ঐ প্রপত্রের মধ্যেই নিহিত থাকে, এবং যদি ঐ প্রপত্র চাহিদামাত্রই দেয় হয়, তবে এই ধারা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হইবার পূর্ব্বে ইহাকে অবশ্যই ঠিকমত একটি মেয়াদী বিলপত্রে পরিণত করাইতে হইবে।

অবশ্য, সুগঠিত এবং সুপরিচালিত বিলবাজারের অভাবহেতু আজ পর্য্যন্ত পুনর্বাট্টার খুব কমই ব্যবহার হইয়াছে। ব্যাঙ্কব্যবস্থার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্য প্রধানতঃ ইহার নিকট হইতে বিকল্প দাদনের সুবিধারূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে। আইনের ১৭ (৪) নং ধারানুযায়ী যেসকল দাদন দেওয়া যায়, সেগুলি হয় চাহিবামাত্র নতুবা অনধিক নব্বই দিনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরত দিতে হয়, এবং (ঋতুগত) স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়কর্ম্মের ব্যয়নির্ব্বাহের উদ্দেশ্যেই ইহাদের দেওয়া হয়। এইসকল দাদন নিম্নলিখিত সমর্থনের বিপক্ষে পাওয়া যায় :

(ক) বিলাতের আইনসভার কোন আইন অথবা সাময়িকভাবে ভারতে বলবৎ কোন আইনের দ্বারা কোন ট্রাষ্টী ঐ ট্রাষ্টের অর্থ স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন যে সকল মাল, ভাণ্ডার এবং ঋণপত্রে লগ্নী করিতে পারে সেগুলি [১৭ (৪) (এ) ধারা] ;

(খ) স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য কিংবা উহাদের স্বত্ব-নির্দ্দেশক কাগজপত্র [১৭ (৪) (বি) ধারা] ;

(গ) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক ক্রয় কিংবা পুনর্বাট্টার যোগ্য, কিংবা আসল ফিরাইয়া দেওয়া এবং সুদপ্রদান সম্পর্কে কোন রাজ্যসরকার কর্ত্তৃক পুরাপুরি গ্যারান্টি-দেওয়া বিনিময়পত্র এবং প্রতিশ্রুতিপত্র [১৪ (৪) (সি) ধারা];

(ঘ) স্বত্ব-নির্দ্দেশক কাগজপত্রের দ্বারা সমর্থিত কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক কিংবা রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতিশ্রুতি-পত্র; ঐ কাগজপত্রগুলি যথার্থ বাণিজ্য কিংবা ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম কিংবা মৌশুমী কৃষিকার্য কিংবা ফসল বিক্রয়ের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য প্রদত্ত কর্জ্জ কিংবা দাদনের জামানত হিসাবে ঐ ধরণের ব্যাঙ্কের কাছে স্থানান্তরিত কিংবা প্রদত্ত কিংবা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অবস্থায় থাকিবে। ভারতীয় মালপত্রবিক্রয় আইনের ২নং ধারায় প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী মাল রাখার বিল, ডক অধিপত্র, গুদামরক্ষকের প্রমাণপত্র, রেলওয়ে রসিদ, প্রমুখ প্রপত্রসমহ স্বত্ব-নির্দ্দেশক কাগজপত্রের অন্তর্ভুক্ত। লক্ষ্য করা যাইবে যে, এই উপধারা অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মালপত্রের স্বত্বজ্ঞাপক কাগজের দ্বারা সমর্থিত প্রতিশ্রুতিপত্রের বিপক্ষে দাদন দিতে পারে, মালপত্রের বিপক্ষে পারে না। মালপত্রকে জামানত হিসাবে স্বীকার করার নানা প্রশাসনিক অসুবিধা রহিয়াছে, এবং ইহা সাধারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং রীতি অনুযায়ীও নহে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই ধরণের যে সকল ঋণসংক্রান্ত সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলি ছাড়াও জরুরী অবস্থায় কেবল গ্রহণযোগ্য ঋণপত্রই নয়, যে সকল ঋণপত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে যথেষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে সেগুলির বিপক্ষেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক স্বল্পমেয়াদী কর্জ্জ প্রদানের ব্যবস্থা আইনে আছে [১৮ (১) (৩) ধারা]। এই ধারার উদ্দেশ্য হইল গ্রহণযোগ্যতার সর্ত্ত-সম্পর্কীয় বাধাগুলি সত্ত্বেও জরুরী অবস্থায় যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে সরাসরি দাদন প্রদান কিংবা বাটা দরকার অথবা সুবিধাজনক হইয়া পড়ে, তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তে যে কোন ব্যাঙ্ককে ধার দিবার ক্ষমতা অর্পণ। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে এই জরুরী ব্যবস্থা তালিকা-বহির্ভূত ব্যাঙ্ক সম্পর্কেও প্রযোজ্য হইয়াছে।

কার্য্যক্ষেত্রে অবশ্য ১৭নং ধারার কেবলমাত্র দুইটি উপধারা অনুসারেই প্রধানতঃ তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কদের ধার দেওয়া হইয়াছে: ট্রাষ্টি (প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের) ঋণ-পত্রের বিপক্ষে [ধারা নং ১৭ (৪) (এ)], এবং ১৯৫২ সালে বিলবাজার পরিকল্পনা (ইহার কথা পরে বর্ণনা করা হইবে) কার্য্যকরী হওয়ার পর হইতে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ককৃত এবং উহাদের মক্কেলগণের

'উসান্স' প্রতিশ্রুতি-পত্রের দ্বারা সমর্থিত [ধারা নং ১৭ (৪) (সি)] দাবী-প্রতিশ্রুতি-পত্রের বিপক্ষে। যথোপযুক্ত পরিমাণে গুদামজাত করিবার সুযোগের অভাবহেতু মালের স্বত্ব-নির্দ্দেশক কাগজের দ্বারা সমর্থিত প্রতিশ্রুতিপত্রের বিপক্ষে দাদন [ধারা নং ১৭ (৪) (ডি)] কার্য্যক্ষেত্রে খুব বেশী দেওয়া হয় নাই।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পর হইতে অনেক দিন পর্য্যন্ত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণসুবিধার শরণাপন্ন খুব কমই হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'অন্যান্য কর্জ্জ এবং দাদন'-এর খাতে তালিকাভুক্ত এবং রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কদের আর্থিক সাহায্যই প্রধান। গড়ে ইহার পরিমাণ ১৯৩৮-৩৯ সনে ছিল মাত্র ২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৭-৪৮ সনে ছিল ২১ লক্ষ টাকা। ইহার কারণ কিছুটা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্য গ্রহণে ব্যাঙ্কদের সনাতন আপত্তি। যে সহজ অর্থপ্রাপ্তির অবস্থা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময়ে ছিল, যাহা যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের পরেও চলিতেছিল, এবং যাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ছিল না, তাহাও কিছুটা কারণ হিসাবে কাজ করিয়াছে। যুদ্ধকালে ব্যাঙ্কগুলির কাছে প্রভূত সরকারী ঋণপত্র জমিয়াছিল। তদুপরি, ব্যাঙ্কদের আমানত বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এবং ব্যক্তিগত লগ্নীর পথগুলি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ব্যাঙ্কদের কাছে প্রভূত তরল বিত্ত সঞ্চিত হইয়াছিল। যুদ্ধের পরে যখন ঋণের চাহিদা বাড়িতে সুরু করিল, তখন ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে পুনর্বাট্টা কিংবা কর্জ্জ গ্রহণের বদলে ঋণপত্র বিক্রয়ের দ্বারাই ইহা মিটানো শ্রেয়ঃ মনে করিল। সেই সময় সস্তামুদ্রা নীতি প্রচলিত ছিল। কাজেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খুসীমনে সেইসব ঋণপত্র গ্রহণ করিতে লাগিল। কেবল বিশেষ ব্যতিক্রম হিসাবে ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে যাইত এবং সরকারী ঋণপত্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া টাকা ধার করিত। কিন্তু এই ধার গ্রহণের পরিমাণ খুব বেশী হয় নাই। অবশ্য ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের গোড়া হইতে ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ হইতে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য নিয়াছে। আর্থিক উন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধির দরুণ ঋণের চাহিদাবৃদ্ধি ছাড়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ক্রমবর্দ্ধমান ধারগ্রহণের আরও কারণ আছে: সেগুলি হইতেছে খোলাবাজারের ক্রিয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতিপরিবর্ত্তন এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ব্যাঙ্কদের ধারগ্রহণের জন্য বিলবাজার পরিকল্পনা নামক একটি নূতন সুবিধার প্রবর্ত্তন।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে অতিরিক্ত ঋণ সম্প্রসারণ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কহার ৩% হইতে বাড়াইয়া ৩½% করিয়া দেয়, সেই সঙ্গে ইহা একথাও জানাইয়া দেয় যে, বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া ইহা তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কদের ঋতুগত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সরকারী ঋণপত্র খরিদ করিবে না, কিন্তু স্বাভাবিক রীতি হিসাবে ব্যাঙ্কহারে সরকারী ঋণপত্র এবং অপরাপর মনোনীত ঋণপত্রের বিপক্ষে দাদন দিবে।

বিলবাজার পরিকল্পনা ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মোটামুটিভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের পূর্ব্বে যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাকেই ইহা অনুসরণ করিয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে ব্যস্ত ঋতুতে ভারতের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক যথার্থ ব্যবসায়ের অর্থসংস্থানের জন্য লিখিত অন্তর্দ্দেশীয় বিল বা হুণ্ডীর বিপক্ষে কিংবা একই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দাদনকে উসান্স বিলে পরিবর্ত্তিত করিয়া চলতিমুদ্রা বিভাগের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে পারিত। নূতন পরিকল্পনায় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৭(৪) (সি) নং ধারানুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে উহাদের মক্কেলগণের উসান্স প্রতিশ্রুতিপত্রের জামানতের বিপক্ষে চাহিদা-কর্জ্জ প্রদানের ভার লইল। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ ব্যাঙ্কগুলিকে মক্কেলগণের নিকট হইতে প্রদত্ত কর্জ্জ, ওভার ড্রাফট এবং নগদ ঋণের সম্পর্কে প্রাপ্ত চাহিদা-প্রতিশ্রুতি-পত্র ৯০ দিনের মধ্যে পূর্ণ হইবে এরূপ উসান্স প্রতিশ্রুতি-পত্রে পরিণত করিয়া লইতে হয়। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, মক্কেল-গণের চাহিদা-প্রতিশ্রুতি-পত্রের দ্বারা সমর্থিত নিজেদের প্রতিশ্রুতি-পত্রের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ধার দিতে পারে না, কারণ ধারা নং ১৭(২) (এ) অনুযায়ী চাহিদা-প্রতিশ্রুতি-পত্রগুলি গ্রহণযোগ্য নহে। অর্থাৎ পরিকল্পনায় বিলগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পুনর্বাট্টার নহে, উহার নিকট হইতে দাদন লইবার জামানত হিসাবে গচ্ছিত রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সেইজন্য ঋণগ্রহণকারী ব্যাঙ্কগুলি যে-কোন গচ্ছিত বিল তুলিয়া লইতে এবং উহাদের বদলে অন্যান্য গ্রহণযোগ্য বিল রাখিতে পারে। এইরূপে ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের প্রয়োজনমত ঋণগ্রহণ করিয়া সুদের ভার ন্যূনতম করিতে এবং বাড়তি টাকা পাঠাইয়া দিয়া নিজেদের ঋণভার লাঘব করিতে সক্ষম হইয়াছে। ব্যাঙ্কদের মক্কেলগণের জন্য পরিকল্পনায় নগদ ঋণব্যবস্থার সুবিধাগুলির সমন্বয়

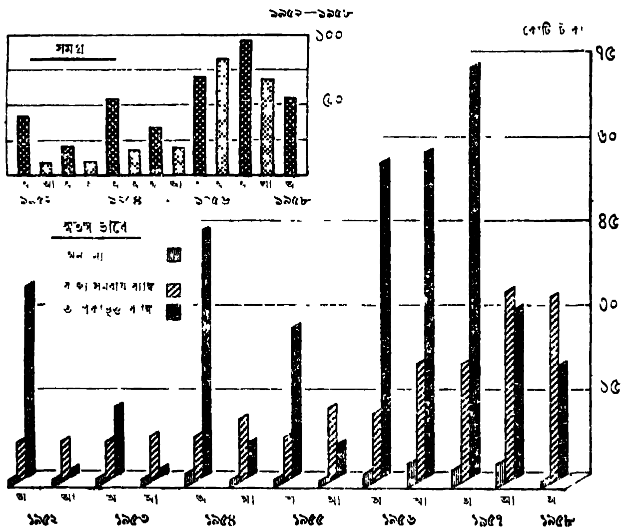
সাধন করা হইয়াছে। ইহাতে ঋণগ্রহণকারী আগের মতই যতবার খুসী টাকা তুলিয়া লইতে এবং হিসাবে জমা দিতে পারিতেছে। এইরূপে, প্রচলিত ব্যাঙ্কবিষয়ক রীতিগুলিকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের প্রয়োজনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়ার একটি প্রচেষ্টা হইল এই বিল বাজার পরিকল্পনা।

বিলবাজার পরিকল্পনা প্রথমে একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং গোড়ার দিকে ১০ কোটি টাকার কিংবা ততোধিক আমানতসম্পন্ন ব্যাঙ্কগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনার অধীনস্থ কর্জ্জের জন্য সরকারী ঋণপত্রের বিপক্ষে প্রদত্ত কর্জ্জের ৩½% সুদের বদলে ৩% ব্যাঙ্কহারে সুদ নিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজী হইল [ধারা নং ১৭ (৪) (এ)]। অধিকন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একথাও জানাইল যে, মক্কেলগণের দাবী-প্রতিশ্রুতি-পত্রগুলিকে উসান্স বিলে রূপান্তরিত করিতে ব্যাঙ্কগুলির যে টিকিট খরচা লাগিবে তাহার অর্দ্ধাংশ উহা বহন করিবে। এই টিকিটকরসংক্রান্ত সুবিধা ১৯৫৬ সনের মার্চ্চ মাসে প্রত্যাহৃত করিয়া লওয়া হয়। প্রত্যেক পর্য্যায়ে ¼% করিয়া দুইটি পর্য্যায়ে সুদের হার-বিষয়ক সুবিধাটিকেও ফিরাইয়া লওয়া হয় এবং ১৯৫৬ সনের নভেম্বর হইতে এই সকল কর্জ্জের ক্ষেত্রে ঋণপত্রের বিপক্ষে প্রদত্ত দাদনের হার প্রয়োগ করা হয়। বিলবাজার পরিকল্পনাধীনে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কদের যে কার্য্যকরী ঋণের সুদহার ছিল তাহা উসান্স বিলের উপর সরকারের টিকিটকর বাড়াইয়া দেওয়ার ফলে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে আরও ½% বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে হইতে ব্যাঙ্কহার ৩½% হইতে ৪% হওয়ায় এবং যুগপৎ উসান্স বিলের উপর টিকিটকর ১% এর এক-পঞ্চমাংশ নামিয়া যাওয়ায় পরিকল্পনাধীনে বর্ত্তমানে কার্য্যকরী ঋণের সুদহার ৪½%।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিলবাজার পরিকল্পনা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর ইহার অধীনে গৃহীত দাদনের পরিমাণ প্রতি বছর বাড়িয়া চলিয়াছে। এই দাদনের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ২৯·৬ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ ৭৩·৮ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চের শেষভাগে উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কদের প্রদত্ত মোট দাদনের ৬৩% ছিল।

এই পর্য্যায়ে ব্যাঙ্কগণ কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে কর্জ্জ গ্রহণের বিভিন্ন সুবিধা সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য করা যাইতে পারে। তালিকাভুক্ত

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক তালিকাভুক্ত ও রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ এবং অর্থ সংস্থান—সংস্থা সমূহকে প্রদত্ত দাদনের ঋতুমুখী ধারা—



অ—ব্যস্ত ঋতুর (এপ্রিল-শেষ) শেষ। আ—অলস ঋতুর (অক্টোবর শেষ) শেষ।

ব্যাঙ্কদের ঋণ দিবার সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছাড়াও কেবলমাত্র প্রদত্ত জামানতের প্রকৃতিই (এবং বিলের ক্ষেত্রে প্রার্থনাকারীর ক্ষমতা, যজ্জন্য ব্যাঙ্ক বিশেষ খবরাখবর চাহিয়া পাঠাইতে পারে কিংবা নিরপেক্ষ অনুসন্ধান চালাইতে পারে) নহে, দরখাস্তকারী ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্মের সাধারণ প্রকৃতি এবং ইহা যেভাবে কাজ চালায় তাহাও বিবেচনা করে। কোন কারণ না দর্শাইয়া কর্জ্জ দিতে অসম্মত হওয়ার অধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে স্বল্পমেয়াদী দাদন ছাড়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষিসংক্রান্ত কাজকর্ম্মের অর্থসংস্থানের জন্য ৯০ দিনের অনধিক মেয়াদ-বিশিষ্ট কর্জ্জ কিংবা শিল্পোদ্যোগের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য

কর্জ্জ দিতে পারে ; কিন্তু এইসকল ঋণ স্বাভাবিক অবস্থায় তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের মাধ্যমে না পাঠাইয়া রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্ক এবং অর্থসংস্থান-সংস্থা (Financial Coporation) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাঠানো হয়।

রিজার্ভব্যাঙ্ক-প্রদত্ত ঋণের খরচার ব্যাপারে ব্যাঙ্কহার কচিৎ প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪৯ নং ধারা অনুযায়ী "যে প্রতিনিধিস্থানীয় হারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই আইনানুসারে গ্রহণযোগ্য বিনিময়পত্র অথবা অন্যান্য বাণিজ্য-পত্র ক্রয় কিংবা পুনর্বাট্টা করিতে প্রস্তুত থাকে", তাহাই ব্যাঙ্কহার। রিজার্ভব্যাঙ্ক-প্রদত্ত দাদনের উপর দেয় হারই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহাই সাধারণতঃ ব্যাঙ্কহারের সমতুল্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থসাহায্য প্রাপ্তির জন্য দেয় হার হিসাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, সাম্প্রতিক কালে ব্যাঙ্কহারের গুরুত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগণ সহ বিভিন্ন শ্রেণীর ঋণগ্রহণকারীদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেসকল হারে দাদন দেয়, ইহা সেগুলির ভিত্তি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্জ্জহারসংগঠন অপেক্ষাকৃত সরল। কোন কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে যেরূপ অসংখ্য সুদহার দেখা যায়, ইহার ক্ষেত্রে তেমনটি দেখা যায় না। কৃষিঋণের জন্য নিম্ন হারই (৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত) ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্জ্জহার-ব্যবস্থার প্রধান বিশেষত্ব।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পর হইতে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কহার প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে একথা স্পষ্ট বোঝা গেল যে, ১৯৫০-৫১ সনের ব্যস্ত ঋতুতে ব্যাঙ্কঋণের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং ১৯৫১ সনের বেকারঋতুতে ব্যাঙ্কঋণের চাহিদার তীব্রতা ব্যবসাক্ষেত্রে ফটকাবাজীকে উৎসাহদান করিয়াছে ; বৈদেশিক লেনদেনে যে ঘাটতি ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের প্রায় মাঝামাঝি হইতে বাড়িয়া যাইতেছিল উহাও হয়ত তদ্দ্বারা তীব্রতর হইয়াছে। এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াতেই ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নূতন এক মুদ্রানীতি প্রবর্ত্তিত করে, ব্যাঙ্কহার ৩% হইতে বাড়াইয়া ৩½% করা হয়, এবং (যেকথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে) একটি নূতন খোলাবাজার নীতি গ্রহণ করা হয়। এই সকল পরিবর্ত্তনের ফলে সঙ্গে সঙ্গে সুদের হারসমূহ উর্দ্ধগামী হয় এবং ব্যাঙ্কগণ কর্ত্তৃক সরকারী ঋণের মুদ্রায়ণের

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খোলাবাজারসংক্রান্ত কার্য্যাবলীর আয়তন ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। যুদ্ধের সময় টাকা খাটাইবার বিকল্প পন্থার অভাবে ব্যাঙ্ক এবং অপরাপর লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান সরকারী ঋণপত্রে লগ্নীর পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইয়া চলিয়াছিল, এবং সরকারী কর্জ্জগ্রহণকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে সহায়তাদানই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যুদ্ধের সময় ব্যাঙ্কগুলির ঋণসম্প্রসারণের জন্য আবশ্যক নগদের অনুপাত খুবই কমিয়া আসিয়াছিল। যুদ্ধোত্তর কালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম এই প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ ঋণপত্রক্রয়ের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল। ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫০-৫১ সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য-রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; শেষোক্ত সনটি ছিল আবার কোরিয় যুদ্ধস্ফীতির সময়। আগেই বলা হইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক এই অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে ঋণপত্রক্রয়ের নীতি ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে সংশোধিত হয়। পরিশোধিত নীতি প্রায় পাঁচ বৎসরকাল চালু ছিল। এই সময়ে ১৯৫৮-৫১ বৎসরগুলিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মোট কিঞ্চিদধিক ২০০ কোটি টাকা মূল্যের নীট ঋণপত্রক্রয়ের বিপক্ষে নীট প্রায় ৫০ কোটি টাকা মূল্যের ঋণপত্র বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর হইতে অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মুদ্রাবাজারের তীব্র দুষ্প্রাপ্যতা হ্রাসকল্পে উত্তমপত্রের বাজারকে বৈষম্যমূলক সমর্থন দিতে রাজী হয়। সোজাসুজি ক্রয়বিক্রয় ছাড়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাপকভাবে 'বদলি' (switch) কাজে ব্যাপৃত হয়। হারসমূহের একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ বিন্যাস রক্ষার্থে এবং পরিপক্বতা-বণ্টন (maturity distribution) নীতির ব্যাপারে লগ্নীকারিগণের বিবিধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কোন একটি কর্জ্জ বিক্রয়ের বদলে অপর কোন কর্জ্জ ক্রয় কিংবা উহার বিপরীত জিনিষটি করাই হইল এই বদলি কাজ। অবশ্য ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি হইতে বিক্রয়ের উপরেই গুরুত্ব আরোপিত হইতেছে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণপত্রক্রয়কে অতিক্রম করিয়া বিক্রয়ের বেশ খানিকটা উদ্বৃত্ত হইতেছে।

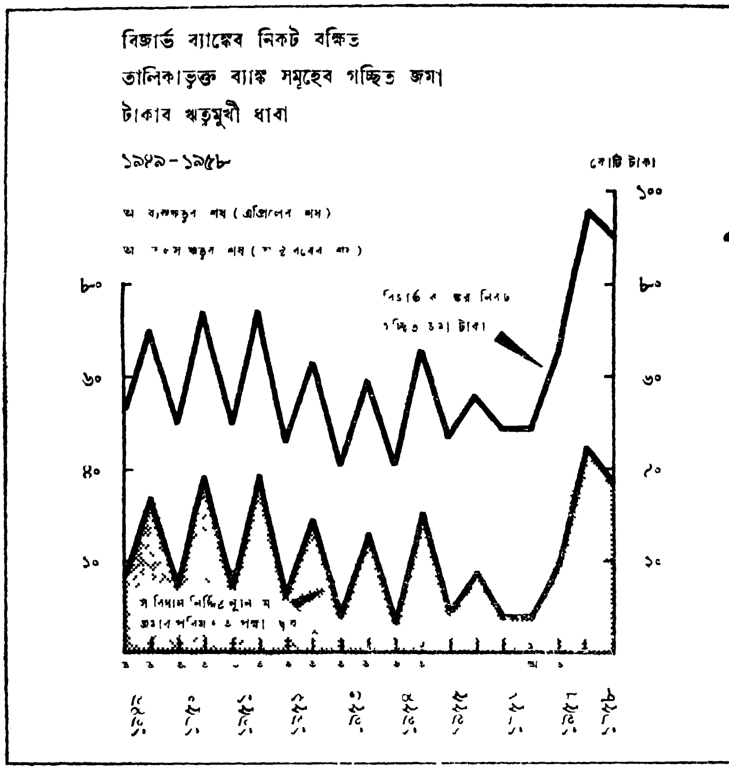
॥ পরিবর্ত্তনীয় অনুপাতের সর্ত্তাবলী ॥

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪২ (১) নং ধারানুযায়ী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে আপন চাহিদা-আমানতের ৫% এবং মেয়াদী আমানতের ২%

ন্যূনতম নগদ তহবিল হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে রাখিতে হয়।* ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের সংশোধনী আইনে অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এমন ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কদের চাহিদা-আমানত সম্পর্কীয় তহবিল-অনুপাতটিকে ব্যাঙ্ক ৫% হইতে ২০% এর মধ্যে এবং মেয়াদী আমানত বিষয়ক তহবিল-অনুপাতটিকে ২% হইতে ৮% এর মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে পারে। অধিকন্তু, এই ব্যবস্থাটি যাহাতে অনায়াসে চালু হইতে পারে তজ্জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, যদ্দ্বারা ঐ ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে ইহার কাছে আরও নগদ তহবিল রাখিবার কথা বলিতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিজ্ঞাপিত কোন একটি মূল দিবসের চাহিদা এবং মেয়াদী আমানতের উপর যাহা বাড়তি থাকিবে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই অতিরিক্ত নগদ-তহবিলের পরিমাণ হিসাব করা হয়, কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মোট যে তহবিল রাখিতে হইবে উহা চাহিদা আমানতের ২০% এর এবং মেয়াদী আমানতের ৮% এর বেশী হইতে পারিবে না। যখন বিভিন্ন ব্যাঙ্কের নূতন আমানত প্রাপ্তি সমান নহে, তখন অতিরিক্ত নগদ-তহবিল চাওয়ার ব্যাপারে সমতা-রক্ষার্থে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। ঐ তহবিল চাহিদা-আমানতের শতকরা ৫ এবং মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগের বেশী হইলে উহার উপর নিজের খুসীমত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে মাঝে মাঝে আপন নির্দ্ধারিত হারে সুদ দিতে পারে, তজ্জন্যও এই আইনে ব্যবস্থা রহিয়াছে। অবশ্য কোন ব্যাঙ্ক উহার নিজের আইনসিদ্ধ ন্যূনতম অর্থ (balance) রাখিলেই সুদপ্রদানের প্রশ্ন বিবেচ্য হইবে। ব্যাঙ্কসমূহের নগদ তহবিল-অনুপাতে পরিবর্তন সাধনের এই সকল ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয় নাই। মোটের উপর তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের আইনসিদ্ধ ন্যূনতম পরিমাণের বেশী অর্থ রাখে। এই উদ্বৃত্ত ঋতু হইতে ঋতুতে বদলাইয়া যায় (পরের পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য)।

---

* ১৯৪৯ সনের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের ১৮নং ধারানুসারে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক ভিন্ন অন্য যে কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানীকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কেই হোক, কিংবা নিজের কাছেই হোক, কিংবা উভয় স্থানে মিলাইয়া হোক, অন্ততঃ মেয়াদী আমানতের ২% এবং চলতি আমানতের ৫% নগদ তহবিল হিসাবে রাখিতে হইবে।



॥ নির্ব্বাচনমূলক এবং প্রত্যক্ষ ঋণনিয়ন্ত্রণ ॥

পূর্ব্বোক্ত অনুচ্ছেদসমূহে আলোচিত এবং সাধারণতঃ সার্ব্বজনীন বা পবিমাণগত ঋণনিয়ন্ত্রণ পন্থা বলিয়া অভিহিত ঋণনিয়ন্ত্রণেব অস্ত্রগুলিব সাহায্যে বিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কঋণেব সামগ্রিক পবিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, কিন্তু অর্থনৈতিক উদ্যোগেব বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রসাবিত ঋণ নিয়ন্ত্রিত কবিতে সক্ষম হয় না। বিশেষ উদ্দেশ্যে কিংবা বিশেষ আর্থিক উদ্যোগকে প্রদত্ত ঋণের নিয়ন্ত্রণকে বলা হইয়াছে নির্ব্বাচনমূলক বা গুণগত ঋণনিয়ন্ত্রণ। ইহার উদ্দেশ্য হইল যেসকল কার্য্য অত্যাবশ্যক কিংবা বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয় বলিয়া গণ্য হয় সেগুলিকে উৎসাহ দান করা এবং যেসকল কার্য্য অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক কিংবা কম বাঞ্ছনীয় বলিয়া পরিগণিত হয় সেগুলিকে নিরুৎসাহ

করা। অত্যাবশ্যকতা বা বাঞ্ছনীয়তার মানদণ্ড অবশ্য শাশ্বত নহে। সাম্প্রতিক কালে অনেক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন নির্ব্বাচনমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণের অস্ত্র কখনও এককভাবে, কিন্তু প্রায়শঃই সামগ্রিক ঋণযন্ত্রগুলির সঙ্গে যুগপৎ, ব্যবহার করিতেছে। লব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে অবশ্য মনে হয় যে, সামগ্রিক পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ অস্ত্রাবলীব সঙ্গে ব্যবহৃত হইলেই উহাদের কার্য্যকরী শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। নির্ব্বাচনমূলক নিয়ন্ত্রণযন্ত্রগুলিকে ব্যবহার করার পরেও একাধিক দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহ এককভাবে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের এবং সামগ্রিকভাবে ব্যাঙ্কব্যবস্থার দাদন এবং লগ্নীর মোট পরিমাণ ও বণ্টনের উপর সরাসরি কর্তৃত্বের ক্ষমতা করায়ত্ত করিতেছে।

ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের ২১ নং ধারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ব্যাঙ্কিং কোম্পানীদের দাদন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিয়াছে। ঐ ধারায় লেখা আছে:

"১। যেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই মর্মে নিশ্চিত হইয়াছে যে, জনস্বার্থে সাধারণভাবে ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলি কিংবা এককভাবে কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানী যে দাদননীতি অনুসরণ করিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া দরকার কিংবা সুবিধাজনক, তবে ব্যাঙ্ক তাহা করিতে পারে, এবং এইরূপে নীতি স্থিরীকৃত হইলে সকল বা আলোচ্য ব্যাঙ্কিং কোম্পানী সেই নীতি অনুসরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২। ১নং উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্মিলিতভাবে ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলিকে কিংবা এককভাবে কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানীকে কিংবা কতিপয় ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর একটি জোটকে কি কি উদ্দেশ্যে দাদন দেওয়া যাইবে কিংবা যাইবে না, জামানতী দাদনের ক্ষেত্রে কতখানি ফাঁক (margin) রাখিতে হইবে এবং দাদনের উপর কি প্রকার সুদহার দাবী করিতে হইবে সে বিষয়ে নির্দ্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং এইরূপে প্রদত্ত নির্দ্দেশাবলী পালনে প্রত্যেক ব্যাঙ্কিং কোম্পানী বাধ্য থাকিবে।"

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত ৩৫ (এ) ধারাবলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে নির্দ্দেশদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে :

"(১) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যদি এই মর্ম্মে প্রতীতি জন্মে যে—

(ক) জাতীয় স্বার্থে, কিংবা

(খ) আমানতকারিগণেব স্বার্থবিবোধী কিংবা কোম্পানীটির স্বার্থের পবিপন্থী কোন উপাযে কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানীব কাজকর্ম্ম পবিচালিত হইতে থাকিলে উহাব প্রতিবোধকল্পে, কিংবা

(গ) সাধাবণভাবে যে কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানীতে সুষ্ঠু পবিচালনা প্রবর্ত্তিত রাখিবাব জন্য,

সামগ্রিকভাবে ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলিকে কিংবা এককভাবে কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানীকে নির্দ্দেশ প্রদান কবা প্রযোজন, তবে মাঝে মাঝে ব্যাঙ্ক যথোপযুক্ত নির্দ্দেশ জাবী কবিতে পাবিবে এবং নির্দ্দেশপ্রাপ্ত ব্যাঙ্কিং কোম্পানী অথবা কোম্পানীগুলি ঐ সকল নির্দ্দেশানুযাযী চলিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) অনুরুদ্ধ হইযা কিংবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইযা বিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১নং উপধাবাবলে প্রবর্ত্তিত যে কোন নির্দ্দেশনামাকে সংশোধিত কিংবা বাতিল কবিযা দিতে পাবে, এবং এইরূপ কবিতে গিযা আপন বিবেচনানুযাযী এমন সর্ত্ত আবোপ কবিতে পাবে যেই সর্ত্তসাপেক্ষ থাকিযা ঐ সংশোধন কিংবা বাতিলীকবণ কার্য্যকবী হইবে।"

অধিকন্তু একই আইনেব ৩৬ (১) (এ) ধাবা অনুসাবে 'বিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানীকে স্বতন্ত্রভাবে কোন বিশেষ কর্ম্মে কিংবা কর্ম্মশ্রেণীতে লিপ্ত হওযা সম্পর্কে সাবধান কবিযা দিতে কিংবা বাধা দিতে পাবে এবং সাধাবণভাবে যে কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানীকে উপদেশ দিতে পাবে।"

কখনও কখনও বিজার্ভ ব্যাঙ্ক সার্কুলাব-পত্রেব মাবফৎ ব্যাঙ্কগুলিকে উহাদেব কর্জ্জদান ব্যাপাবে সামগ্রিকভাবে এবং বিনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি সামগ্রী ও শেযাব জামানত রূপে লইযা কর্জ্জদানের বিষযে সতর্কতা অবলম্বন কবিতে বলিযাছে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি হইতেই কেবল বিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনেব অধীন প্রাপ্ত নির্দ্দেশদানেব ক্ষমতাগুলিকে ঠিকমত কাজে লাগাইতে সুরু কবিযাছে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দেব গোডায একথা বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল যে ১৯৫৫-৫৬ সনেব ব্যস্ত ঋতুব ব্যাঙ্কঋণপ্রসাবণের একটি বড অংশ কৃষিজাত দ্রব্যকে ফাটকা ব্যবসাযেব জন্য আটক কবার কাজে ব্যবহৃত হইযাছিল। বিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রয়োজনীয সতর্কতা অবলম্বনেব উদ্দেশ্যে বাছাইকবা ঋণপত্রের বিপক্ষে প্রদত্ত দাদনেব পবিমাণের উপর পক্ষকালীন তথ্য সববরাহ করিতে অনুরোধ কবিযা ব্যাঙ্কগুলির কাছে এক সার্কুলাব প্রেবণ কবে এবং

পরে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ব্যাঙ্কদের কাছে এক নির্দ্দেশ প্রেরণ করে যে, ব্যাঙ্কসমূহ যেন ধান ও চাউলের বিপক্ষে দাদন দেওয়া হ্রাস করে এবং এইসকল দ্রব্যের বিপক্ষে যে ফাঁক রাখা হয় তাহা বাড়াইয়া দেয়।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর অন্যান্য খাদ্যশস্য, ছোলা ও অন্যান্য ডাল, এবং তুলাজাত দ্রব্যের বিপক্ষে প্রদত্ত ব্যাঙ্ক-দাদনকে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য এই নির্ব্বাচনমূলক নিয়ন্ত্রণকে সম্প্রসারিত করা হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্ব্বাচনমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রসারশীলতা। অবস্থাবিশেষে উহার দ্রুত প্রত্যাহার কিংবা প্রয়োজনবোধে দ্রুত সংশোধনের দ্বারাই ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এইরূপে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ধান ও চাউলের বিপক্ষে দাদন সম্পর্কীয় নির্দ্দেশটি নূতন ফসল স্থানান্তরের ব্যয়নির্ব্বাহের সুবিধার্থে প্রত্যাহৃত হয়; ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী নিষেধাজ্ঞাসমূহ পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়। তুলাজাত জিনিষের উপর নির্দ্দেশটি অপেক্ষাকৃত স্বল্পসময় চালু থাকার পর তুলিয়া লওয়া হয়।

যদিও দেখা গিয়াছে যে, মাঝে মাঝে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশে ব্যাঙ্কগুলি মোটের উপর সাড়া দেয়, তথাপি কয়েকটি ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের ৩৬ (১) (এ) নং ধারাবলে প্রাপ্ত ক্ষমতাসমূহ ব্যবহার করিতে এবং একটি বাঁধিয়া দেওয়া সময়ের জন্য আলোচ্য ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্ব্ব অনুমতি ব্যতিরেকে একটি বিশেষ অঙ্কের উর্দ্ধে দাদন দেওয়ার কাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। নির্ব্বাচনমূলক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা যৎসামান্য হইলেও সঙ্গত কারণে আশা করা যায় যে, এইসকল ক্ষমতার বিবেচনাপ্রসূত প্রয়োগ এবং তৎসহ সামগ্রিক ঋণনিয়ন্ত্রণের অস্ত্রাবলী রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কার্য্যকরীভাবে ঋণব্যবস্থা পরিচালনায় সাহায্য করিবে।

একথা বলিয়া লওয়া উচিত যে, নির্ব্বাচনমূলক এবং সরাসরি ঋণনিয়ন্ত্রণের যেসকল ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে সেগুলি তালিকাভুক্ত এবং তালিকা-বহির্ভূত উভয়শ্রেণীর ব্যাঙ্ক সম্পর্কেই প্রযোজ্য, কেননা সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কই ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের আওতায় পড়ে। কার্য্যক্ষেত্রে অবশ্য নির্দ্দেশগুলি সকল তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক এবং কয়েকটি বৃহৎ তালিকা-বহির্ভূত ব্যাঙ্কের কাছে প্রেরণ করা হয়। বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণপ্রয়োগের প্রশাসনিক অসুবিধাই ইহার কারণ।

॥ নৈতিক প্রণোদন ॥

উপরোক্ত পরিমাণগত এবং গুণগত ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি ছাড়াও আমাদের দেশে নৈতিক চাপ বা প্রণোদনের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাসের পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর শীর্ষস্থানীয় ব্যাঙ্কারদের এক সভা ডাকেন। এই সভায় তাঁহাদের অনুরোধ করা হয় যে, তাঁহারা যেন ফাটকামূলক উদ্দেশ্যে দাদনপ্রদান বন্ধ করিয়া দিয়া কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করেন। অনুরূপভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণরের কাছ হইতে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছে এই মর্ম্মে এক সার্কুলার-পত্র আসে যে, শিল্পের জন্য সাহায্যদানের পরিমাণ অব্যাহত রাখিয়া উহাদের দাদন প্রদানের বিশেষতঃ কৃষিজাত সামগ্রীর বিপক্ষে দাদন প্রদানের —পরিমাণ নিশ্চিতরূপে কমানো দরকার। একমাস পরে গভর্ণরের সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় ব্যাঙ্কারদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে দাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপে হ্রাস করিবার (তৎকালীন ৯৩৭ কোটি টাকা হইতে ৮০০ কোটি টাকায় আনিবার) বাঞ্ছনীয়তা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। মোটের উপর এই হ্রাস করিবার কাজ সাফল্য অর্জ্জন করে। যদিও ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ইংলণ্ডের মত অতটা সন্নিবিষ্ট নয়, তথাপি আমানতসম্পদের অধিকাংশ প্রায় এক ডজন ব্যাঙ্কেই সন্নিবিষ্ট হইয়া আছে। এজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তাদের পক্ষে ব্যাঙ্কগুলির সহিত মাঝে মাঝে বেসরকারী আলোচনা চালানো সম্ভব হয় এবং উপরোধ-অনুরোধের মাধ্যমে কিছুটা ফল পাওয়া যায়।

ঋণনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছাড়াও ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনে আমানত-কারিগণের স্বার্থরক্ষার্থে এবং ব্যাঙ্কব্যবস্থার শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্প্রসারণের উপযোগী অবস্থা সৃজনার্থে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ব্যাপক প্রশাসনিক ও সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে, যেসকল কাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যবস্থার গভর্ণর-সংসদ, চলতিমুদ্রা নিয়ামক, ফেডারেল ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন (যাহা বীমাকৃত ব্যাঙ্কদের পরিদর্শনও করিয়া থাকে) এবং রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক-পরিদর্শন কর্তৃপক্ষের মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বণ্টিত হইয়াছে, কিংবা যুরোপীয় মহাদেশের কোন কোন স্থানে ব্যাঙ্কসমূহের নিবন্ধক কিংবা পরিদর্শক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে

বিভক্ত হইয়াছে, সেগুলি সমস্তই রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এইসকল কাজকর্ম্ম এবং ব্যাঙ্কসমূহের গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় দায়িত্বের একটি বিবরণী দেওয়া হইতেছে।

চার

ব্যাঙ্কসমূহের তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ

লাইসেন্স প্রদান—

ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন একটি ব্যাপক ব্যবস্থা। শাখা খোলা সহ ব্যাঙ্কগুলির প্রতিষ্ঠা, কর্ম্মচালনা এবং অবসায়ন ইহার অন্তর্গত। ঐ আইনের ২২-নং ধারানুযায়ী ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ হইতে ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কব্যবসায় চালানো কিংবা স্বরু করিবার জন্য লাইসেন্স (অনুজ্ঞা) যোগাড করিতে হয়। এই সর্ত্তের উদ্দেশ্য হইল কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠিত কিংবা সুষ্ঠুভাবে কর্ম্মরত ব্যাঙ্কগুলির স্থায়িত্ব ও উন্নতি সুনিশ্চিত করা এবং পুঁজি-প্রবর্ত্তনের (capital issue) উপর নিয়ন্ত্রণ সমেত নির্বিচারে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী স্থাপনকে নিরুৎসাহ করা। ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন চালু হওয়ার সময়ে যেসকল ব্যাঙ্ক-কার্য্যরত অবস্থায় ছিল, লাইসেন্স নামঞ্জুর করা পর্য্যন্ত উহাদের ব্যাঙ্ক-ব্যবসা চালাইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। লাইসেন্স মঞ্জুর করার আগে ব্যাঙ্কবিশেষের খাতাপত্র, হিসাব ও কর্ম্মপদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই মর্ম্মে নিশ্চিত হইতে চাহে যে, আমানতকারিগণের যাবতীয় দাবী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সেগুলিকে ব্যাঙ্ক পুরাপুরি মিটাইয়া দিতে পারিবে, এবং উহার কাজকর্ম্ম আমানতকারিগণের ক্ষতিকারক কোন পথে পরিচালিত হইতেছে না। বিদেশে এজমালীকৃত ব্যাঙ্কগুলির বেলায় একটি অতিরিক্ত সর্ত্ত হইল এই যে, সেই দেশের আইন কিংবা সরকার ভারতে এজমালীকৃত ব্যাঙ্কগুলির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক কিছু করিবে না। ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন কার্য্যকরী হওয়ার পর ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৪৭টি তালিকাভুক্ত এবং ৬টি তালিকা-বহির্ভূত ব্যাঙ্ককে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। যদিও সংখ্যায় ইহারা তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির মাত্র আধাআধি এবং তালিকা-বহির্ভূত ব্যাঙ্কদের একটি অতি নগণ্য অংশ, তথাপি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং লাইসেন্সবিধির অধীন নয় এমন অপর তিনটি বৃহৎ রাজ্য-

সহযোগী ব্যাঙ্ক সহ এই ব্যাঙ্ক গোষ্ঠি ভারতের ব্যাঙ্কিং কোম্পানীসমূহের মোট আমানতের ৯৩% করায়ত্ত করিয়া আছে।

ব্যাঙ্কদের লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কে যে কার্য্যক্রম অনুসরণ করা হয় তাহা এইরূপ: পরিদর্শনের পর যদি কাজের কোন ত্রুটি থাকে তবে সে-সম্পর্কে উহাদের অবহিত করা হয় ও উপযুক্ত নিবারক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। এইসকল ত্রুটি সংশোধন কার্য্যে উহারা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর বিবরণী চাহিয়া বসে। প্রয়োজনীয় স্থলে কাজকর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য ব্যাঙ্কদের এই মর্ম্মে উপদেশ দেওয়া হয় যে, উহারা যেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ব্যাঙ্কিং অফিসার নিযুক্ত করে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী (সংশোধন) আইন অনুসারে ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও মুখ্য নির্ব্বাহ আধিকারিক নিয়োগ অথবা পুনর্নিয়োগের জন্য এবং তাহাদের নিয়োগ, পুনর্নিয়োগ কিংবা ভাতা সম্পর্কীয় বন্দোবস্তগুলির সংশোধনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্মতি আবশ্যক। দরকার হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজস্ব অফিসারবৃন্দকে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর পরিদর্শন করিবার জন্য এবং পরিচালক-সংসদের সভায় উপস্থিতির দ্বারা ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম্মের উপর নজর রাখিবার জন্য পরিদর্শক হিসাবে সাময়িক-ভাবে নিয়োজিত করে। কেবল প্রান্তিক ক্ষেত্রে যখন একটি ব্যাঙ্ক কোনরূপ উন্নতি দেখাইতে অসমর্থ হয়, তখনই লাইসেন্স নামঞ্জুর করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এইরূপে, ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত, ২টি তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক এবং ১১১টি তালিকা বহির্ভূত ব্যাঙ্ককে লাইসেন্স দিতে অস্বীকার করা হইয়াছে। সেই তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কদ্বয়ের একটি ছিল পর্ত্তুগীজদের। পর্ত্তুগালের সরকার ভারতে ইঁহাদের অধিকৃত এলাকায় ভারতীয় ব্যাঙ্কদের শাখা খুলিবার অনুমতি না দিয়া উহাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করার ফলেই এরূপ ঘটিয়াছিল। সমুদয় ব্যাঙ্ক পরিদর্শনের প্রথম দফা ইতিমধ্যেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলিকে একাধিকবার পরিদর্শন করা হইয়াছে।

মূলধন, তহবিল ও তরল পরিসম্পত্তি—

কর্ম্মক্ষেত্রের ভৌগোলিক আয়তনের সঙ্গে পরিবর্ত্তনশীল ন্যূনতম মূলধন এবং তহবিল ধার্য্যের মাধ্যমেও ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করা

হয়। ব্যাঙ্কবিশেষের কর্ম্মক্ষেত্র একটি মাত্র আপিসের বাহিরে সম্প্রসারিত হইয়া পড়িতে থাকিলে ক্রমে তহবিলসহ ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। বোম্বাই কিংবা কলিকাতায় আপিস থাকিলে ইহা হইবে কমপক্ষে ১০ লক্ষ টাকা। এই দুই নগরী ভিন্ন অন্যত্র আপিসপ্রতি ইহা অন্যূন ৫০,০০০ টাকা এবং রাজ্যের সীমানার বাহিরে আপিস থাকিলে ইহা হইবে ৫ লক্ষ টাকা।*

আর একটি নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা হইল নগদ এবং অপরাপর তরল পরিসম্পত্তির একটি ন্যূনতম শতকরা হার সংরক্ষণ। আগেই বলা হইয়াছে যে, তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ন্যূনতম অর্থ রাখিতে হয়, এবং ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের বন্দোবস্ত অনুযায়ী তালিকা-বহির্ভূত ব্যাঙ্কগুলিকে যথাক্রমে উহাদের চাহিদা ও মেয়াদী আমানতের ৫% এবং ২% ন্যূনতম নগদ হিসাবে রাখিতে হয়। ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনে ব্যাঙ্কগণ কর্ত্তৃক দ্বিতীয় সারির তহবিল রাখার ব্যবস্থাও রহিয়াছে। ইহার ২৪-নং ধারানুযায়ী ব্যাঙ্কগুলিকে যে কোন দিনের কার্য্যশেষে উহাদের ভারতবর্ষীয় মোট চাহিদা এবং মেয়াদী আমানতের অন্যূন ২০% নগদ, স্বর্ণ এবং বন্ধনহীন স্বীকৃত ঋণপত্ররূপে রাখিতে হয়। এদেশে কার্য্যরত বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির এদেশ হইতে সংগৃহীত সম্পদের বেশীর ভাগ যাহাতে এদেশেই বিনিয়োজিত হয় সেজন্য ২৫-নং ধারানুযায়ী প্রত্যেক ত্রৈমাসিক কালের শেষে এইসকল ব্যাঙ্ককে ভারতবর্ষে এরূপভাবে পরিসম্পত্তি রাখিতে হয় যাহাতে তাহা উহাদের চাহিদা ও মেয়াদী আমানতের ৭৫% এর কম কিছুতেই না হয়। অধিকন্তু, ১৭-নং ধারা অনুসারে ভারতে এজমালীকৃত প্রত্যেক ব্যাঙ্কিং কোম্পানীকে ফিবছর নীট লাভ হইতে লভ্যাংশ ঘোষণার পূর্ব্বে ২০% একটি সংরক্ষিত ভাণ্ডারে স্থানান্তরিত করিতে হয়। যতদিন না সেই ভাণ্ডার আদায়ীকৃত মূলধনের সমান হয়, ততদিন এইরূপ স্থানান্তরকরণ চলিতে থাকিবে।

* ভারতের বাহিরে এজমালীকৃত ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রদত্ত পুঁজি ও তহবিলের মোট মূল্য ১৫ লক্ষ টাকার কম হইলে চলিবে না। যদি ইহার কলিকাতা কিংবা বোম্বাই কিংবা উভয় স্থানে এক বা একাধিক ব্যবসা-কেন্দ্র থাকে, তবে অন্যূন ২০ লক্ষ টাকা দরকার এবং এই টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নগদ কিংবা বন্ধনহীন স্বীকৃত ঋণপত্ররূপে কিংবা দুইটিতে মিশাইয়া জমা রাখিতে হইবে।

শাখাবিস্তার—

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানসংক্রান্ত কার্য্যের আর একটি প্রধান দিক শাখাবিস্তার নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে বিজড়িত। আইনের ২৩-নং ধারার ভাষায় ব্যাঙ্কগুলিকে ভারতে কিংবা বিদেশে নূতন শাখা খুলিবার জন্য এবং যেসকল আপিস রহিয়াছে সেগুলির স্থানপরিবর্ত্তনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি লইতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি বুঝে যে. ব্যাঙ্কবিশেষের আর্থিক অবস্থা ও পরিচালনা উত্তম, প্রস্তাবিত শাখাটির আয়ের সম্ভাবনা ভাল, এবং আসলে নূতন শাখা খুলিলে অথবা পুরাতন কোন শাখার স্থানপরিবর্ত্তন ঘটিলে জনসাধারণের উপকার হইবে, তখন এই অনুমতি প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্ব্বিচারে শাখাবিস্তারের উপর এই নিয়ন্ত্রণ ধার্য্য করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেসময় যাবতীয় ব্যাঙ্কের আপিসগুলির বড় বড় নগরাঞ্চলে জমায়েত হওয়ার ঝোঁক বৃদ্ধি পায়, অথচ গ্রামাঞ্চলে বহু জায়গা অনেকখানি কিংবা সম্পূর্ণ অবহেলিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

নিয়ন্ত্রণ প্রবর্ত্তনাবধি এই একতরফা সম্প্রসার সংশোধন করাই হইয়াছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লক্ষ্য। অনুমোদিত নূতন শাখাগুলির প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ ৫০,০০০ এবং উহারও কম অধিবাসীসমন্বিত স্থানে খুলিতে দেওয়া হইয়াছে। এতদ্বারা উপরের বক্তব্যই প্রমাণিত হইতেছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের শাখাবিস্তার-পরিকল্পনাও এসম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ব্যাঙ্ক পল্লী এবং আধা-সহর অঞ্চলসমূহে ইহার প্রতিষ্ঠার ৫ বছরের মধ্যে অথবা সরকার অনুমতি দিলে আরো বর্দ্ধিত একটা সময়ের মধ্যে ৪০০ শাখা খুলিবার দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হইল যেসকল গ্রাম্য এলাকায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক সেখানে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়কে উৎসাহিত করা এবং বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে বহু-প্রসারিত প্রেরণ-সুবিধা প্রদান করা। ট্রেজারীর কর্ম্মসংখ্যা, বর্ত্তমান ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত সুবিধার আয়তন এবং গুদামজাত করার সুবিধা প্রাপ্তি—এইগুলি হইল নূতন শাখা খোলার জন্য স্থান নির্ব্বাচনের কয়েকটি প্রধান বিচার্য্য বিষয়। বিদেশে শাখাখোলার উপর নিয়ন্ত্রণের বিশেষ উদ্দেশ্য হইল ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির বিদেশী শাখাপুঞ্জ কর্ত্তৃক যাহাতে উত্তম ব্যাঙ্করীতি রক্ষিত হয় তাহার

ব্যবস্থা করা। কার্য্যক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখাবিস্তারনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতির কঠোরতা সম্প্রতি অনেকখানি হ্রাস পাইয়াছে, এবং এরূপ বিস্তারকে উৎসাহদান করার উপরেই গুরুত্ব আরোপিত হইতেছে।

পরিদর্শন—

আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত যেসকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলিকে পরিদর্শনের ক্ষমতা হয়ত তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের ৩৫-নং ধারানুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেকোন ব্যাঙ্ককে যেকোন সময় পরিদর্শন করিতে পারে। বিশেষ করিয়া পরিদর্শনের, অনুসন্ধান চালাইবার কিংবা আইনের বিভিন্ন ধারায় বিনির্দ্দিষ্ট বিষয়-গুলির সম্পর্কে পরিস্থিতি নির্দ্ধারণের ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে —যেমন, আইনের ১১-নং ধারাবলে পুঁজির পর্য্যাপ্ততা ২২-নং ধারানুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্তির যোগ্যতা, ২৩-নং ধারানুযায়ী শাখাপ্রতিষ্ঠা, ৪৪-এ নং ধারানুযায়ী একত্রীকরণ, ৩৭ ও ৪৫ নং ধারানুযায়ী ব্যবসায় স্থগিত করা এবং ঋণদাতা সদস্য প্রভৃতির সঙ্গে আপোষ কিংবা বন্দোবস্ত, কিংবা ২১-নং ধারানুযায়ী ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রদত্ত নির্দ্দেশপালন।

পরিদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য কাজের দোষত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের দ্বারা ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত উত্তম ঐতিহ্য গঠনে ব্যাঙ্কগুলিকে সহায়তা করা। পরিদর্শনকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ম্মপদ্ধতি, লগ্নী ও কর্জ্জনীতি, পরিসম্পত্তির অবস্থা, পরিচালনার উৎকর্ষতা, এবং বিভিন্ন আইনগত নির্দ্দেশ কতদূর প্রতিপালিত হইয়াছে সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাঙ্কবিশেষের কাজকর্ম্ম পরীক্ষা করে। ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন অনুযায়ী আপন কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করিবার জন্য ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস হইতে রিজার্ভব্যাঙ্ক আইনের অধীনস্থ যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কোম্পানীকে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। পরিদর্শনান্তে ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা এবং কাজে বাঞ্ছনীয় উন্নতি বিধানের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহা পূর্ব্বেকার একটি অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে। আইনের ৩৬ (১) (ডি) (ভি) নং ধারাবলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রয়োজনবোধে ব্যাঙ্কবিশেষের পরিচালনব্যবস্থাতেও পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে। যেখানে দেখা যায় যে, ব্যাঙ্কবিশেষের অবস্থা আয়ত্তের

বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, সেখানে আমানতকারী জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার্থে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঐ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। এই প্রতিকূল ব্যবস্থা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে, যথা, লাইসেন্স প্রদানে অস্বীকৃতি কিংবা পুরাতন লাইসেন্স বাতিল, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নূতন আমানত গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ, কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ব্যাঙ্ক-বিশেষের অবসায়নের জন্য আদালতে আবেদন জানাইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নির্দ্দেশদান।

পরিদর্শনপদ্ধতি ব্যাঙ্কসংগঠনের অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এককসমূহের নিকৃষ্ট ব্যাঙ্কিং-পদ্ধতি ও ক্রিয়াকলাপের প্রতিষেধক হিসাবে উপযোগী হইয়াছে, এবং ব্যাঙ্ক-পরিচালনার মান উন্নয়নে সহায়তা করিয়াছে।

ইহাও মনে করা হইয়াছিল যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী-সমূহের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের নিয়োগ অনুমোদন করিতে এবং তাঁহাদের বেতন নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হওয়া উচিত। ব্যাঙ্ক য়্যাওয়ার্ড কমিশন দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ব্যাঙ্কসমূহের—বিশেষতঃ বৃহৎ ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের—এইসকল কর্ম্মচারীর বেতন খুবই বেশী। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পার্লামেণ্ট কর্তৃক যে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী (সংশোধন) আইন পাশ হয় উহাতে এই মর্ম্মে ব্যবস্থা ছিল, এবং উহাতে জাতীয় স্বার্থে ব্যাঙ্কসমূহকে নির্দ্দেশদানের ক্ষমতাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে অর্পণ করা হইয়াছিল।

একত্রীকরণ—

ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের (ধারা নং ৪৪-এ) আর একটি উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা হইল একত্রীকরণ। একত্রিত হওয়ার প্রাক্কালে ব্যাঙ্ক-সমূহকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি লইতেই হইবে। একত্রীকরণ পরিকল্পনা সম্পর্কে শেয়ারধারিগণের সভা আহ্বান, ভিন্নমতাবলম্বী সভ্যগণকে অর্থপ্রদান এবং পরিকল্পনাটির যথোপযুক্ত প্রচার, ইত্যাদি যেসকল পদ্ধতি ব্যাঙ্ক-গুলিকে অনুসরণ করিতে হইবে তাহা আইনে লিপিবদ্ধ করা আছে। এই সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতি হইতেছে সাধারণতঃ ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলির একত্রীকরণে উৎসাহ প্রদান,—অবশ্য যদি ব্যাঙ্ক বোঝে যে, মিলনের পরিকল্পনা ব্যাঙ্কগুলির আমানতকারীদের স্বার্থের অনুকূল এবং একত্রীকৃত এককবর্গ

আপন এলাকায় ব্যাঙ্কসংগঠনকে সুদৃঢ় করার ব্যাপারে একটি উপযোগী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবে। এক ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর দায় ও পরিসম্পত্তি অন্য ব্যাঙ্কিং কোম্পানীতে স্থানান্তরিত করিয়াও দৃঢ়তর ব্যাঙ্কিং-একক গঠনে উৎসাহ প্রদান করা হয়। একত্রিত করা এবং স্থানান্তরিত করার মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, একত্রীকরণের বেলায় যে কোম্পানীকে অধিকার করা হয় উহার আর অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু স্থানান্তরকরণের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত কোম্পানী উঠিয়া যাইতে পারে কিংবা ব্যাঙ্কিং-বহির্ভূত কাজকর্ম্ম করিতে পারে।

বন্দোবস্ত পরিকল্পনা—

ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের ৪৫নং ধারানুযায়ী কোন হাইকোর্ট কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানী এবং উহার পাওনাদারদের মধ্যে, কিংবা ঐ কোম্পানী এবং উহার সদস্যদের মধ্যে, এমন কোন আপোষ কিংবা বন্দোবস্ত অনুমোদন করিতে পারিবে না, যাহাতে ঐ ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর আমানতকারিগণের কোনরূপ ক্ষতি হইবে না এই মর্ম্মে স্বীকৃতিপত্র দেওয়া হয় নাই।

অবসায়ন—

আমানতকারিগণের স্বার্থরক্ষার্থে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রচেষ্টা কেবল ব্যাঙ্কগুলির জীবিতকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, পরন্তু উহাদের অবসায়নের পরবর্ত্তী কালটিতেও পরিব্যাপ্ত হয়। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ব্যাঙ্কগুলির অবসায়নের প্রগতি পর্য্যালোচনা এবং ব্যবসায় গুটাইবার পন্থা সহজ ও ত্বরান্বিত করিবার জন্য ভারত সরকার ব্যাঙ্ক-অবসায়ন কার্য্যবাহ কমিটি (Banks' Liquidation Proceedings Committee) নিযুক্ত করেন। কমিটির অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে কার্য্যকরী ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী (সংশোধন) আইনে নিবদ্ধ হইয়াছিল। সংশোধিত আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দরখাস্তক্রমে ঐ ব্যাঙ্ক, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত অন্য যে কোন ব্যাঙ্ককে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী বিশেষের সরকারী অবসায়নকারী হিসাবে নিয়োগের এবং কাজকর্ম্ম গুটানোর ব্যাপারটিকে ত্বরান্বিত করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

ব্যাঙ্কপুঁজি-প্রবর্ত্তন নিয়ন্ত্রণ—

নিজের উপদেশমূলক কাজের অংশ হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যাঙ্কিং এবং লগ্নী কোম্পানীসমূহের নিকট হইতে প্রাপ্ত পুঁজি-প্রবর্ত্তনের দরখাস্ত সম্পর্কে উপদেশ দেয়। কর্ম্মরত ব্যাঙ্কিং কোম্পানীসমূহের নিকট হইতে প্রাপ্ত পুঁজিপ্রবর্ত্তনের দরখাস্ত উহাদের পুঁজি সংগঠন, ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনানুযায়ী পালনীয় পুঁজিবিষয়ক সর্ত্তাবলী, অর্থসংস্থানের অবস্থা, কর্ম্মপন্থা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিয়া দেখা হয়। নূতন সংস্থার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা পরিচালকগণের অর্থস্বাচ্ছল্য এবং মর্য্যাদা, প্রস্তাবিত স্থান, একই এলাকায় কর্ম্মরত ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় ইহার ব্যবসা-সংক্রান্ত সম্ভাবনা প্রভৃতি কয়েকটি জিনিষ বিচার করা হয়। ভারত সরকার কর্ম্মরত ব্যাঙ্কদের কাছে একথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দেন যে, পুঁজিপ্রবর্ত্তনের অনুমোদন পাইলেই যে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের ২২-নং ধারানুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে লাইসেন্স পাওয়া যাইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। পূর্ব্বেই অনুমোদিত পুঁজির অপরিদত্ত অংশ বিক্রয়ার্থে প্রয়োজনীয় মেয়াদবৃদ্ধির জন্য ব্যাঙ্কগুলি যে দরখাস্ত পেশ করে, তাহাও সরকার কর্ত্তৃক উপদেশের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে উল্লিখিত হয়।

ব্যাঙ্কিং শিক্ষণ—

ব্যাঙ্ক-পরিচালনার মান ব্যাঙ্কারদের গুণাবলীর উপর একান্তরূপে নির্ভরশীল, আর ব্যাঙ্ককর্ম্মচারীবৃন্দের শিক্ষাগ্রহণ এই সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার কাজকর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও ইহার ক্রমবৃদ্ধি ও উন্নতিসাধনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে নিজের খরচে ভারতের ব্যাঙ্কসমূহের তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারীশ্রেণীকে ফলিত ব্যাঙ্কিংয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি ব্যাঙ্কার শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। নিয়মিত পাঠ্য-সূচী ছাড়াও ব্যাঙ্কারদের শিক্ষাগ্রহণের বিস্তৃততর দিকগুলির কথা বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মহাবিদ্যালয় চালানোর কাজে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত এক উপদেষ্টা পরিষদের

সহায়তা পায়। শিক্ষাগ্রহণকাল ৮ হইতে ৯ সপ্তাহ করা হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত এই মহাবিদ্যালয় ১৮টি কোর্স শেষ করিয়াছে ; উহাতে ৪২২ জন ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারী শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছে।

ব্যাঙ্কিং উন্নয়ন—

ব্যাঙ্কসমূহের নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য্য হইলেও সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্রমবর্দ্ধমান মাত্রায় ব্যাঙ্কিংয়ের উন্নয়ন সংক্রান্ত দিকটির প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি নূতন ব্যাঙ্কিং উন্নয়ন বিভাগ খুলিয়াছে। ইহার কার্য্য হইল এই দেশে ব্যাঙ্কসুবিধার সম্প্রসারণে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করা। পল্লী ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি (১৯৫০) এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক আহূত গ্রামীণ অর্থসংস্থান সম্বন্ধে অনানুষ্ঠানিক সম্মেলনের (১৯৫১) সুপারিশ-নির্দ্দিষ্ট পথে ব্যাঙ্কিংয়ের দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে ব্যাঙ্কিং-উন্নয়নের প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে। তাহাদের প্রধান সুপারিশগুলি সাধারণভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা এবং বিশেষভাবে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক শাখাবিস্তার সম্পর্কে প্রযোজ্য ছিল। এইদিক দিয়া ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যাহাতে ভারতীয় ব্যাঙ্কিংয়ের ক্রমবিবর্ত্তনে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ভারতীয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কাজ এই ব্যাঙ্কের হাতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যতম আশু কর্ত্তব্য ছিল ব্যাপক শাখাবিস্তার। সৃজক আইন অনুযায়ী এই ব্যাঙ্ককে সরকার সময় বাড়াইয়া না দিলে ৫ বৎসরের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং এই ব্যাঙ্কের পরামর্শ অনুযায়ী সরকার কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত স্থানসমূহে অন্ততঃ ৪০০টি শাখা খুলিতে হইবে। তদুপরি, গোড়ায় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে প্রাক্তন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অসম্পূর্ণ সম্প্রসারণ-পরিকল্পনা হইতে প্রাপ্ত ৫১ কোটি টাকা ছিল। যদিও প্রথমদিকে এইসকল পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার কাজ অত্যন্ত মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু এখন শাখাবিস্তারের বন্দোবস্ত দ্রুত কার্য্যকরী হইতেছে। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসের শেষে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ঐ শীর্ষক আইনের ১৬ (৫) নং ধারানুযায়ী সরকার কর্ত্তৃক মঞ্জুরীকৃত

২৭২টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৩৮টি এবং পুরাতন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের পরিকল্পনার অবশিষ্ট ৫১টি কেন্দ্রের তালিকার মধ্যে ৪৪টি, এই মোট ১৮২টি শাখা খুলিতে সক্ষম হইয়াছে। এই পরিকল্পনাগুলিকে কার্য্যকরী করার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাইসেন্স-প্রদান নীতির সাধারণ উদ্দেশ্য হইতেছে, যেসকল এলাকায় ব্যাঙ্কবিষয়ক সুযোগ-সুবিধাগুলি আদৌ কিংবা যথোপযুক্ত পরিমাণে প্রাপ্য নয় (যেমন ধরুন, পল্লী এবং আধা-সহর এলাকাগুলিতে), সেখানে ঐ সকল সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করা। তদুপরি, টাকাকড়ি পাঠাইবার সুযোগ-সুবিধাগুলিকে ক্রমাগত সহজতর করিয়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-উন্নয়নে সহায়তাদানের চেষ্টা করিয়াছে।

পাঁচ

সরকারের ব্যাঙ্কার

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে সরকারের অপেক্ষাকৃত প্রধান চলতি অর্থ-সংস্থান সম্পর্কীয় কাজকর্ম্ম প্রাক্তন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের দ্বারাই পরিচালিত হইত। সরকারী ঋণের প্রশাসন সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল। অবশ্য সরকারী ঋণ-আপিসগুলিকে প্রাক্তন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কই দেখাশুনা করিত। সরকারী অর্থসংস্থানের এই দুই দিকই বর্ত্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। অধিকন্তু, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শুধু ভারত সরকারেরই নহে, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান থাকার দরুন প্রাদেশিক সরকারসমূহেরও ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ২০, ২১ এবং ২১-এ নং ধারা এইসকল কার্য্যের আইনগত ভিত্তি। প্রথমোক্ত দুই ধারানুযায়ী ভারতসরকারের ব্যাঙ্কিং কার্য্য চালাইবার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। এবং তদনুসারে ব্যাঙ্ক সেই সরকারের খাতায় অর্থ গ্রহণ করে, উহার হইয়া অর্থ প্রদান করে, এবং সরকারী ঋণের পরিচালনা সমেত উহার বিনিময়, অর্থপ্রেরণ এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কবিষয়ক কাজকর্ম্ম চালায়। চুক্তি করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্যসরকারদের স্বপক্ষেও অনুরূপ কাজকর্ম্ম করিয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত চুক্তি—

যেসকল সর্ত্ত অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারগণের ব্যাঙ্কাররূপে কাজ করে, সেগুলি ঐ ব্যাঙ্ক সরকারসমূহের সহিত স্বতন্ত্রভাবে যেসকল চুক্তি করিয়াছে সেখানে উল্লিখিত আছে। প্রথম চুক্তি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ৫ই এপ্রিল কাউন্সিলে ভারতসচিবের সহিত (Secretary of State in Council) ভারতসরকারের মাধ্যমে ভারতসরকারের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। এখনো ঐ চুক্তি বলবৎ আছে। তদনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে

কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ ব্যাঙ্কবিষয়ক কাজকর্ম করিতে হয় এবং এই উদ্দেশ্যে সরকার নির্দেশ দিলে খাতায় হিসাব রাখিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত কাজকর্ম চালাইবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোনরূপ পারিশ্রমিক পাইতে পারে না। সরকারী ঋণ পরিচালনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন ঋণ ও ট্রেজারী বিল প্রবর্ত্তনের দায়িত্বও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। সরকারী ঋণ পরিচালনার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বৎসরে দুইবার দক্ষিণা পাইবার অধিকারী। প্রতি অর্দ্ধবর্ষের শেষে যে সরকারী ঋণ থাকিবে উহার উপর বৎসরে প্রত্যেক কোটি টাকায় ২,০০০ টাকা হারে দক্ষিণা গণনা করা হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সরকার-নির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহে প্রচলন বিভাগের মুদ্রাধার রাখিতে হয় এবং এইসকল স্থানে সরকারী কাজকর্ম্মের জন্য চলতিমুদ্রা সরবরাহ ও জনসাধারণকে উপযুক্ত টাকা-কড়ি প্রেরণ করিবার সুবিধা প্রদানের জন্য এইসকল আধারে যথেষ্টসংখ্যক কাগজী ও ধাতব মুদ্রা রাখিতে হয়। চুক্তি অনুযায়ী সরকারের তরফে বাজারে বর্ত্তমান হারে মাঝে মাঝে যত টাকা টেলিগ্রাফে পাঠানো আবশ্যক হইতে পারে তত টাকা ভারতবর্ষ এবং লণ্ডনের মধ্যে পাঠাইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাধ্য-বাধকতা আছে।

রাজ্যসরকারগণের সহিত চুক্তি—

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারদের সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ছিল না। 'ব্যাঙ্ক' কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কাজ করিত, এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলির সুযোগী প্রয়োজন মিটাইবার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর প্রত্যেক প্রদেশকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে স্বতন্ত্র হিসাব রাখিতে হইল, এবং তদনুসারে সে সময় বলবৎ আইনের ২১ নং ধারাবলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রদেশগুলির সঙ্গে পৃথক পৃথক চুক্তি সম্পাদন করিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে যে সর্ত্তে কোন প্রাদেশিক সরকারের ব্যাঙ্কবিষয়ক কাজকর্ম্ম চালাইতে রাজী হইত সেগুলি সেই সরকারবিশেষের সঙ্গে কৃত চুক্তিতে নিবদ্ধ থাকিত। এই পরিবর্ত্তনের ফলে কেবলমাত্র যে হিসাবপত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে লাগিল তাহা নহে,

নীতিঘটিত কতিপয় জরুরী প্রশ্নও—বিশেষতঃ প্রদেশগুলির স্বযোগী প্রয়োজন মিটাইবার পন্থা সম্পর্কে—দেখা দিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে এই সমস্যাগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রদেশসমূহের অর্থমন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক বিশদভাবে আলোচিত হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারদের সহযোগিতায় সরকারী হিসাবপত্রের শ্রেণীবিভাগ-সম্পর্কীয় পরিবর্ত্তন অনায়াসে সাধিত হয়। অবশ্য, আপনাদের স্বযোগী প্রয়োজন নির্দ্ধারণের ব্যাপারে যাহাতে নূতন স্বাতন্ত্র্যপ্রাপ্ত প্রদেশগুলি আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারে তজ্জন্য উহাদের সময় দিবার উদ্দেশ্যে স্থির করা হইল যে, ১৯৩৭-৩৮ আর্থিক বর্ষে প্রদেশগুলির এইসকল প্রয়োজনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী থাকিবেন ; সেই বর্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ন্যূনতম অর্থ রাখার দায় হইতেও প্রদেশগুলিকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে প্রত্যেকটি প্রাদেশিক সরকার নিজস্ব স্বযোগী প্রয়োজনের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিল এবং তদুপরি রিজার্ভ ব্যাঙ্কে একটি নির্দ্দিষ্ট ন্যূনতম টাকার অঙ্ক রাখিতে রাজী হইল। পূর্ব্বে উল্লিখিত যাবতীয় চুক্তি অনুসারে প্রদেশগুলিকে নিজস্ব ট্রেজারী বিল ছাড়িয়া কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে স্বযোগী দাদন গ্রহণ করিয়া নিজেদের সর্ব্বনিম্ন অর্থের ঘাটতি পূরণ করিতে হইত। মোট স্বযোগী দাদনের উপর কড়াকড়ি প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে রাজ্যসরকারদের সহিত সম্পাদিত এই চুক্তিগুলি কমবেশী কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির অনুরূপ। চুক্তিতে উল্লেখ না থাকিলে কোন রাজ্যসরকার কর্ত্তৃক আপন অধিকারের বাহিরে অর্থপ্রেরণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খরচ চাহিতে পারে। এই খরচের হার তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে আদায়ীকৃত খরচাহারের বেশী হইতে পারিবে না।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর ২১-এ নং ধারার অন্তর্ভুক্তির দ্বারা রিজার্ভব্যাঙ্ক আইনকে সংশোধন করা হয়। ঐ ধারায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে চুক্তির দ্বারা প্রাক্তন ‘বি’-শ্রেণীভুক্ত রাজ্যসমূহের ব্যাঙ্কাররূপে কাজ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। সকল বি-শ্রেণীভুক্ত রাজ্যসমূহের ব্যাঙ্কার-রূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই নিয়োগের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল ‘এ’- ও ‘বি’-শ্রেণীভুক্ত রাজ্যসমূহের ব্যাঙ্কিং ও ট্রেজারী ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

সহিত 'বি'-শ্রেণীভুক্ত রাজ্যসমূহের সম্পর্ক ভারতসরকার কিংবা 'এ'-শ্রেণীভুক্ত রাজ্যসমূহের সহিত সম্পর্ক হইতে কিছুটা ভিন্ন ধরণের ছিল। শেষোক্ত সরকারগুলির ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ২১-নং ধারানুযায়ী উহাদের ব্যাঙ্কিং কার্য্য চালাইবার অধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ছিল। 'বি'-শ্রেণীভুক্ত রাজ্যসমূহের অবস্থার অভিনবত্বের দরুণ ২১(এ) নং ধারার প্রকৃতি ছিল অনুমতিজ্ঞাপক। ঐ ধারায় বলা ছিল যে, এই রাজ্যগুলির ব্যাঙ্কাররূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়োগ উহাদের সহিত একটি চুক্তির অধীন থাকিবে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে রাজ্যসমূহের 'এ', 'বি' ও 'সি' বিভাগগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং কতিপয় যুক্তরাষ্টীয় এলাকা ব্যতীত সকল রাজ্যকে একই সমতলে স্থাপন করা হইয়াছে। তদনুসারে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত সকল রাজ্যের সম্পর্কের ভিত্তি এক করা হইয়াছে, এবং ১৯৫৬ সনের রাজ্য পুনর্গঠন আইনের দ্বারা সংশোধিত নূতন ২১(এ) নং ধারায় দেওয়া হইয়াছে যে, রাজ্যসমূহের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধিকার কিংবা কর্ত্তব্য উহাদের সহিত এই মর্ম্মে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বরের (উহা রাজ্য পুনর্গঠনের তারিখ) পূর্ব্বে সকল প্রাক্তন 'এ'-শ্রেণীভুক্ত রাজ্য এবং পেপ্‌সু ও রাজস্থান ব্যতীত সকল 'বি'-শ্রেণীভুক্ত রাজ্য এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। রাজ্য-পুনর্গঠনের পরে পেপ্‌সু পাঞ্জাবের সহিত মিশিয়া গিয়াছে এবং পাঞ্জাবসরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যে যে চুক্তি ছিল তাহা বৃহত্তর পাঞ্জাব সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়াছে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজস্থান সরকারের ব্যাঙ্কাররূপে কাজ করিতে সুরু করিয়াছে। এতদিনকার 'বি'-শ্রেণীভুক্ত রাজ্যসমূহের সহিত অর্থসংস্থানবিষয়ক সমন্বয় সাধনের যে প্রক্রিয়া ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে সুরু হইয়াছিল, ইহাতেই তাহা সম্পূর্ণ হইল। এক্ষণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত আর সকল রাজ্যসরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক সরকারী ঋণ পরিচালনার ব্যাপারে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয়বিধ সরকারের প্রবর্ত্তিত ঋণপত্র ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় ঋণপত্র আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মে হইতে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের সরকারী ঋণ (কেন্দ্রীয় সরকার) আইন কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণপত্র নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, আর প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহ ১৯২০

খৃষ্টাব্দের ভারতীয় ঋণপত্র আইনের অধীন হইয়াছে। অবশ্য ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল নাগাদ সকল 'এ'-শ্রেণীভুক্ত রাজ্য প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইল যে, উহাদের সরকারী ঋণও ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের সরকারী ঋণ (কেন্দ্রীয় সরকার) আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, এবং তদনুযায়ী আইনটিকে বলবৎ করা হইল। অনুরূপভাবে, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর নাগাদ সকল 'বি'-শ্রেণীভুক্ত রাজ্য প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইল যে, উহাদের সরকারী ঋণও অনুরূপভাবেই নিয়ন্ত্রিত হইবে। ফলে বর্ত্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় এবং সকল রাজ্য-সরকারের সরকারী ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে।

প্রশাসনিক বন্দোবস্ত—

সরকারের ব্যাঙ্কাররূপে কাজ করিতে গিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের তরফ হইতে টাকা দেওয়া এবং নেওয়ার প্রশ্নও উঠে। বাঙ্গালোর, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, নাগপুর এবং নয়াদিল্লীতে ঐ ব্যাঙ্কের সরকারী হিসাব বিভাগ (বিস্তারিত বিবরণের জন্য ১০ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) সরকারী কারবার সংক্রান্ত কাজকর্ম দেখাশুনা করে। কানপুরে অবশ্য কোন সরকারী হিসাব বিভাগ নাই এবং সেখানে সরকারী কাজ ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। সরকারী কাজের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেজারী নিয়মাবলী (Treasury Rules), রাজ্যসরকারদের ট্রেজারী নিয়মাবলী এবং মাঝে মাঝে রাজ্যসমূহের মহাহিসাবরক্ষকগণ (Accountants-General) কর্ত্তৃক প্রচারিত নির্দ্দেশাবলীর দ্বারা পরিচালিত হয়।

সংগ্রথিত ব্যাঙ্কব্যবস্থা প্রস্তাবের অংশ হিসাবে পল্লী ব্যাঙ্কিং-অনুসন্ধান কমিটি প্রধান প্রধান রাজ্যের রাজধানীগুলিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আপিস খোলার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই সুপারিশক্রমে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালোরে এবং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে নাগপুরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আপিস খোলা হয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, পল্লী-ব্যাঙ্কিং-অনুসন্ধান কমিটি যখন এই সুপারিশ করিয়াছিলেন তখন বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আপিস খোলার প্রশ্ন যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত হইবার পর তাহা আর ঐরূপ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোন শাখা কিংবা আপিস নাই, সেখানে উহা সরকারী কাজ চালাইবার

জন্য প্রতিভূ নিযুক্ত করে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুখ্য প্রতিভূ। বস্তুতঃ, রিজার্ভব্যাঙ্ক আইনের সাম্প্রতিক এক সংশোধন অনুসারে যেসকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোন শাখা কিংবা ব্যাঙ্কিং বিভাগের কোন আপিস নাই কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের শাখা* আছে, সেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ককে একমাত্র প্রতিভূরূপে নিয়োগ সম্পর্কে একটি বাধ্যবাধকতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর চাপানো হইয়াছে। রাষ্ট্রীয়-ব্যাঙ্ক আইন চালু হওয়ার সময় প্রাক্তন 'বি'-শ্রেণীভুক্ত রাজ্যের ব্যাঙ্কগুলির সহিত যেসকল বন্দোবস্ত কার্য্যকরী ছিল, এই সংশোধন উহাদের স্পর্শ করে নাই। হায়দারাবাদের প্রাক্তন রাজ্যসমূহের এলাকায় এবং মহীশূরে এই সকল বন্দোবস্ত চালু রহিয়াছে। এগুলি ঐসকল রাজ্যসরকার এবং ব্যাঙ্কের মধ্যে সম্পাদিত স্বতন্ত্র চুক্তিসঞ্জাত। সরকারী অর্থের নিরাপত্তা প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় কতিপয় রক্ষাকবচের অধীনে হায়দারাবাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং মহীশূর ব্যাঙ্ক নিজস্ব অঞ্চলে প্রতিভূ হিসাবে কাজ করিবার দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ তিনটি ব্যাঙ্কের সহিত সম্পাদিত প্রতিভূ-চুক্তিগুলি মোটামুটি একই রকমের। প্রত্যেকে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে সরকারের সাধারণ ব্যাঙ্কিং কার্য্য পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার বিনিময়ে তাহারা নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণা পায়। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ যেসকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যাঙ্কগুলির শাখা আছে সেখানে মুদ্রাধার সরবরাহ করা হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রেরণসুবিধা-পরিকল্পনানুযায়ী প্রতিভূ ব্যাঙ্কগুলিও সকল তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক, রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্ক এবং জনসাধারণকে প্রেরণসুবিধা প্রদান করে। প্রতিভূ ব্যাঙ্কসমূহের কোন কোন আপিসকে সরকারের নূতন কর্জ্জচয়নের পরিদানও (Subscription) গ্রহণ করিতে হয়।

নূতন কর্জ্জ ও ট্রেজারী বিল প্রবর্ত্তন—

আগেই বলা হইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণ পরিচালনা করে এবং উহা সরকারের নূতন কর্জ্জ প্রবর্ত্তনের ভারপ্রাপ্ত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা-কর্জ্জ (rupee loan) ব্যাঙ্কের সরকারী

* এই শ্রেণীর এলাকায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিভূ হওয়ার একটি অনুরূপ বাধ্যবাধকতা ১৯৫৫ সালের ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক আইনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

ঋণ-আপিসগুলির মাধ্যমে সম্ভার-স্বীকৃতিপত্র (stock certificates) এবং প্রতিশ্রুতি-পত্র রূপে ছাড়া হইতেছে। রাজ্যসরকারগুলিও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নূতন কর্জ্জ-প্রবর্ত্তন-সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধাগুলির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। নূতন কর্জ্জ প্রবর্ত্তনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য উভয়বিধ সরকারের ব্যাঙ্কার হওয়ার দরুণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদের ঋণগ্রহণবিষয়ক পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া ক্ষতিকারক প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা যথাসম্ভব হ্রাস করিতে সক্ষম হয়। সরকার-সমূহের ঋণগ্রহণকার্য্য পরিচালনা করিতে গিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চেষ্টা করে যাহাতে একদিকে মুদ্রা ও সরকারী ঋণপত্রের বাজারে ঐ কাজের প্রতিক্রিয়া ন্যূনতম হয়, এবং অন্যদিকে সরকারের জন্য সবচেয়ে ভাল দর পাওয়া যায়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ হইতে সাপ্তাহিক নীলামে টেণ্ডার মারফৎ ট্রেজারী বিলও বিক্রয় করে। ট্রেজারী বিলগুলি ৯১ দিনের মেয়াদযুক্ত হইয়া প্রবর্ত্তিত হয়। ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতে সরকারের স্বল্পমেয়াদী অর্থের যোগাড় হয় এবং মুদ্রাবাজারের অত্যধিক তারল্য আকর্ষণ করিয়া লইতেও সুবিধা হয়। যুদ্ধের আগে বেকার ঋতুতে বিত্তাধিক্যের মুখে ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইত এবং ব্যস্ত ঋতুতে বিক্রয় বন্ধ করা হইত। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়া অবধি, বিশেষ করিয়া মুদ্রাবাজারে টানাটানির লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতে থাকায়, ট্রেজারী বিল বিক্রয় দীর্ঘকালের জন্য স্থগিত রহিয়াছে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে সুরু করিয়া ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই পর্য্যন্ত জনসাধারণের কাছে কোন ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হয় নাই।

বিভিন্ন রাজ্যসরকার, আধা-সরকারী বিভাগ এবং বিদেশী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে স্বল্পমেয়াদী লগ্নীর সুযোগসুবিধা দানের উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের হইয়া ৯১ দিনের মেয়াদযুক্ত এডহক্ (ad hoc) ট্রেজারী বিল প্রবর্ত্তিত করে। এই সুবিধাপ্রদানের উদ্দেশ্য ছিল, সাপ্তাহিক নীলাম হউক বা না-ই হউক, রাজ্যসরকারগণকে উহাদের প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী ট্রেজারী বিল সরবরাহ করা। ইহার আরও একটি উদ্দেশ্য হইল বাট্টাদরের অবাঞ্ছনীয় উঠানামা বন্ধ করা। সাপ্তাহিক নীলামে রাজ্যসরকারগণ যদি ব্যাঙ্ক, বীমা-কোম্পানী প্রভৃতি নিয়মিত লগ্নীকারীদের সঙ্গে ট্রেজারী বিলের সীমাবদ্ধ

সরবরাহের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, তবে ঐরূপ উঠানামা ঘটিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেজারী বিলের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকাশ্য নীলামে যে টেণ্ডার দর উঠে, উহার সহিত ০·০১৬ টাকা যোগ করিলে যে দর পাওয়া যাইবে সেই দরে এইসকল এডহক্ ট্রেজারী বিল বিক্রী হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক বিভিন্ন রাজ্যসরকার, ব্যাঙ্ক এবং অনুমোদিত সংস্থার তরফ হইতেও ট্রেজারী বিলের পুনর্বাট্টা চলে।

এই সকল বিল বিক্রয়ের চিরাচরিত পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা ফলপ্রসূ হইতে পারে। ট্রেজারী বিলের সাপ্তাহিক টেণ্ডারের নোটিশে টাকার পরিমাণ এবং টেণ্ডার ও টাকা দেওয়ার তারিখ উল্লিখিত থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী নীলামের ফলাফল যে সাংবাদিক বিজ্ঞপ্তিতে প্রচারিত হয়, এই নোটিশ উহারই অন্তর্ভুক্ত থাকে। সর্ব্বনিম্ন ২৫,০০০ টাকা কিংবা ইহার কোন গুণক-এর জন্য বিলের দরখাস্ত পেশ করিতে হয়। গৃহীত টেণ্ডারের জন্য অর্থ নগদ কিংবা চেক কিংবা বয়ঃপ্রাপ্ত ট্রেজারী বিলে দিতে হয়। এইসব বিলের জন্য টেণ্ডার সচরাচর ব্যাঙ্কদের কাছ হইতে গ্রহণ করা হয়; কিন্তু কাহাদের নিকট হইতে টেণ্ডার লওয়া হইবে সেসম্পর্কে কোনরূপ বাধানিষেধ নাই; জনসাধারণের মধ্য হইতে যে কেহ দরখাস্ত দিতে পারে। উচ্চতর দরের, এবং ফলে নিম্নতর বাট্টাহারের, টেণ্ডার যথাসম্ভব নিঃশেষ করিয়া গ্রহণ করা হয়। প্রার্থিত এবং গৃহীত টাকার মধ্যেকার পার্থক্য পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ দরে একটি আনুপাতিক বণ্টনের দ্বারা মিটাইয়া দেওয়া হয়। উত্তীর্ণ টেণ্ডারকারিগণকে সাধারণতঃ সাংবাদিক বিজ্ঞপ্তির পরবর্ত্তী তৃতীয় দিবসে টাকা দিতে হয়। পরিপক্ক হইলে ট্রেজারী বিলের টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে আপিস কিংবা শাখা হইতে বিল প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল সেখানেই দেওয়া হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্যসরকারদের তরফ হইতেও ট্রেজারী বিল ছাড়ে। কিন্তু এধরণের উপলক্ষ্য বড় একটা আসে না। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে রাজ্যসরকারদের ট্রেজারী বিলের কোন বিক্রয়ও অনুষ্ঠিত হয় নাই।

সুযোগী দাদন—

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৭ (৫) নং ধারানুযায়ী ঐ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারদের তিন মাসের মধ্যে দেয় সুযোগী-দাদন দিতে পারে।

দেয় সুদহার কিংবা দাদনের সর্ব্বোচ্চ সীমা সম্পর্কে কোন আইনগত ব্যবস্থা নাই। এইসব বিষয় 'ব্যাঙ্ক' এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারদের মধ্যে চুক্তি কিংবা বন্দোবস্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এতদনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সেই সেই সরকারকে ব্যাঙ্কহারের অনূর্দ্ধ সুদহারে দাদন দিতে প্রস্তুত থাকে। কার্য্যক্ষেত্রে আদায়ীকৃত হার ব্যাঙ্কহারের চেয়ে ১% কম হইয়াছে। দাদনপ্রতি ন্যূনতম ৭ দিনের জন্য সুদ আদায় করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে মোট দাদনের পরিমাণ কখনও ঐ সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে ন্যূনতম অর্থ রাখিতে সম্মত হইয়াছে তাহার চেয়ে অধিক হইতে পারিবে না। রাজ্যসরকারদের ক্ষেত্রে উহা তাহাদের সর্ব্বনিম্ন জমা অর্থের দ্বিগুণের অধিক হইতে পারিবে না। যে দাদন দেওয়া আছে সেগুলি দেওয়ার তারিখ হইতে গণনা করিয়া অনধিক ৩ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে হয়। এই দাদন বিনা সমর্থনেই (collateral) মঞ্জুর করা হয়। তদুপরি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণপত্রের সমর্থনে রাজ্যসরকারদের দাদন দেয়। ১৯৪৩-৪৪ হইতে যুদ্ধকালে পুঞ্জীভূত বিরাট নগদ সুদের দরুণ কেন্দ্রীয় সরকারকে আর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে সুযোগীদাদনের জন্য যাইতে হয় নাই। অবশ্য, ১৯৫৪-৫৫ হইতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ক্রমবর্দ্ধমান উন্নয়ন-ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সরকারকে ক্রমশঃ বেশী করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে সাহায্য চাহিতে হইতেছে। কিন্তু ইহা সুযোগী দাদনের বদলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে এডহক্ ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের দ্বারাই হইতেছে।

ভারতীয় হাই কমিশনকে সাহায্যপ্রদান—

গ্রেট ব্রিটেনস্থ ভারতীয় হাইকমিশন প্রথানুযায়ী বিদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য সংগ্রহকারী ও অর্থসংস্থান-সংস্থা হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইহাকে অনেক সাহায্য করে। বস্তুতঃ সাম্প্রতিক কালে কমিশনের কার্য্যক্ষেত্র বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন রাজ্যসরকার এবং অন্যান্য আধা-সরকারী সংস্থার নির্ম্মাণ-প্রচেষ্টাসমূহের জন্য কমিশন কর্ত্তৃক বিদেশে কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি ক্রয়। এই ক্রয়ের খরচা এবং ইয়োরোপে আমাদের দূতাবাসগুলির আবাসিক খরচপত্র মিটাইবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের কাছে ষ্টার্লিং-মুদ্রা বিক্রয় করে। ঐ ব্যাঙ্কে ঐ সরকারের টাকা-হিসাবে (rupee account)

দেনা দেখাইয়া এবং তাহা ব্যাঙ্কের লণ্ডন আপিসে জমা দিয়া এই বিক্রয় সম্পন্ন হয়। হাইকমিশন সরকারের নামে কৃত আমদানী এবং অন্যান্য খরিদের যাবতীয় পাওনা মিটাইবার জন্য লণ্ডন আপিসে এইরূপে জমা করা টাকা তোলে। লণ্ডন আপিস ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় সরবরাহ মিশন এবং বিদেশে ভারতীয় কূটনৈতিক মিশনসমূহে প্রেরণার্থ ডলার এবং অন্যান্য ষ্টার্লিং-বহির্ভূত বিদেশী মুদ্রা খরিদ করে। সরকারের মালসরবরাহকারিগণ চাহিলে লণ্ডন আপিস ঋণলিপি (letter of credit) এবং গ্যারাণ্টি দিবার ব্যবস্থা করে। লণ্ডন আপিস গ্রেট ব্রিটেনে দেয় সরকারী ঋণপত্রের সম্পর্কে দাবী এবং সুদপ্রদান লইয়াও ব্যস্ত থাকে।

আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার এবং আন্তর্জ্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্কে ভারতের সদস্যপদ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের প্রতিভূরূপে কাজ করে।

অর্থসংস্থানসম্পর্কীয় ব্যাপারে সরকারের পরামর্শদাতা—

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাবাজারের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে। তদুপরি ইহা দেশের বাণিজ্য ও অর্থসংস্থানের রাজধানীতে অবস্থিত। এইসকল কারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারসংঘকে ব্যাঙ্কিং ও অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে উপদেশ দিতে সক্ষম। নূতন ঋণপ্রবর্ত্তন এবং ক্ষুদ্রসঞ্চয়প্রস্তাব প্রভৃতি বিষয় ছাড়াও সরকারগণ নূতন কর্জ্জচয়ন, বিত্তবিনিয়োগ, কৃষিঋণ, সমবায়, শিল্পের অর্থসংস্থান, ব্যাঙ্কিং ও ঋণবিষয়ক আইন প্রণয়ন, পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ব্যয়নির্ব্বাহ সম্পর্কীয় দিক প্রভৃতির উপর ইহার উপদেশ সরকারসমূহ প্রায়শঃই চাহিয়া পাঠায়। ব্যাঙ্কের এই উপদেষ্টার ভূমিকা পুনরায় ৯ম ও ১০ম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইবে।

ছয়

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও পল্লীঋণ

অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তুলনায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্মের নানাদিকের মধ্যে পল্লীঋণ এবং পল্লীঋণের ক্ষেত্রে উহার ভূমিকার মত অন্য কোন ভূমিকা অতটা সম্প্রকাশিত হয় নাই। ভারতের আর্থিক বনিয়াদের প্রধানতঃ কৃষি-নির্ভর ভিত্তি এবং কৃষিক্ষেত্রে প্রাপ্য ঋণসংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধাগুলির সম্প্রসারণ ও সামঞ্জস্যসাধনের প্রয়োজনীয়তা হইতেই এই ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব আসিয়াছে। যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই গুরুদায়িত্ব সম্পাদন করিতে পারে সেইজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৫৭-নং ধারায় দেওয়া আছে যে, ব্যাঙ্ক একটি স্বতন্ত্র কৃষিঋণ বিভাগ খুলিবে এবং সেই বিভাগের প্রধান কাজ হইবে:

"(ক) কৃষিঋণবিষয়ক যাবতীয় সমস্যা পরীক্ষা করা এবং কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন রাজ্যসরকার, রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শদানের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ দল নিয়োগ,

(খ) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণসংক্রান্ত বিভিন্ন কাজকর্ম এবং রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ ও কৃষিঋণব্যবসায়ে লিপ্ত অন্যান্য ব্যাঙ্ক কিংবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নানা সম্পর্কের মধ্যে সমন্বয়বিধান।"

ঐ আইনের ৫৫ (১) নং ধারানুযায়ী (পরে যে ধারা উঠাইয়া দেওয়া হয়) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্ব্বে প্রয়োজনবোধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর আইনপ্রণয়নের প্রস্তাব সহ একটি রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করার কথা।

(ক) আইনের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত বন্দোবস্তগুলিকে বৃটিশাধিকৃত ভারতে ব্যাঙ্কব্যবসায়ে লিপ্ত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রযোজ্যকরণ, এবং

(খ) কৃষিকার্য্য এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্মের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা স্থাপনার্থ কৃষিঋণ ও পদ্ধতি সম্পর্কীয় ব্যবস্থার উন্নতিসাধন।

পল্লীঋণবিষয়ক নীতিসমূহের ক্রমবিবর্ত্তন—

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষিঋণ বিভাগ গঠন করা হয়। ঐ ব্যাঙ্কের উদ্বোধনের পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় সরকার স্যার ম্যাল্‌কম্ (Malcolm) সাহেবকে সমবায়-অর্থসংস্থান সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর রিপোর্ট প্রস্তুত এবং কৃষিঋণ বিভাগেব গঠন সম্বন্ধে নিজের অভিমত প্রদানের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই রিপোর্ট ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তগত হয়। ইহা এবং অন্যান্য উপকরণ পরীক্ষা করিয়া প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৫৫ (১) নং ধারা অনুযায়ী কৃষিঋণের ক্ষেত্রে নিজস্ব নীতি নির্দ্ধারণে সমর্থ হইবার জন্য তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারসমূহ, সমবায় সমিতিসমূহ, দেশীয় ব্যাঙ্কার প্রভৃতির নিকট হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য চাহিয়া পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক রিপোর্ট এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আইনগত রিপোর্ট নামক যে দুইটি রিপোর্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ-সম্পর্কে পেশ করে, সেখানে কৃষি-অর্থসংস্থানের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য এবং উহার সরবরাহে সরকার, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, মহাজন, সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বর্ণিত হয়। রিপোর্ট দুইটিতে একথাই জোর দিয়া বলা হয় যে, ভারতীয় কৃষকদের প্রয়োজনীয় অর্থের প্রায় সবটুকু মহাজনেরা যোগান দেয়, সমবায় আন্দোলনের নিকট হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহা নিতান্তই নগণ্য। মহাজনদের দেওয়া টাকার সুদহার অত্যুচ্চ। এতদ্ব্যতীত ঋণ হিসাবে লব্ধ টাকা কৃষকগণ কিভাবে ব্যবহার করে তাহা লইয়া মহাজনগণ সাধারণতঃ সরাসরি ভাবে মাথা ঘামায় না। মহাজনগণ কর্ত্তৃক আদায়ীকৃত সুদের হার নিয়ন্ত্রণ এবং তাহাদের ব্যবসায়পদ্ধতির উন্নতিসাধনের প্রথম ধাপ হিসাবে রিপোর্টে কর্জ্জদান নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়, এবং এই অভিমত দেওয়া হয় যে, কৃষির অর্থসংস্থানের জন্য সমবায় আন্দোলনই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, এবং যদিও সমবায় এদেশে আশানুরূপ ফলদান করে নাই, তথাপি পুনর্গঠিত ও পুনরুজ্জীবিত হইলে ইহা আর্থিক সংগঠনের গ্রামীণ ক্ষেত্রে ঋণবিষয়ক সুযোগ-সুবিধাদানের ব্যাপারে নিজের যথাযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে পারে। তদবধি সমবায়সংগঠন বিভিন্ন রাজ্যে পদ্ধতিগত ও প্রশাসনিক

সংস্কারের সম্মুখীন হইয়াছে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছেও বর্দ্ধিত মাত্রায় আইনগত ঋণের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর কৃষিঋণ-ব্যবস্থা বর্ত্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যভাগে যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকিয়া গিয়াছে। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত অখিল ভারত পল্লীঋণ সমীক্ষার নির্দ্দেশক কমিটির রিপোর্টে একথা জানাইয়া দেওয়া হয়। বস্তুতঃ, ১৯৫১-৫২ সনে আরব্ধ এই সমীক্ষায় অনুমান করা হইয়াছে যে, সমবায় ঋণ চাষীদের মোট ধারের শতকরা ৩ ভাগের সামান্য মাত্র বেশী; সরকারী ঋণের অংশও প্রায় একই; আর গ্রামীণ ক্ষেত্রের সরাসরি অর্থদাতা হিসাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের প্রদত্ত ঋণ একেবারেই নগণ্য। মোট ধারের সবচেয়ে মোটা অংশের জন্য চাষীকে মহাজন, ব্যাপারী প্রমুখ ব্যক্তিগত ঋণ-সংস্থার উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহারা চাষীর মোট ধারের শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী সরবরাহ করিয়া থাকে। মহাজনগণ উচ্চহারে সুদ আদায় করে এবং ধারগ্রহণের উদ্দেশ্য লইয়া মাথা ঘামায় না। একথা ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক দাখিলীকৃত বিধিসম্মত রিপোর্টেও বলা হইয়াছিল। অখিল ভারত পল্লীঋণ সমীক্ষার নির্দ্দেশক কমিটি কৃষিঋণসম্পর্কে পরিস্থিতি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহা উপযুক্ত পরিমাণের চেয়ে কম, উপযুক্ত ধরণের নহে, যথোপযুক্ত উদ্দেশ্য পূরণ করে না, এবং প্রয়োজনের মানদণ্ডে বিচার করিলে (ঋণযোগ্যতার কথা বাদ না দিয়াও) প্রায়শঃই উপযুক্ত লোকের কাছে গিয়া পৌঁছায় না। কমিটির মতে, পল্লীঋণ অবশ্যই বর্দ্ধিত উৎপাদিকাশক্তির দিকে প্রবাহিত হইবে; ইহা অবশ্যই দীর্ঘ-মধ্য-এবং স্বল্প-কালীন প্রয়োজন মিটাইবে, ইহার অবশ্যই তদারক করিতে হইবে এবং ইহা অবশ্যই ন্যায্য সুদের হারে যাহারা ঋণযোগ্য তাহাদের সকলের লভ্য হইবে। পল্লীঋণ সমীক্ষা কমিটি যাহা নীতির সর্ব্বাগ্রগণ্য উদ্দেশ্য বলিয়া সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহা হইতেছে, যে অবস্থায় সমবায়-ঋণের সাফল্যলাভের সঙ্গত সম্ভাবনা আছে, বিশেষ ও ইচ্ছাকৃতভাবে সেই অবস্থার সৃষ্টি। কমিটির মতে, পল্লীঋণের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতি যথাশীঘ্র উপরোক্ত উদ্দেশ্যসাধনের অভিমুখে চালিত হওয়া উচিত।

পল্লীব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি, অনানুষ্ঠানিক সম্মেলন এবং নিখিল ভারত পল্লীঋণ পর্য্যবেক্ষণ কমিটির সুপারিশ—

সামগ্রিক ভাবে ব্যাঙ্কিং-সুবিধার সম্প্রসারণ এবং বিশেষভাবে গ্রামীণ ক্ষেত্রে বৃহত্তর ঋণধারা প্রবাহিত করানোর ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নব নব পন্থা ভাবিয়া লইতে হইয়াছে। যাহাতে নির্দ্ধারিত কর্ম্মপদ্ধতিগুলি উত্তম ও সুচিন্তিত হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে 'ব্যাঙ্ক' ভারত সরকারের কাছে পল্লীব্যাঙ্কিং-অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগেব প্রস্তাব করে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 'ব্যাঙ্ক' গ্রামীণ অর্থসংস্থানের ব্যাপারে নিজের ভূমিকা আলোচনার্থ এক অনানুষ্ঠানিক সম্মেলনও আহ্বান করে। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিংয়ের সম্প্রসারণের জন্য পল্লীব্যাঙ্কিং-অনুসন্ধান কমিটি কয়েকটি সুপারিশ পেশ করিয়াছিল : যথা, প্রেরণসুবিধার প্রসারণ ও মূল্যহ্রাস, নোট ও মুদ্রার বিনিময়ের জন্য উৎকৃষ্টতর সুযোগসুবিধা দান, গ্রামাঞ্চলে আধুনিক ব্যাঙ্কিংসুবিধা বিস্তারের পথে বাধাসমূহের অপসারণ, গ্রামীণ সঞ্চয় সংগ্রহ, গ্রাম্য ঋণের সম্প্রসারণ এবং গুদাম ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে গ্রাম্য অর্থসংস্থান যন্ত্রের উন্নতিসাধন। কমিটি প্রস্তাব করে যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 'এ' ও 'বি'-অংশভুক্ত রাজ্যসমূহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কেব একমাত্র প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে থাকিবে, এবং রাজকোষসংক্রান্ত কার্য্যভার গ্রহণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি নূতন অফিস খুলিবার জন্য উহাকে রাজী করাইতে হইবে। তদবধি উপরোক্ত সুপারিশসমূহের মধ্যে অনেকগুলিকে কার্যে পরিণত করা হইয়াছে। কমিটি এবং সম্মেলনের সুপারিশগুলি খুব ভাল কথায় সংক্ষেপে যথাক্রমে ব্যাঙ্কিং সম্পর্কীয় ত্রিবিধ সমাধান এবং গ্রাম্য অর্থসংস্থানসম্পর্কীয় ত্রিবিধ সমাধান বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। কমিটির সুপারিশ ছিল এই যে, এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে (১) যাহাতে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সহর ছাড়াইয়া গ্রামে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বড় বড় সহর ছাড়াইয়া ক্ষুদ্রতর সহরগুলিতে নিজেদের কাজকর্ম্ম সুরু করিতে পারে, (২) যাহাতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কিং-ট্রেজারীর বাহিরে ব্যাঙ্কিং-বহির্ভূত ট্রেজারীতে নিজেদের শাখাজাল ছড়াইতে পারে, এবং (৩) যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সকল বৃহৎ রাজ্যের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্রসমূহে অফিস খুলিতে পারে। অনানুষ্ঠানিক সম্মেলনে কৃষিঋণের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি

সমাধান আলোচিত এবং গৃহীত হইয়াছিল। উহাদের উদ্দেশ্য ছিল (ক) বর্ত্তমান ব্যবস্থার মধ্যে থাকিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে আরো ভালভাবে কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া, (খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইলে ঐ ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করা, এবং (গ) সমবায় প্রতিষ্ঠান-গুলির কল্যাণার্থে একটি সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা ও উহাকে গড়িয়া তোলা (যজ্জন্য একটি ব্যাপক বাস্তব সমীক্ষা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল)। মোটামুটি ভাবে এই ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম আইনের দ্বারা স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কার্য্যক্ষেত্রে আবার সেই কাজকর্ম্ম এমন সব রাজ্যে সীমিত ছিল যেখানে চূড়ায় রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্ক, মাঝখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি এবং গোড়ায় প্রাথমিক ঋণ সমিতিগুলিকে লইয়া গঠিত ত্রিবিধ পিরামিড সৌধ অপেক্ষাকৃত সুগঠিত হইয়াছে। আইন এবং সংগঠনের এই সীমারেখার মধ্যেও এমন অনেক পদ্ধতিগত খুঁটিনাটি আছে যাহাদের উন্নতিসাধন করা যায় এবং এমন অনেক সংস্কার আনয়ন করা যায় যদ্দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে নির্গত কৃষিঋণ-ধারাকে সহজতর এবং আরও ফলপ্রসূ করা সম্ভব। একথা সম্মেলন অনুভব করিয়াছিলেন। সুপারিশের প্রথম গুচ্ছে এমন সব সংস্কার এবং উন্নতিবিধানের প্রস্তাব ছিল যেগুলি বর্ত্তমান ব্যবস্থার মধ্যেও কার্য্যে পরিণত করা যায়। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সুপারিশগুলি আইনগত ও সাংগঠনিক অন্তরায়বিষয়ক ছিল। বর্ত্তমান আইনের সংশোধনের দ্বারা যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ম্মপরিধি মধ্যমেয়াদী কৃষিঋণ এবং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে, এবং যেসকল রাজ্যে সমবায় ঋণ-সংগঠন অপেক্ষাকৃত স্বল্পোন্নত কিংবা পুনর্বাসনের প্রতীক্ষারত সেখানে যাহাতে উহা পুনর্গঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য সম্মেলন কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছিলেন। সম্মেলন উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, এই ভিত্তিতে বর্ত্তমান কাঠামোর সম্প্রসারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে গ্রাম্য অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে অধিকতর কাজের সুযোগ দিবে। নূতন কাঠামো পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্য্যায় হিসাবে সম্মেলন একটি ক্ষুদ্র বিশেষজ্ঞদলের তত্ত্বাবধানে একটি নিখিল ভারত পল্লীঋণ পর্য্যবেক্ষণের পরিকল্পনা ও পরিচালনার জন্য সুপারিশ করেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে এই পর্য্যবেক্ষণ সুরু হয়, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে

বাহিরের কাজ শেষ করা হয়, এবং রিপোর্টের সুপারিশসংক্রান্ত অংশ ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পেশ করা হয়। এই রিপোর্টে এই মন্তব্য করা হয় যে, কৃষিঋণ পর্য্যাপ্ত নয়, ইহা সঠিক প্রকৃতির নহে, সঠিক লোকের কাছেও যায় না, এবং সমবায় ব্যর্থ হইলেও উহাকে কৃতকার্য্য হইতেই হইবে। এই কমিটি ভবিষ্যৎ নীতির যে ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান তাহা হইল সমবায় যাহাতে সাফল্যের উপযুক্ত সুযোগ পায় তজ্জন্য আবশ্যকীয় অবস্থার সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ কমিটি তিনটি মূল নীতিকে ভিত্তি করিয়া তদুপরি একটি সুসংবদ্ধ সৌধ প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করেন। এই নীতিত্রয় হইতেছে—বিভিন্ন সমতলে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা, ঋণসংক্রান্ত এবং অপরাপর অর্থনৈতিক কাজকর্ম্মের, বিশেষ করিয়া বাজারে পাঠানো এবং পরিশোধন করা প্রভৃতি কাজের, মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্যবিধান, এবং গ্রাম্য জনতার প্রয়োজনে সাড়াপ্রদানকারী উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ও দক্ষ কর্ম্মচারীবর্গের দ্বারা প্রশাসন। সংগ্রথিত (integrated) ঋণপরিকল্পনায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য—

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক বর্ত্তমানে সমবায় ঋণপ্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত ঋণ-সুবিধাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এক্ষণে দেওয়া যাইতে পারে। এই সুবিধাগুলি অনানুষ্ঠানিক সম্মেলন এবং সর্ব্বভারতীয় পল্লীঋণ পর্য্যবেক্ষণ রিপোর্টে প্রদত্ত অনেক সুপারিশের কার্য্যকরী রূপ।

ভারতীয় রিজার্ভব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী রিজাভ ব্যাঙ্ক সরাসরি কৃষকদের অর্থসংস্থান করিতে পারে না। এমনকি ব্যাপারী এবং শিল্প-পণ্য-প্রস্তুত-কারকদের ক্ষেত্রেও যে সাহায্য প্রদান করা হয় তাহা কেবল তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক ও অর্থসংস্থানসংস্থাসমূহের মধ্য দিয়া যায়। সমবায় আন্দোলনকে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের মাধ্যমে সাহায্য দেওয়া হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির অধিকার লাভের পূর্ব্বসর্ত্ত হিসাবে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে একটি গড় দৈনিক ব্যালান্স রাখিতে হয়; উহা ভারতবর্ষে তাহাদের দাবী এবং সময় আমানতের যথাক্রমে ২½% এবং ১%এর কম হইতে পারিবে না। এই উদ্দেশ্যে রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ নির্দ্দিষ্ট

সময় অন্তর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে বিবরণী দাখিল করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক খাতা ও হিসাব পরিদর্শনের ব্যাপারেও উহারা সম্মতি প্রদান করিয়াছে।

তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কদের মত রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কদিগকে দাদন এবং পুনর্বাট্টার আকারে স্বল্পমেয়াদী ঋণপ্রদানের বন্দোবস্ত রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ১৭ (২) (এ), (বি) ও (বি-বি) নং ধারানুসারে পুনর্বাট্টার আকারে, ১৭ (৪) (সি) নং ধারাবলে গ্রহণযোগ্য বিলের বিপক্ষে দাদনের আকারে, এবং ১৭ (৪) (এ) নং ধারাধীনে সরকারী ও ট্রাষ্টী ঋণপত্রের (রাজ্যসরকারগণ কর্ত্তৃক গ্যারান্টিকরা কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক-সমূহের কর্জ্জপত্রসহ) বিপক্ষে দাদনের আকারে আশ্রয়দান করে। ১৭ (২) (এ) নং ধারায় প্রতিশ্রুতিপত্র এবং ৯০ দিনের মধ্যে পরিপক্ক হইবে এরূপ যথার্থ বাণিজ্য কিংবা কারবারসংক্রান্ত কাজকর্ম্ম হইতে উদ্ভূত বিলের পুনর্বাট্টার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। ১৭ (২) (বি) নং ধারায় ১৫ মাসের মধ্যে পরিপক্ক হইবে এরূপ প্রতিশ্রুতিপত্র এবং ঋতুগত কৃষিকার্য্য কিংবা ফসল বিক্রয়ের জন্য লিখিত বিলের পুনর্বাট্টাব ব্যবস্থা আছে। অবশ্য, কার্য্যক্ষেত্রে এই ধারার অধীনে পুনর্বাট্টার মেয়াদ সচরাচর ১২ মাসের বেশী হয় না। মিশ্র কৃষিকার্য্য এবং কৃষি-উৎপাদনকারী কিংবা তাহাদের কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাজারে লইয়া যাওয়ার প্রাক্কালে ফসলের পরিশোধনও এই ধারার অন্তর্ভুক্ত। ১৭ (২) (বি-বি) নং ধারায় ১২ মাসের মধ্যে পরিপক্ক হইবে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুমোদিত কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন কিংবা ফসলবিক্রয়ের অর্থসংস্থান করিবে এরূপ প্রতিশ্রুতিপত্র ও বিলের পুনর্বাট্টার বন্দোবস্ত আছে। অবশ্য এই ধরণেব বিল কিংবা প্রতিশ্রুতিপত্রের আসল ফেরত দেওয়া এবং সুদপ্রদানের ব্যাপারে রাজ্য-সরকারের পূর্ণ গ্যারান্টি থাকা চাই। ১৭ (৪) (ডি) নং ধারায় সামগ্রীর স্বত্বপত্রেব বিপক্ষে দাদন প্রদানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রধানতঃ দেশে লাইসেন্স-প্রাপ্ত গুদামঘরের অভাবহেতু এই ধারা এতাবৎকাল সক্রিয় হয় নাই। ১৭ (৪) (সি) নং ধারায় গ্রহণযোগ্য বিনিময়পত্র এবং প্রতিশ্রুতিপত্রের সমর্থনের বিপক্ষে দাদনের বন্দোবস্ত আছে। যেসকল রাজ্যে সমবায় আন্দোলন সম্যকরূপে বর্দ্ধিত নহে, সেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্যসরকারগণ কর্ত্তৃক পূর্ণ-গ্যারান্টিদত্ত গ্রহণযোগ্য বিল ও প্রতিশ্রুতিপত্রের বিপক্ষে উহাদের রাজ্য-সমবায়

ব্যাঙ্কগুলিকে কর্জ্জ দেয়। এই ধারাবলে প্রদত্ত দাদনসমূহ চাহিবামাত্র প্রত্যর্পণীয় হইলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ দাদন প্রদানের তারিখ হইতে ১২ মাস পর্য্যন্ত এই অধিকার প্রয়োগ করে না। অবশ্য উহার ফলে দাদন ফেরত চাহিয়া পাঠাইবার এই অধিকারের কোনরূপ খর্ব্বতা ঘটে না। এই ধারাবলে রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে মঞ্জুরীকৃত স্বল্পমেয়াদী ঋণসুবিধাসমূহ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জন্য প্রবর্ত্তিত বিলবাজার পরিকল্পনার সমস্থানীয়। তবে উহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কৃষিকার্য্যে দীর্ঘতর সময় লাগে বলিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কদের ক্ষেত্র অপেক্ষা এই ক্ষেত্রে পুনরর্থসংস্থানের মেয়াদ অনিবার্য্যরূপে দীর্ঘতর হয়।

১৭ (৪-এ) নং ধারায় জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘমেয়াদী ক্রিয়াকলাপ) ভাণ্ডার এবং জাতীয় কৃষিঋণ (স্থৈর্য্যদান) ভাণ্ডার হইতে রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে মধ্যমেয়াদী কর্জ্জপ্রদান এবং জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘমেয়াদী ক্রিয়াকলাপ) ভাণ্ডার হইতে কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী কর্জ্জপ্রদানের ব্যবস্থা আছে। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে স্বল্পমেয়াদী অর্থ এবং সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে মধ্যমেয়াদী অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে হইয়াছে। এই সম্পর্কে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কৃষির জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত যে ঋণ রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্য দিয়া আনীত হয় তাহা সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রারের সুপারিশপ্রাপ্ত কতিপয় 'সি'-শ্রেণীর সমবায় প্রতিষ্ঠান ব্যতীত 'এ' ও 'বি'-শ্রেণীর সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ*। কারণ আইনের নির্দ্দেশানুযায়ী রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কের সহি ছাড়াও যে অন্ততঃপক্ষে একটি উত্তম সহি থাকার কথা, তাহা কেবল উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিই সরবরাহ করিতে পারে। তাহা ছাড়া, যাহাতে রাজ্যসরকারগণ সমবায় ঋণসংস্থাগুলির শেয়ার লইতে পারেন তজ্জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদিগকে দীর্ঘমেয়াদী কর্জ্জপ্রদান করে [ধারা নং ৪৬-এ (২) ('এ')]। অর্থসাহায্যপ্রদানবিষয়ক বিভিন্ন বন্দোবস্তের এক তালিকা বর্ত্তমান অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হইতেছে।

---

* সমিতিগুলির শ্রেণীবিভাগ হিসাবপরীক্ষারিপোর্টের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শ্রেণীবিভাগের মান পরে উল্লিখিত কৃষিঋণের স্থিত (standing) উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রস্তাবিত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে স্বল্পমেয়াদী সাহায্যপ্রদানের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী নিম্নোক্ত-রূপ প্রত্যেক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আপন রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্ক এবং সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রারের মারফৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে একটি ঋণসীমার (credit limit) জন্য দরখাস্ত পেশ করে। ১লা জুলাই হইতে সুরু করিয়া ৩০শে জুনে যে বৎসর শেষ হয় উহার জন্যই এই ঋণসীমা। রেজিষ্ট্রারগণকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন যে বৎসরের জন্য ঋণসীমা চাওয়া হয় উহা সুরু হইবার অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সহ ঐ সকল দরখাস্ত পাঠাইয়া দেন। যাহাতে দরখাস্তের সহিত প্রেরিত তথ্যাদি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং যাহাতে সেখানে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ না পড়ে তজ্জন্য দরখাস্তের একটি ফর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ব্যাঙ্কগুলিকে এইসকল দরখাস্তের সঙ্গে তাহাদের সর্ব্বাধুনিক আর্থিক অবস্থার খুঁটিনাটি এবং পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বৎসরের নিরীক্ষিত হিসাবপত্রও পাঠাইতে হয়। একটি ঋণসীমার ক্ষেত্রে টাকা তোলার জন্য প্রত্যেকবার পুরা ১২ মাস এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ১৫ মাস পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হয়। কোন কোন রাজ্যে (যথা, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা) যেখানে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ নিজেদের দায়িত্বে অর্থসাহায্য লাভ করিবার মত সামর্থ্যবান হইয়া উঠে নাই, সেখানে ১৭ (৪) (সি) নং ধারাবলে রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে আসল ফেরত ও সুদপ্রদান সম্পর্কে নিজের রাজ্যসরকারের গ্যারান্টি থাকিলে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এরূপ গ্যারান্টির সামগ্রিক সীমাটাই কেবল বাঁধিয়া দেয়। স্বাভাবিক সময়ে 'এ'-শ্রেণীর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে উহাদের নিজস্ব বিত্তের (প্রদত্ত পুঁজি, তৎসহ তহবিল ভাণ্ডার) তিনগুণ পর্য্যন্ত এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চারগুণ পর্য্যন্ত ঋণসীমা মঞ্জুর করা হয়। 'বি'-শ্রেণীর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির বেলায় ইহা উহাদের নিজস্ব বিত্তের দ্বিগুণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনগুণ দেওয়া হয়। রেজিষ্ট্রারগণের বিশেষ সুপারিশে 'সি'-শ্রেণীর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি নিজস্ব বিত্তের দ্বিগুণ পর্য্যন্ত ঋণসীমা লাভ করিবার সুযোগ পাইতে পারে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অধিকতর পরিমাণে এবং আরো সস্তাদরে পল্লীক্ষেত্রকে কৃষিবিত্ত সরবরাহ করিবার ভার লইয়াছে। ঐ ব্যাঙ্ক রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে সুবিধাজনক সুদে স্বল্প- ও মধ্য-মেয়াদী দাদন দেয়। এই সুদের

হার ব্যাঙ্কহারের চেয়ে ২% কম। অর্থাৎ, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ব্যাঙ্কহার বাড়াইয়া ৪% করায় এক্ষণে রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে আদায়ীকৃত সুদের হার ২%। স্বল্পমেয়াদী কর্জ্জ হইলে এই হার কেবলমাত্র ঋতুগত কৃষিকার্য্য অথবা শস্য বাজারে প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত অর্থের ক্ষেত্রে এবং মধ্যমেয়াদী কর্জ্জ হইলে কেবলমাত্র কৃষির জন্য ব্যবহৃত অর্থের বেলাতেই প্রযোজ্য। অন্যান্য কাজের জন্য দাদন ব্যাঙ্কহারেই দেওয়া হয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে এই সুবিধা দেওয়া হইতেছে। সেই সময় ব্যাঙ্কহার ছিল ৩% এবং শস্য প্রেরণের জন্য প্রদত্ত ঋণের সুবিধাজনক হার ছিল ২%, অর্থাৎ, ব্যাঙ্কহারের চেয়ে ১% কম। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে পরিকল্পনাটি মৌশুমী কৃষিকর্ম্মের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে রিবেটটিকে ১% হইতে বাড়াইয়া ১½% করা হয় এবং সুবিধামূলক হারটিকে কমাইয়া ১½% করা হয়। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্কহারকে বাড়াইয়া ৩½% করা হইলেও সুবিধামূলক হারটিকে ১½%-তেই রাখা হয়, অর্থাৎ ব্যাঙ্কহারের চেয়ে ২% কম রাখা হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুবিধাজনক দরে যে সাহায্য দেয়, তাহাও কিন্তু গ্রামে শেষপর্য্যায়ের ধারগ্রহীতার কাছে সাধারণতঃ ৬¼% হইতে ১২% দরে গিয়া পৌঁছায়। মাদ্রাজের মত যেসকল রাজ্যে সমবায় আন্দোলন ক্রমবৃদ্ধির পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, সেখানে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের কাছ হইতে ২½% দরে অর্থ সংগ্রহ করে, সেই অর্থ ৪¾% দরে প্রাথমিক সমিতিগুলিকে কর্জ্জ দেয় এবং সবশেষে সেই টাকা কৃষকের কাছে ৬¼% দরে গিয়া পৌঁছায়। সমবায় ঋণসংগঠনের সম্প্রসারণ এবং যুক্তিযুক্তকরণের (rationalisation) মারফৎ যাহাতে যথাসম্ভব একটি নিম্ন দরবিন্যাস প্রতিষ্ঠিত করা যায় তজ্জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও রাজ্যসরকারগণ সচেষ্ট। এই সকল উপায়ে বিকল্প ঋণসুবিধাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকাতে গ্রামদেশে সরাসরি সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রের চেয়ে বৃহত্তর একটি ক্ষেত্রে সুদহার হ্রাস করার সুবিধা হইয়াছে। সাম্প্রতিক কালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে মরশুমী কৃষিকার্য্য এবং শস্যবিক্রয়ের অর্থসংস্থানার্থ সুবিধাজনক দরে প্রদত্ত স্বল্পমেয়াদী অর্থের পরিমাণের দ্রুত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই সকল কর্জ্জের স্থিত টাকার পরিমাণ ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের শেষে ছিল ৬·৪৫ কোটি; কিন্তু ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চের শেষে উহা বাড়িয়া ৩০·৯৩ কোটি হয়।

কৃষির জন্য মধ্যমেয়াদী অর্থ সরবরাহ একটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঘটনা। মধ্যমেয়াদী কর্জ্জের ব্যাপারে ১৯৫৩ সালে সংশোধিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে ১৫ মাস হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত আয়ুবিশিষ্ট কর্জ্জদানের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই সংশোধনকে কার্য্যকরী করণার্থে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৭ (৪-এ) নং ধারাবলে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে ৩ বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্জ্জ মঞ্জুর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই সময় হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৫ বৎসরকালের জন্য কর্জ্জের ২৫% মঞ্জুর করিতেও রাজী হইয়াছে। সুদের হার ব্যাঙ্কহারের চেয়ে ২% কম ধার্য্য হইয়াছে। দাদনের জামানত হিসাবে স্ব স্ব রাজ্যসরকারের গ্যারাণ্টি এবং ধারগ্রহীতা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক কিংবা সমিতিসমূহ-কৃত প্রতিশ্রুতিপত্র লওয়া হয়। যেসকল উদ্দেশ্যসাধনার্থ মধ্যমেয়াদী কর্জ্জ দেওয়া হয় ভূমিসংস্কার, বাঁধ দেওয়া ও অন্যান্য ভূমি-উন্নয়ন-মূলক কাজ, কৃষির জন্য আবশ্যকীয় গবাদি পশু, মালমশলা ও যন্ত্রপাতিক্রয় এবং গোলা ও পশুশালা নির্ম্মাণ উহাদের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চের শেষে রাজ্য-সমবায়গুলির নিকট প্রাপ্তব্য মধ্যমেয়াদী কর্জ্জের পরিমাণ ছিল ৩·৬১ কোটি টাকা। সম্প্রতি স্থির করা হইয়াছে যে, ক্ষুদে ও মাঝারি-গোছের চাষীগণকে সমবায় চিনিকলে শেয়ার গ্রহণের অর্থ যোগাইবার জন্যও রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কসমূহকে সাহায্য দেওয়া হইবে। এতদুদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কসমূহকে মধ্যমেয়াদী দাদন দিবে। ঐ সকল দাদনের মেয়াদ ১৫ মাসের কম এবং ৪ বৎসরের বেশী হইবে না, আর ব্যাঙ্কহারেই উহাদের দেওয়া হইবে। কর্জ্জসমূহে আসলফেরত ও সুদপ্রদানের ব্যাপারে রাজ্যসরকার কর্তৃক পুরাপুরি গ্যারাণ্টি দেওয়া থাকিবে। অন্যান্য মধ্যমেয়াদী কর্জ্জের বেলায় যে জামানত দিতে হয় এখানেও তাহাই লওয়া হইবে।

এখানে উল্লেখ করিতে পারি যে, ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (সংশোধন) আইনের ব্যবস্থানুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘকালীন ক্রিয়াকলাপ) ভাণ্ডার এবং জুন মাসে জাতীয় কৃষিঋণ (স্থৈর্য্যদান) ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিখিলভারত পল্লীঋণ পর্য্যবেক্ষণ রিপোর্টের মধ্য- ও দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণ সম্পর্কীয় সুপারিশ অনুসারে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। দীর্ঘমেয়াদী কার্য্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য (১) রাজ্যসরকারগণকে সর্ব্বোচ্চ ২০ বৎসরের

জন্য দীর্ঘমেয়াদী কর্জ ও দাদন দেওয়া যাহাতে তাঁহারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সমবায় ঋণপ্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার-মূলধন পরিদান করিতে পারেন, (২) রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কসমূহকে কৃষিসংক্রান্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থ মধ্যমেয়াদী (১৫ মাস হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত) কর্জ্জ প্রদান করা, (৩) সর্ব্বোচ্চ ২০ বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী কর্জ্জ ও দাদন দেওয়া, এবং (৪) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহের কর্জ্জপত্র ক্রয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঐ ভাণ্ডারে প্রাথমিকভাবে ১০ কোটি টাকা দিয়াছে। ১৯৫৬ সনের জুন মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসর হইতে গণনা করিয়া পাঁচ বৎসরে ইহার বার্ষিক দেয় অন্যূন ৫ কোটি টাকা ধার্য্য হইয়াছে। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের জুনের শেষে ভাণ্ডারে অর্থের পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি টাকা। স্থৈর্য্যদান ভাণ্ডার কেবলমাত্র রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কসমূহকে মধ্যমেয়াদী কর্জ্জ ও দাদন প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। ঐ অর্থের দ্বারা উহারা অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের ফলে প্রয়োজনবোধে নিজেদের স্বল্পমেয়াদী ঋণকে মধ্যমেয়াদী ঋণে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পারে। ফিবছর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে টাকা দিবে তাহা এই ভাণ্ডারের নামে জমা হইবে। তবে ঐ টাকা ১৯৫৬ সনের জুনে বৎসর শেষ হইয়া গেলে সেই সময় হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বছর ন্যূনপক্ষে ১ কোটি টাকা হইবে। ১৯৫৮ সনের জুনের শেষে এই ভাণ্ডারে ব্যালান্সের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি টাকা।

দীর্ঘমেয়াদী অর্থের ব্যাপারে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আসলফেরত এবং সুদপ্রদান সম্পর্কে রাজ্যসরকারদের প্রদত্ত গ্যারান্টিযুক্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের প্রবর্ত্তিত কর্জ্জপত্রের ১০% পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ইহাকে বাড়াইয়া ২০% করা হয়। এই পরিকল্পনা ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে আরও এক ধাপ আগাইয়া যায়। সে সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই মর্ম্মে সম্মতি প্রদান করে যে, ডিবেঞ্চারগুলির পরিবর্ত্তনে কিংবা জনসাধারণের পরিদানে ঘাটতির মধ্যে যেটি নিম্নতর হইবে সেটির ৪০%পর্য্যন্ত যুক্তভাবে গ্রহণ করা হইবে। সেই পরিদানের অর্দ্ধেক (রাজ্যসরকারদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া) ভারতসরকারের তরফ হইতে এবং বাকী অর্দ্ধেক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে হইবে। এইসকল সুবিধাভোগী কেন্দ্রীয়

জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহ ভারতসরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংযুক্ত পরিদানের অন্ততঃ অর্দ্ধেকের সমান টাকা উৎপাদনমূলক উদ্দেশ্যে কর্জ্জ দিতে সম্মত হয়। অবশ্য যুক্তক্রয়ের পরিকল্পনা ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে পরিত্যক্ত হয়; কারণ দ্বিতীয় পাঁচসালা যোজনায় ভারতসরকার কর্ত্তৃক দীর্ঘকালীন কৃষিঋণপ্রদানের কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। সুতরাং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সর্ব্বোচ্চ ২০% পর্য্যন্তই পরিদান করিয়া যাইতেছে। এদিকে আবার উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রচারিত কর্জ্জপত্র গ্রহণের নীতি অবলম্বন করিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আরও ক্ষমতা আছে যদ্দ্বারা উহা কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে সর্ব্বোচ্চ ২০ বৎসরের জন্য কর্জ্জ ও দাদন দিতে পারে এবং যাহাতে রাজ্যসরকারগণ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সমবায় ঋণসংস্থাগুলির শেয়ারে মূলধন লইতে পারেন তজ্জন্য তাঁহাদেরও কর্জ্জ ও দাদন মঞ্জুর করিতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৭ (৪) (এ) নং ধারাবলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির কর্জ্জপত্রের বিপক্ষে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কসমূহকে দাদন দেয়। ইহাতে পরোক্ষভাবে এইসকল কর্জ্জপত্রের প্রবর্ত্তন আনুকূল্য লাভ করে।

সমবায় ব্যাঙ্ক পরিদর্শন—

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অধিকতর আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্তিব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে এবং অনানুষ্ঠানিক সম্মেলনের অন্যতম সুপারিশ অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের (বিশেষতঃ যেগুলি ঐ ব্যাঙ্ক হইতে ধার লয় সেগুলির) ঐচ্ছিক পরিদর্শনের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে প্রবর্ত্তিত এই পরিকল্পনা এরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে যাহাতে উহা গঠনমূলকও হয়, আবার মোটামুটিভাবে বিভাগীয় হিসাবনিরীক্ষা ও প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানার্থ রাজ্যসরকারগণের উদ্যোগে সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রারগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের সম্পূরক হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিদর্শনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য সমবায়ঋণের সংগঠন এবং কার্য্যাবলীর উন্নতি-বিধান। এই পরিকল্পনা প্রবর্ত্তনাবধি সমুদয় রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কে—কোন কোন ব্যাঙ্কে একাধিকবার—পরিদর্শন হইয়া গিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

ইচ্ছা, এই পরিকল্পনা সমবায় ঋণসংগঠনের আরও বেশী সংখ্যক ক্ষেত্রে বিস্তৃত হোক।

কৃষিঋণের স্থিত উপদেষ্টা কমিটি—

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক আহূত অনানুষ্ঠানিক সম্মেলন সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রিয়াকলাপ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম ও নীতিসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সমন্বয় সাধনের প্রস্তাব করে, এবং এই প্রসঙ্গে একটি কৃষিঋণের উপর স্থিত উপদেষ্টা কমিটি গঠনের জন্য সুপারিশ করে। এই সুপারিশ অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কৃষিঋণ-বিভাগসম্পর্কীয় নানা বিষয় এবং সেই সকল বিষয়ের সমগোত্রীয় ব্যাপারে উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ১৪ জন সদস্যের একটি স্থিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর অন্যান্য কাজের মধ্যে কমিটি যে কাজগুলি বিশেষভাবে সম্পাদন করিতেছে তাহা হইল সমবায় ব্যাঙ্কিং এবং প্রশাসনের বিভিন্ন দিক (যথা, কাঁচা পরিসম্পত্তি রাখা, হিসাবপরীক্ষা, শ্রেণীবিভাগের ঐক্যসাধন, ইত্যাদি) সম্পর্কে উপযুক্ত মান স্থাপন করা, এবং দেশে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি বিষয়ক নানা ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া। সম্প্রতি পল্লীঋণ পর্যবেক্ষণ কমিটির সুপারিশ অনুসারে এই কমিটিকে মাত্র ৬ জন সদস্যের একটি ক্ষুদ্রতর সংস্থায় পুনর্গঠিত করা হইয়াছিল এবং এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে, একটি সময়ের জন্য কিংবা একটি বিশেষ সভার জন্য অতিরিক্ত সদস্য গ্রহণ করা যাইবে।

পুনর্গঠনমূলক পরিকল্পনা রচনা—

সাম্প্রতিক কালের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল ১৯৫২-৫৪ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক উহার অফিসারদের দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যে পরিদর্শনমালার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল সুপরিকল্পিত ভিত্তিতে সমবায় আন্দোলনকে পুনর্গঠিত করিবার ছক যাহাতে রাজ্যসরকারগণ তৈয়ারী করিতে পারেন তজ্জন্য ইঁহাদিগকে সহায়তা প্রদান করা। ১৯৫২-৫৩ সাল পর্য্যন্ত মাত্র ৭টি রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্ক রিজার্ভ কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতে সমবায় অগ্রগতির সাধারণ অপর্য্যাপ্ততার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কোন কোন রাজ্যে কোন রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কই ছিল না, আবার কোন কোন রাজ্যে

শীর্ষব্যাঙ্কগুলির আর্থিক ও প্রশাসনিক উভয় তরফেই প্রভূত পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক ছিল, কেননা নহিলে উহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সাহায্যলাভের অধিকারী হইতে পারিত না। আবার, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কিংবা জিলা ব্যাঙ্কগুলির কিংবা, সাধারণতঃ যাহা দেখা যাইত, প্রাথমিক ঋণ সমিতিগুলির নিজেদেরই পুনর্বাসন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। পরিদর্শনের লক্ষ্য ছিল সমবায়-সংগঠনের পুনর্বিন্যাসসাধন এবং যেসকল রাজ্যে শীর্ষব্যাঙ্ক নাই সেখানে ঐসকল ব্যাঙ্ক স্থাপনের উপায় নির্দ্ধারণ। এই যুক্ত পরামর্শ গ্রহণের ফলস্বরূপ গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের দৃষ্টান্ত হইল সৌরাষ্ট্র, মধ্যভারত, রাজস্থান, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, পেপ্সু এবং হিমাচল প্রদেশসহ কতিপয় রাজ্যে রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন এবং পশ্চিমবঙ্গ, হায়দারাবাদ, মহীশূর এবং পাঞ্জাব প্রমুখ রাজ্যসমূহে রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কগুলির পুনঃসংগঠন। শীর্ষব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা কিংবা প্রতিষ্ঠিত শীর্ষব্যাঙ্কসমূহের পুনঃসংগঠন-সমস্যা যাহাই হোক না কেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমুদয় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক শেয়ার-পুঁজি পরিদানের নীতি গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছে। পরিকল্পনাগুলিও কেবলমাত্র রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা কিংবা পুনঃসংগঠনের মধ্যেই থামিয়া যায় নাই, উহারা মোটামুটিভাবে সমগ্র সমবায় ঋণ-সংগঠনকে পরিক্রমা করিয়াছে। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থসংস্থান সংস্থাগুলির যুক্তিযুক্তকরণ এবং আন্দোলনের মূলস্বরূপ প্রাথমিক ঋণ-সমিতিগুলির একটি যথোপযুক্ত শাখাজাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও ছিল। এইসকল দিকে অগ্রগতির লক্ষণ এই যে, ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ তারিখ পর্যন্ত ১৭টি রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থসাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। নূতন নূতন কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন এবং পুরাতনগুলির পুনঃসংগঠনের পরিকল্পনাও প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তদবধি প্রাক্তন সৌরাষ্ট্র ও হায়দারাবাদ রাজ্যে এবং আসাম, কেরল, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গে নূতন কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠন করা হইয়াছে।

সমবায়-কর্ম্মীদের শিক্ষণ—

শিক্ষাদান ব্যবস্থার অপ্রতুলতার ফল যোগ্য ও শিক্ষাপ্রাপ্ত সমবায়-কর্ম্মীর অভাব কয়েকটি রাজ্যে সমবায় আন্দোলনের দ্রুত বৃদ্ধির অন্যতম প্রতিবন্ধক হইয়াছে। ইহার দরুণ সমবায়ক্ষেত্রে নিজের বহুমুখী আনুকূল্যসূচক ও

উন্নয়নমূলক কর্ম্মের অংশ হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় কর্ম্মীবৃন্দের শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সক্রিয় সহযোগিতা করিতেছে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ঐ ব্যাঙ্ক বোম্বাই প্রাদেশিক সমবায় সংস্থার সহিত একযোগে পুনাস্থিত সমবায় শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সমবায় কর্ম্মীদের শিক্ষার জন্য একটি সর্ব্বভারতীয় শিক্ষণকেন্দ্র সংগঠিত করে। সমবায় বিভাগের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর কর্ম্মীদের এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ম্মিগণের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা এই কেন্দ্রে পাওয়া যায়। ইহা কতিপয় ব্যক্তিগত প্রার্থীকে মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমেও শিক্ষা দেয়। অবশ্য একথা অনুভব করা গিয়াছিল যে, এই সুযোগ-সুবিধাগুলি শিক্ষার প্রয়োজনের একটি সামান্য অংশকে মিটাইতেছে মাত্র। তাই ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন পর্য্যায়ের কর্ম্মীর সমবায় শিক্ষণ পরিকল্পনার সম্প্রসারণ সম্পর্কে ভারতসরকারের সঙ্গে আলোচনা হইয়াছিল, এবং সে-বৎসরের নভেম্বর মাসে প্রবীণ, মধ্য ও নবীন পয্যায়ের সমবায় কর্ম্মীদের শিক্ষাদানের একটি সংযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত ও কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে রিজাভ ব্যাঙ্ক এবং ভারতসরকার কর্ত্তৃক যুক্তভাবে একটি সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ-বিভাগ কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তরখানারূপে কাজ করে। মধ্য ও উচ্চতর পর্য্যায়ের কর্ম্মীদের শিক্ষাদানের আর্থিক দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক লইয়াছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি কর্ত্তৃক রচিত পরিকল্পনানুসারে প্রবীণ সমবায় অফিসারগণের শিক্ষাদান পুনার সমবায় শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়েই সমাধা হইতেছে। এখানে প্রতি ছয় মাসে প্রায় ৪০ জন পদস্থ কর্ম্মচারী শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। মধ্য-বিভাগীয় কর্ম্মীদের শিক্ষাদানের কাজ পুনা, মাদ্রাজ, রাঁচী, ইন্দোর ও মীরাট এই পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে চলিতেছে। প্রত্যেকটি কেন্দ্রে বৎসরে প্রায় ২২০ জন প্রার্থীকে শিক্ষা দেওয়া যায়। এই নিয়মিত দীর্ঘমেয়াদী পাঠক্রম ছাড়াও ঐ পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে সমবায় বিক্রয়ে স্বল্পকালীন পাঠক্রম অনুসারে পড়ানো হয়। ইহার উদ্দেশ্য সমবায় বিক্রয়ব্যবস্থার ক্রমবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীদল সরবরাহ করা। মাদ্রাজের আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষণকেন্দ্রে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের একটি বিশেষ পাঠ্যসূচীও প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

বিভিন্ন সমাজ-প্রচেষ্টা অঞ্চল এবং জাতীয়-সম্প্রসারণ ব্লকগুলিতে কাজের জন্য দরকারী শিক্ষাপ্রাপ্ত অফিসারের চাহিদা মিটানোর জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি

খাদ্য ও কৃষি দপ্তর এবং সমাজোন্নয়ন প্রচেষ্টা প্রশাসনের অনুরোধে ব্লক-পর্য্যায়ের সমবায় অফিসারদের জন্য বৎসরে মোট ৭০০-৮০০ ব্যক্তির শিক্ষাদানের ব্যবস্থাসম্পন্ন ৮টি কেন্দ্রে একটি স্বতন্ত্র পাঠক্রম প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। একটি কেন্দ্র হিমায়তসাগর (হায়দারাবাদের সন্নিকটে), একটি তিরুপাটি (অন্ধ্র-প্রদেশে), একটি ভবনগর (বোম্বাইরাজ্যে), একটি কল্যাণী (পশ্চিমবঙ্গে), একটি চুরী (পাঞ্জাবে), একটি ফৈজাবাদ (উত্তরপ্রদেশে), একটি সমুদ্র-তীববর্ত্তী গোপালপুর (উড়িষ্যা) এবং একটি কোটায় (রাজস্থানে) অবস্থিত। ভারতসরকার এইসকল কেন্দ্রের অর্থসংস্থান করেন।

নবীন সমবায় কর্ম্মীদেব শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্যসরকারগণের। এই সম্পর্কে কমিটির পরিকল্পনানুযায়ী বাজ্যভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে, এবং ইতিমধ্যেই সমগ্র দেশে ৪৬টি বিদ্যালয় কর্ম্মরত হইয়াছে। এইসকল বিদ্যালয়েব অর্থসংস্থান করেন স্ব স্ব রাজ্যসরকার। তাঁহারা আবার অনুমোদিত ভিত্তিতে ভারতসরকারের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক পল্লীঋণপ্রদান

ধারা	উদ্দেশ্য	কর্জ্জের প্রকৃতি	স্থায়িত্ব
১৭ (২) (এ)	খাঁটি ব্যবসায় কিংবা বাণিজ্য-সংক্রান্ত কাজকর্ম্মের অর্থ-সংস্থান	এই উদ্দেশ্যে ভারতে লিখিত ও দেয় বিনিময়-পত্র এবং প্রতিশ্রুতি-পত্র ক্রয় কিংবা পুনর্বাট্টা	ক্রয় কিংবা পুনর্বাট্টার দিবস হইতে ৯০ দিনের মধ্যে পরিপক্ক হইবে
১৭ (২) (বি)	ঋতুগত কৃষিকার্য্য এবং শস্য-বিক্রয় (মিশ্র চাষ ও বিক্রয়ের পূর্ব্বে শস্যশোধন-সহ)-এর অর্থসংস্থান	এতদুদ্দেশ্যে লিখিত এবং ভারতে দেয় বিনিময়-পত্র এবং প্রতিশ্রুতি-পত্র ক্রয় কিংবা পুনর্বাট্টা	১৫ মাস। কার্য্যক্ষেত্রে ঋণ ১২ মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়
১৭ (২) (বি-বি)	রিজার্ভ ব্যাঙ্কানুমোদিত কুটির ও ক্ষুদে শিল্পের উৎপাদন কিংবা পণ্যবিক্রয় কার্য্যের অর্থসংস্থান	এতদুদ্দেশ্যে লিখিত এবং ভারতে দেয় বিনিময়-পত্র এবং প্রতিশ্রুতি-পত্র কিংবা পুনর্বাট্টা	ক্রয় কিংবা পুনর্বাট্টার দিন হইতে ১২ মাসের মধ্যে পরিপক্ক হইবে
১৭ (৪) (এ)	সাধারণ ব্যাঙ্কিং কার্য্য কিংবা রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্ক-সমূহের নগদ টাকা বৃদ্ধির জন্য	কর্জ্জ ও দাদন	দাবীমাত্র কিংবা অনধিক ৯০ দিনের মেয়াদ শেষে ফেরতযোগ্য
	ঋতুগত কৃষিকার্য্য এবং শস্য-বিক্রয় কার্য্যের অর্থসংস্থান	কর্জ্জ ও দাদন	দাবীমাত্র ফেরতযোগ্য হইলেও ব্যাঙ্ক সচরাচর ১২ মাসের পূর্ব্বে কর্জ্জ ফেরত চাহে না
১৭ (৪) (সি)	খাঁটি বাণিজ্য কিংবা ব্যবসায়-কর্ম্মের অর্থসংস্থান	কর্জ্জ ও দাদন	দাবীমাত্র কিংবা অনধিক ৯০ দিনের মেয়াদ-শেষে ফেরতযোগ্য
	ঋতুগত কৃষিকার্য্য এবং শস্য-বিক্রয়ের অর্থসংস্থান	—ঐ—	দাবীমাত্র ফেরতযোগ্য হইলেও ব্যাঙ্ক সচরাচর ১২ মাসের পূর্ব্বে কর্জ্জ ফেরত চাহে না
	ব্যাঙ্কানুমোদিত কুটির ও ক্ষুদে শিল্পের উৎপাদন কিংবা পণ্যবিক্রয়ের অর্থ-সংস্থান	—ঐ—	—ঐ—

সংক্রান্ত বিধানসমূহ

জামানত	সুদহার*	মন্তব্য
দুই বা ততোধিক উত্তম স্বাক্ষর (তন্মধ্যে একটি অবশ্যই কোন তালিকাভুক্ত কিংবা রাজ্য-সমবায়-ব্যাঙ্কের হইবে) বহনকারী ব্যবসায় বা বাণিজ্য বিল	ব্যাঙ্ক হার	
দুই বা ততোধিক উত্তম স্বাক্ষর (একটি অবশ্যই কোন তালিকা-ভুক্ত কিংবা রাজ্য-সমবায়-ব্যাঙ্কের হইবে) বহনকারী কৃষি-পত্র	ব্যাঙ্কহারের চেয়ে ২% কম, অর্থাৎ ২%	
আসল-ফেরত এবং সুদ-প্রদান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকার পূর্ণ গ্যারাণ্টি দিলে ভারতে দেয় দুই বা ততোধিক উত্তম স্বাক্ষর (একটি অবশ্যই কোন রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্ক কিংবা রাজ্য অর্থসংস্থান সংস্থার হইবে) বহন-কারী কুটির ও ক্ষুদে শিল্পের বিল	ব্যাঙ্কহারের চেয়ে ১½% কম	এতদুদ্দেশ্যে হস্তচালিত তাঁত-শিল্পকে অনুমোদন করা হইয়াছে
যে কোম্পানীর কাগজ, অর্থভাণ্ডার এবং ঋণপত্রে (অস্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন) ন্যাসপ্রাপ্ত ব্যক্তি টাকা খাটাইতে পারে	ব্যাঙ্কহার	এই ধারাবলে দাদন প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারগণ কর্তৃক গ্যারাণ্টি দেওয়া কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির কর্জ্জ-পত্রগুলিকে সরকারী ঋণ-পত্রের সমপর্য্যায়ভুক্ত ধরা হইয়াছে
—ঐ—	ব্যাঙ্কহারের চেয়ে ২% কম	
রাজ্য-সমবায়-ব্যাঙ্কের দাবী-প্রতি-শ্রুতি-পত্র সমর্থিত মক্কেলগণের প্রতিশ্রুতি-পত্র	ব্যাঙ্কহার	
—ঐ—	ব্যাঙ্কহারের চেয়ে ২% কম	যেসকল রাজ্যে সমবায় আন্দোলন উত্তমরূপে গড়িয়া উঠে নাই, সেখানে রাজ্য- সরকারদের গ্যারাণ্টি লইয়া কর্জ্জ দেওয়া হয়
আসল-ফেরত এবং সুদ-প্রদান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকার পূর্ণ গ্যারাণ্টি দিলে রাজ্য-সমবায়-ব্যাঙ্কের দাবী-প্রতিশ্রুতি-পত্রসমর্থিত মক্কেলগণের প্রতিশ্রুতি-পত্র	ব্যাঙ্কহারের চেয়ে ১½% কম	এতদুদ্দেশ্যে হস্তচালিত তাঁত-শিল্পকে অনুমোদন করা হইয়াছে

* সুবিধাজনক হার কেবল রাজ্য-সমবায়-ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ধারা	উদ্দেশ্য	কর্জ্জের প্রকৃতি	স্থায়িত্ব
১৭ (৪) (ডি)	খাঁটি বাণিজ্য কিংবা ব্যবসায় কর্ম্ম এবং/ অথবা কৃষিকার্য্য ও শস্য-বিক্রয়ের অর্থ সংস্থান	কর্জ্জ ও দাদন	দাবীমাত্র কিংবা অনধিক ৯০ দিনের মেয়াদশেষে ফেরতযোগ্য
১৭ (৪) ("এ") যেরূপে ৪৬ "এ" ২ (এ) ধারায় নির্দ্দিষ্ট	সমবায় ঋণ সমিতিগুলির শেয়ার পুঁজিতে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ পরিদানের জন্য	রাজ্য সরকার-গণকে কর্জ্জ ও দাদন	কর্জ্জ মঞ্জুর করার দিন হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে ফেরত-যোগ্য। কার্য্যক্ষেত্রে কর্জ্জ ১২ বৎসরের মধ্যে সীমা-বদ্ধ
যেরূপে ৪৬ "এ" ২ (বি) ধারায় নির্দ্দিষ্ট	ভূমি পুনরুদ্ধার, বাঁধস্থাপন ও অন্যান্য ভূমির উন্নয়নমূলক কার্য্য, বাগিচা ও বাগানের জন্য ভূমি তৈয়ার, সেচ-কার্য্য, গবাদি পশু, হাতিয়ার, যন্ত্র ও পরিবহণ সরঞ্জাম ক্রয় প্রভৃতি কৃষি-বিষয়ক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় বোর্ড কর্ত্তৃক নির্দ্দেশ মারফত বা অন্য কোন উপায়ে নির্দ্দিষ্ট কৃষিকর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য	রাজ্য - সমবায় ব্যাঙ্কসমূহকে কর্জ্জপ্রদান	১৫ মাস ও ৫ বৎসরের মধ্যবর্ত্তী সময়ের জন্য। কার্য্যতঃ কর্জ্জগুলিকে ৩ বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, কিন্তু ইচ্ছা করিলে কর্জ্জের শতকরা ২৫ ভাগের মেয়াদ ৫ বৎসর পর্য্যন্ত করা যায়
যেরূপে ৪৬ "এ" ২ (সি) ধারায় নির্দ্দিষ্ট	কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে কর্জ্জ ও দাদন প্রদান	কর্জ্জ ও দাদন	২০ বৎসরের অনধিক নির্দ্দিষ্ট মেয়াদের জন্য
যেরূপে ৪৬ "এ" ২ (ডি) ধারায় নির্দ্দিষ্ট	কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহের কর্জ্জপত্র ক্রয়	কর্জ্জপত্রক্রয়	
১৭ (৪ "এ") যেরূপে ৪৬ ("বি") ধারায় নির্দ্দিষ্ট	রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কসমূহকে সাহায্য প্রদান—অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুণ ১৭ (২) এবং ১৭ (৮) নং ধারাধীনে প্রাপ্ত বাকী টাকা ফেরতের অক্ষমতা দেখা দিলে যাহাতে উহারা সেই টাকা শোধ করিয়া দিতে সমর্থ হয়	কর্জ্জ ও দাদন	১৫ মাস হইতে ৫ বৎসর

জামানত	সুদহার*	মন্তব্য
কোন তালিকাভুক্ত কিংবা রাজ্য-সমবায়-ব্যাঙ্কের প্রতিশ্রুতি-পত্র—যদি তাহা উক্ত ব্যাঙ্কের নিকট স্থানান্তরিত, নামে প্রদত্ত কিংবা আহিত সামগ্রীর স্বত্বলেখ্য দ্বারা সমর্থিত হয়	ব্যবসায় এবং বাণিজ্য-কর্ম্মের জন্য কর্জ্জের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক-হার। কৃষিকার্য্য কিংবা শস্যবিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক হারের চেয়ে ২% কম	লাইসেন্সপ্রাপ্ত গুদামঘরের অভাবহেতু এই জাতীয় কর্জ্জ প্রদান করা হইতেছে না।
	প্রথম ২ বৎসর—শূন্য পরবর্ত্তী ৩ „—২½% „ ৪ „—২½% „ ৩ „—৩% ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে ১২ বৎসরের পর, পরবর্ত্তী ২ বৎসর এবং ১৪শ বৎসরের পর } যথাক্রমে ৩% ও ৩½%	জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘমেয়াদী ক্রিয়াকলাপ) ভাণ্ডার হইতে কর্জ্জ দেওয়া হয়। সুদের হার সংশোধন সাপেক্ষ
প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেরূপ নির্দিষ্ট হইবে তদ্রূপ জামানত। সংশ্লিষ্ট রাজ্য-সরকারগণ কর্তৃক কর্জ্জের উপর গ্যারান্টি দিতে হইবে	কৃষিবিষয়ক ব্যাপারের জন্য ব্যাঙ্কহারের চেয়ে ২% কম, কৃষি সংক্রান্ত কাজ-কর্ম্মের জন্য ব্যাঙ্ক হার	এতদুদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ও মধ্যম কৃষকগণ কর্তৃক সমবায় চিনি কলে শেয়ার ক্রয় অনুমোদন করা হইয়াছে
আসল ফেরত এবং সুদপ্রদান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারের গ্যারান্টি		} এই সকল উদ্দেশ্য সাধনার্থ জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘমেয়াদী ক্রিয়াকলাপ) ভাণ্ডার হইতে এখনও টাকা তোলা হয় নাই
—ঐ—		
রাজ্য সরকারের গ্যারান্টি		জাতীয় কৃষিঋণ (স্থৈর্য্যদান) ভা হইতে কর্জ্জ দিতে হইবে

*কেবল রাজ্য-সমবায়-ব্যাঙ্কসমূহের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হার প্রযুক্ত হয়।

সাত

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং শিল্পীয় অর্থসংস্থান

শিল্পীয় অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্রমবর্দ্ধমান অংশ ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিংয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য। একদিকে দ্রুত শিল্পায়নের আবশ্যকতা এবং অন্যদিকে দেশের পুঁজিবাজারে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব—এই দুইটি বিষয় স্পষ্টতঃই বুঝাইয়া দিয়াছে যে, শিল্পক্ষেত্রে মধ্য-ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের চাহিদা পূরণার্থ অর্থসংস্থান সংগঠনকে মানাইয়া এবং বাড়াইয়া লওয়া প্রয়োজন। ভারতের শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থা এবং বিভিন্ন রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থা প্রভৃতি সময়ঋণ সরবরাহের বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, ঐসকল প্রতিষ্ঠানের মূলধন ও কর্জ্জ সুবিধার একটি অংশ যোগাইয়াছে, এবং উহাদিগকে, বিশেষতঃ রাজ্য অর্থসংস্থান সংস্থাগুলিকে, সংগঠন ও কাজ চালানোর ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করিতেছে।

ভারতের শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থা—

যে সকল অবস্থায় সাধারণ ব্যাঙ্কের সাহায্য অযৌক্তিক কিংবা বাজারে শেয়ার চালাইতে যাওয়া সম্ভবপর নহে, বিশেষতঃ সেই সকল স্থলে সীমাবদ্ধ দায়িত্বযুক্ত গণ-কোম্পানী এবং সমবায় সমিতি সমূহের কাছে মধ্য-ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রাপ্তি সহজতর করিবার বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক এই সংস্থাকে প্রদত্ত সাহায্য আর্থিক এবং সাংগঠনিক উভয়বিধই হইয়াছে। যেমন, ঐ সংস্থার ৫ কোটি টাকার আদায়ীকৃত মূলধনের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দিয়াছে, এবং সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত কর্জ্জপত্রও গ্রহণ করিয়াছে। সংস্থার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করিবার জন্য 'ব্যাঙ্ক' এবং ভারত সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের একটি প্রস্তাব অনুসারে সংস্থার শেয়ার হইতে

প্রাপ্য লভ্যাংশ ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়াছে। এই লভ্যাংশ একটি বিশেষ তহবিল-ভাণ্ডারে জমা দিতে হইবে—যতদিন পর্য্যন্ত ঐ ভাণ্ডারের জমা টাকা ৫০ লক্ষ অতিক্রম না করে। তদুপরি, ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে কৃত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের এক সংশোধনবলে 'ব্যাঙ্ক' সংস্থাকে স্বল্পমেয়াদী ও মধ্য-মেয়াদী উভয়শ্রেণীর কর্জ্জ ও দাদন দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৭ (৪বি) নং ধারানুযায়ী সংস্থাকে যেসকল কর্জ্জ ও দাদন দেওয়া চলিবে সেগুলি—

(ক) "কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা যে-কোন রাজ্যসরকারের ঋণপত্রের বিপক্ষে কৃত চাহিদামাত্র অথবা দেওয়ার তারিখ হইতে সর্ব্বোচ্চ ৯০ দিনের নির্দ্দিষ্ট সময় পরিসমাপ্তিতে দেয় ; কিংবা

(খ) "দেওয়ার তারিখ হইতে সর্ব্বোচ্চ ১৮ মাসের নির্দ্দিষ্ট সময় পরিসমাপ্তিতে দেয়, কেন্দ্রীয় সরকারের যে-কোন মেয়াদের ঋণপত্র কিংবা উক্ত সংস্থা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক গ্যারাণ্টিকরা এবং উক্ত কর্জ্জ বা দাদনের তারিখ হইতে সর্ব্বোচ্চ ১৮ মাসের মধ্যে পরিপক্ক হইবে এরূপ মেয়াদবিশিষ্ট খত ও কর্জ্জপত্রের বিপক্ষে কৃত :

তবে (বি) নং প্রকরণ অনুযায়ী প্রদত্ত কর্জ্জ ও দাদনের পরিমাণ কোনসময় মোট ৩ কোটি টাকার বেশী হইতে পারিবে না।"

এরূপে, সরকারী ঋণপত্রের বিপক্ষে মঞ্জুরীকৃত চলতি স্বল্পমেয়াদী সাহায্য (৯০ দিনের মধ্যে দেয়) সম্পর্কে আইনে কোনরূপ সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু মধ্য-মেয়াদী সাহায্য (১৮ মাসের মধ্যে যাহা পরিপক্ক হইবে) কোন তারিখেই ৩ কোটি টাকার বেশী হইতে পারিবে না।

সংস্থার শেয়ারপুঁজিতে অংশগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মনোনীত দুই ব্যক্তি সংস্থার ডিরেক্টর-বোর্ডে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিত্ব করেন ; উঁহারা সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটিতে কাজ করিবার সুযোগও পান। কতিপয় জরুরী নীতিগত ব্যাপারে পরামর্শ দিয়াও 'ব্যাঙ্ক' সংস্থাকে সহায়তা করিয়াছে, আবার কখনও কখনও ইহা সংস্থার দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহ পূরণ করিবার জন্য নিজস্ব উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদেরও ছাড়িয়া দিয়াছে। যেমন, বর্ত্তমান জেনারেল ম্যানেজারের মত প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টরও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে আগত একজন পদস্থ অফিসার ছিলেন। সংস্থা স্থাপনের পর হইতে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের

মার্চ্চ-শেষ পর্য্যন্ত সংস্থা কর্ত্তৃক মঞ্জুরীকৃত কর্জ্জের পরিমাণ ছিল ৫৭ ৪২ কোটি টাকা; তন্মধ্যে ৩২ ০৩ কোটি টাকা বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৫৭-৫৮ সনে বণ্টিত কর্জ্জ ছিল ৭·৯৩ কোটি টাকা। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চের শেষে চলতি কর্জ্জ ও দাদনের পরিমাণ ছিল ২৬·৬০ কোটি টাকা; উহা সংস্থার মোট পরিসম্পত্তির প্রায় ৭৭ , ছিল। যাহাতে সংস্থা শিল্পোন্নতির জন্য অর্থের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইতে পারে তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সংস্থাকে ২২ ২৫ কোটি টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। ১৯৫৬-৫৮ বর্ষদ্বয়ে সংস্থা এই সুবিধা হইতে ১৫ কোটি টাকা গ্রহণ করিয়াছে। অধিকন্তু, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থা আইন সংশোধিত হওয়ায় সংস্থা নিজের আদায়ীকৃত মূলধন ও তহবিল ভাণ্ডারের ৫ গুণের পরিবর্ত্তে ১০ গুণ অর্থ ধার করিতে সক্ষম হইয়াছে। সংস্থা কর্ত্তৃক সরকারী ঋণপত্রের বিপক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কর্জ্জরূপে গৃহীত স্বল্পমেয়াদী অর্থ এবং বৈদেশিক মুদ্রায় গৃহীত কর্জ্জ ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থা—

অবশ্য শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থা প্রতিষ্ঠায় মধ্য এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপুঞ্জের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন যথোপযুক্তরূপে মিটিয়া যায় নাই। তাই, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থা আইন পাশ করা হয়। ক্ষমতাদানকারী এই আইনে রাজ্যসরকারগণ কর্ত্তৃক স্ব স্ব এলাকায় উপরোক্ত শিল্পসমূহের সময়ঋণের প্রয়োজন পূরণার্থ অর্থসংস্থান সংস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা ছিল। মাদ্রাজ, মহীশূর এবং জম্মু-কাশ্মীর এই তিনটি ব্যতীত আর সমুদয় রাজ্যে এই সংস্থাগুলি কর্ম্মব্যাপৃত রহিয়াছে। মাদ্রাজে অবশ্য ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী আইনানুযায়ী সংস্থাপিত মাদ্রাজ শিল্প বিনিয়োগ সংস্থা রাজ্য-অর্থসংস্থান-সংস্থার পদ্ধতিতেই কাজ করে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন অর্থসংস্থান সংস্থার শেয়ার মূলধনে আদায়ীকৃত মূলধনের ১০% হইতে ২০% পর্য্যন্ত অংশগ্রহণ করিয়াছে। ব্যাঙ্কের আজ পর্য্যন্ত গৃহীত অংশের পরিমাণ ২ কোটি টাকা। যাহাতে 'ব্যাঙ্ক' রাজ্য-অর্থসংস্থান-সংস্থাসমূহকে ধার দিতে পারে তজ্জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ঐ আইনের ১৭ (৪) নং ধারাবলে প্রদত্ত কর্জ্জ ও দাদনরূপী স্বল্প-

মেয়াদী সাহায্য ছাড়াও ব্যাঙ্ক ১৭ (২ বি-বি) নং ধারাবলে দুই বা ততোধিক স্বাক্ষর বহনকারী বিনিময়পত্র এবং প্রতিশ্রুতিপত্র ক্রয়, বিক্রয় ও পুনর্ব্বাট্টার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। স্বাক্ষরসমূহের মধ্যে একটি অবশ্যই কোন রাজ্য অর্থসংস্থান সংস্থার হইবে। ঐ পত্রগুলি 'ব্যাঙ্ক' কর্তৃক অনুমোদতি কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের উৎপাদন কিংবা পণ্যবিক্রয়-কর্ম্মের অর্থসংস্থানের নিমিত্ত লিখিত কিংবা প্রচারিত হইবে এবং ১২ মাসের মধ্যে পরিপক্ব হইবে। ব্যাঙ্কের এই সাহায্যের সর্ত্ত এই যে, ঐসকল পত্রের আসল ফেরত এবং সুদপ্রদানের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারের পূর্ণ গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। সংস্থাগুলিকে 'ব্যাঙ্কের' সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এবং উহারা শুধু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গেই নয়, উহার প্রতিভূগণের সঙ্গেও হিসাব খুলিতে পারে।

প্রত্যেক রাজ্য অর্থসংস্থান সংস্থাব ডিরেক্টর-বোর্ডে একজন করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মনোনীত ব্যক্তি আছেন। তিনি সেই সেই সংস্থার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতেও কাজ করতে পারেন। রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থাসমূহ সাধারণতঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়োগের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক নিজের অফিসারগণকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছে। এইসকল সংস্থার সহিত ব্যাঙ্কের সম্পর্ক বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ। একটি আইনগত ব্যবস্থা আছে যে, নিজেদের কার্য্যকরী মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোনপ্রকার খত বা কর্জ্জপত্র প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে কিম্বা রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থা আইন অনুসারে নিয়মাবলী রচনার পূর্ব্বে সংস্থাসমূহকে ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া লইতে হইবে। এই ব্যবস্থা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত ব্যাপারে (যেমন অর্থ বিনিয়োগের ব্যাপারে) সংস্থাসমূহ ব্যাঙ্কের উপদেশ ও সহায়তা প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছে। রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থা আইনে আরও ব্যবস্থা আছে যে, সংস্থাগুলিকে নীতিগত ব্যাপারে যেসকল নির্দেশ জারী করা হইবে তৎসম্পর্কে রাজ্যসরকারগণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া লইবেন। 'ব্যাঙ্ক' সংস্থাগুলিকে উহাদের কার্য্যাবলীর সমন্বয় সাধনেও সহায়তা করে। এসম্পর্কে 'ব্যাঙ্ক' ফি বছর রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থাসমূহ, ভারতের শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থা এবং অপরাপর সংশ্লিষ্ট স্বার্থের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়া আসিতেছে। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য সাধারণ স্বার্থ জড়াইয়া আছে এরূপ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়ে আলোচনা চালানো এবং পারস্পরিক অভিমত বিনিময় করা। এরূপ একটি সম্মেলনে আলোচনাকালে সংস্থা সমূহ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিজেদের কাজ, খাতাপত্র ও হিসাবের আইনগত পরিদর্শনের অনুকূলে মতপ্রকাশ করিয়াছিল এবং এই মর্ম্মে সম্মতি দিয়াছিল যে, আইনের সংশোধন না হওয়া পর্য্যন্ত ঐরূপ পরিদর্শন ঐচ্ছিক ভিত্তিতে চলিতে থাকিবে। ইহার পর রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থা আইন সংশোধিত হইয়াছে। এক্ষণে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়া রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থাসমূহের পরিদর্শনের ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে। সরকার বার্ষিক পরিদর্শনের জন্য সাধারণ অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, উদ্দেশ্য যেন এগুলি ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্মের একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়।

ভারতীয় শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থা এবং রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থাসমূহ নিয়মিত সময় অন্তর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে নিজেদের কাজকর্ম্ম সম্পর্কে কয়েকটি বিবরণী দাখিল করে। ব্যাঙ্ককে নিজেদের বাৎসরিক রিপোর্ট এবং পরীক্ষিত হিসাব সরবরাহ করা ছাড়াও সংস্থা সমূহকে—শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থাকে বছরে একবার এবং রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থা সমূহকে তিনমাসে একবার কিংবা ব্যাঙ্ক চাহিয়া বসিলে আরও ঘন ঘন—কর্জ্জ, লগ্নী, নিজেদের দ্বারা গ্যারাণ্টিকৃত কর্জ্জ এবং আণ্ডাররাইটিং চুক্তির শ্রেণীবিভাগ দর্শাইয়া বিবরণী পেশ করিতে হয়।

১২টি রাজ্যে* অর্থসংস্থান-সংস্থা সমূহের কাজ হইতে দেখা যায় যে, মঞ্জুরীকৃত কর্জ্জের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে এবং বিলিকরা কর্জ্জের পরিমাণ মঞ্জুরীকৃত কর্জ্জের অর্দ্ধাংশের উপর। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে উহাদের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি টাকার উপর। সেই তারিখে বণ্টিত কর্জ্জের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯·৩৫ কোটি টাকায়। অবশ্য কয়েকটি অর্থসংস্থান-সংস্থা অপেক্ষাকৃত কমই দাদন দিয়াছে। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ হইল যে সকল কেন্দ্রে শিল্পসমূহ অবস্থিত সেখানে কর্জ্জ সংগ্রহ ও বিলি করার সুযোগ-সুবিধার অভাব। অপরপক্ষে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রকে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং বর্ত্তমানে উহার

* মাদ্রাজ শিল্পবিনিয়োগ সংস্থাসহ

অর্থসংস্থানের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব উহাকে পর্য্যাপ্ত ঋণ সরবরাহের সমস্যাসম্পর্কে একটি অধিকতর গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শক্রমে একটি পাইলট পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছে। ইহার লক্ষ্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপুঞ্জের অর্থসংস্থানে ব্যাপৃত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজে উপযুক্ত সমন্বয় সাধন করা। আশা করা যায় যে, এই পাইলট পরিকল্পনার কাজ হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটি সাধারণ সমন্বয়বিশিষ্ট ঋণসরবরাহ পরিকল্পনা খাড়া করা যাইবে যাহাতে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা থাকিবে, এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ঋণসুবিধার একটি যথার্থ সম্প্রসারণ ঘটিবে।

বিভিন্ন অর্থসংস্থান-সংস্থার কাজের সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার ফলে উহাদের কাজকর্ম্মের মধ্যে বেশ খানিকটা সমন্বয় আনয়নের সুবিধা হইয়াছে। যেমন, একটি রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে যে, ভারতের শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থা সাধারণতঃ ১০ লক্ষ টাকার বেশী কর্জ্জের জন্য দরখাস্ত গ্রহণ করে, আর রাজ্য অর্থসংস্থান সংস্থাগুলি দরখাস্ত বিবেচনা করে অনধিক ১০ লক্ষ টাকার কর্জ্জের জন্য।

শিল্পীয় অর্থসংস্থান এবং ব্যাঙ্কসমূহ—

উপরোক্ত সংস্থাসমূহ এবং নানা ঋণ ও বিনিয়োগ সংস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে শিল্পসমূহের আর্থিক প্রয়োজন মিটানোর কাজে কিছুটা সহায়তা হইয়াছে। অবশ্য, দেশের সম্মুখে শিল্পপ্রসারের যে পরিকল্পনা রহিয়াছে উহার আয়তনের কথা বিবেচনা করিয়া শিল্পীয় অর্থসংস্থানের প্রতিষ্ঠান-যন্ত্রটিকে, বিশেষ করিয়া মধ্য-মেয়াদী অর্থসংস্থান সম্পর্কে, আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। এ প্রসঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা উহাদের সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসায়ের ব্যাপক সংযোগ রহিয়াছে এবং উহাদের কাজকর্ম্ম খুবই প্রসারশীল।

দীর্ঘমেয়াদী না হইলেও শিল্পের মধ্যমেয়াদী অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের কার্য্য-সম্প্রসারণের সম্ভাবনা অন্যান্য দেশের মতই ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্য্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। দুই দশক পূর্ব্বে

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি সমস্যাটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়াছিলেন। অধিকাংশ সভ্য ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক শিল্পের মেয়াদী অর্থসংস্থানের কার্য্য শুরু করার বিপক্ষে সুপারিশ করিয়াছিলেন। আরও সাম্প্রতিককালে "ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের জন্য অর্থসংস্থান কমিটি" ব্যাঙ্ক সমূহ কর্তৃক মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী শিল্পীয় অর্থসংস্থানে পরোক্ষ অংশগ্রহণ অনুমোদন করিয়াছেন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে এদেশে পরিদর্শনকারী আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার মিশনও অনুরূপ সুপারিশ করিয়াছিলেন।

মেয়াদী কর্জ্জদান এদেশে জনপ্রিয় না হইলেও একথা বিশ্বাস করিবার মত কারণ রহিয়াছে যে, বিদেশের ব্যাঙ্কসমূহের মত ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহও নিজেদের দাদনসমূহের একটি বড় অংশকে গড়াইয়া নেওয়ার পন্থা অনুসরণ করে। এরূপে বাহ্যিক আকারে না হইলে কার্য্যতঃ ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ কিছু কিছু মধ্যমেয়াদী ঋণপ্রদান করিয়া আসিতেছে এবং এই অভ্যাস কিছুদিন যাবৎ বেশ বাড়িয়া উঠিবার লক্ষণ দেখাইতেছে। একদিকে ইহা শিল্পের জন্য মধ্য-মেয়াদী ঋণসরবরাহের প্রতিষ্ঠানগত বন্দোবস্তের মধ্যে একটি ফাঁকের অবস্থিতি সূচিত করে এবং অন্যদিকে ব্যাঙ্কসমূহের তারল্য সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ হইতে একটি সমাধানের আশু প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অর্থ-সংগ্রহের অসুবিধা মধ্য ও ক্ষুদ্রাকৃতি শিল্পীয় একক সমূহের ক্ষেত্রে বিশেষ-ভাবে প্রবল। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের অর্থসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বর্দ্ধিত করিবার জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন। শিল্পোন্নতির আশু প্রয়োজনীয়তার দরুণ, ব্যাঙ্কসংগঠনের কিছু পরিমাণ কর্ম্ম-বিমিশ্রণ অথবা বহু-সাধক ক্রমবৃদ্ধি অপরিহার্য্য বলিয়া মনে হয়। আর যদি বন্দোবস্তটিকে ব্যাঙ্কব্যবস্থার তারল্যবিনাশের বিরোধী উপযুক্ত রক্ষাকবচসহ পরিচালিত করা হয় তবে ইহাতে মোটের উপর বর্ত্তমান ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলদানের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে।

অবশ্য সমস্যাটি কেবল তারল্যঘটিত নহে। ব্যাঙ্কসমূহের সম্পদ পরিপূরণ করিবার জন্য ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতে হইবে। গোড়ায় ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের স্বল্পমেয়াদী অর্থ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবে তাহা সহজে আশা করা যায় না। "ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের জন্য অর্থ সংস্থান কমিটি" প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, মধ্যমেয়াদী অর্থসংস্থানের জন্য ব্যাঙ্কসমূহের প্রয়োজনীয় সামর্থ্য বৃদ্ধির উপায়

আবিষ্কার করা সম্ভব হইতে পারে যদি বিলবাজার পরিকল্পনার অনুরূপ সুযোগ-সুবিধাসমূহের মাধ্যমে উপযুক্ত রক্ষাব্যবস্থার অধীনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে সাহায্যপ্রাপ্তির বন্দোবস্ত করা যায়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহকে কিছু মধ্যমেয়াদী ঋণ সরবরাহে সক্ষম করিবার জন্য উহাদের সম্পদ পরিপূরণের নীতি অধুনা স্বীকৃত হইয়াছে; যদিও ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্যদানের রূপ কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত রূপের চেয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র।

শিল্পের পুনরর্থসংস্থান সংস্থা—

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের কোম্পানী আইন অনুযায়ী রেজেষ্ট্রীকৃত "শিল্পের পুনরর্থ-সংস্থান সংস্থা" ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন তারিখে, প্রাথমিক প্রবর্তিত মূলধনরূপে* ১২·৫ কোটি টাকা (৫ কোটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক, ২·৩০ কোটি ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক, ২·৫০ কোটি জীবনবীমা কর্পোরেশন কর্তৃক এবং ২·৭০ কোটি ১৪টি বৃহত্তর তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিদত্ত) লইয়া সংস্থাপিত হইয়াছিল।

নিজেদের আমানতের আয়তনের ভিত্তিতে ১৪টি বৃহত্তর তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ককে যে যে পর্য্যায়ে গোষ্ঠীবদ্ধ করা হইয়াছে, উহাদের অংশগুলিও সেই অনুযায়ী বণ্টিত হইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে ব্যাঙ্কগুলির অংশ ১০ হইতে ২৫ লক্ষের মধ্যে পড়িয়াছে। ভারত সরকার প্রায় ২৬ কোটি টাকা ৪০ বৎসরের সুদবহনকারী কর্জ্জ হিসাবে সংস্থার নিকট রাখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই টাকাটা হইতেছে ভারত-মার্কিণ চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী এই দেশকে প্রদত্ত কৃষিজাত দ্রব্যসমূহের বিক্রয়লব্ধ অর্থসঞ্জাত প্রতিরূপ ভাণ্ডারের প্রতিনিধি। মোট যে ৩৮·৫ কোটি টাকা সংস্থার হাতে রহিয়াছে, তাহা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সদস্যব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক মধ্যাকৃতি একক সমূহকে মঞ্জুরীকৃত মধ্যমেয়াদী কর্জ্জের বিপক্ষে পুনর্কর্জ্জদানের জন্য ব্যবহৃত হইবে। ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত কর্জ্জ অবশ্যই উৎপাদন প্রধানতঃ দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কিংবা উহার পরবর্ত্তী অন্য কোন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত শিল্পসমূহের বৃদ্ধির জন্য হইবে।

১৫টি অংশগ্রহণকারী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটিকে ৩৮·৫ কোটি

---

* সংস্থার অনুমোদিত মূলধন হইল ২৫ কোটি টাকা।

টাকার মোট অর্থভাণ্ডার হইতে একটি করিয়া অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সীমানার মধ্যে কোন ব্যাঙ্ক সংস্থাকে পুনরর্থসংস্থানের জন্য কয়েক ধরণের কর্জ্জ প্রদান করিতে পারে। এই অংশ ভাগ করিয়া দেওয়ার কালে ব্যাঙ্কগুলিকে উহাদের ভারতস্থ আমানতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চারিটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। অংশের নিম্নতম সীমা ১ কোটি টাকা এবং উর্দ্ধতম সীমা ৩ কোটি টাকা। অবশ্য ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ককে ৫ কোটি টাকার একটি অংশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক উহার নিজস্ব অংশটিকে কতখানি কাজে লাগাইতে পারিয়াছে তাহার ভিত্তিতে প্রত্যেক ৬ মাস অন্তর অংশগুলিকে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা হইবে। সংস্থার কাছে পুনরর্থসংস্থানের যোগ্যতাবিশিষ্ট কর্জ্জগুলিকে অবশ্যই তিন হইতে সাত বৎসরের মেয়াদ বিশিষ্ট হইতে হইবে। কর্জ্জগুলি অবশ্যই মধ্যাকৃতি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির—অর্থাৎ যাহাদের আদায়ীকৃত মূলধন এবং তহবিল (করদান এবং স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতি পূরণার্থ রক্ষিত তহবিল বাদে) পরিমাণে ২½ কোটি টাকার বেশী হইবে না – জন্য দেওয়া হইবে এবং আয়তনে মধ্যাকৃতি হইবে, যাহাতে কোন একটি ঋণগ্রহীতার প্রদত্ত কর্জ্জের বৃহত্তম পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকার বেশী না হয়। সংস্থার কাছে পুনরর্থসংস্থাপনের জন্য দাখিলকরা কর্জ্জের উপর কর্জ্জদানকারী ব্যাঙ্কসমূহ পুরা ঋণদায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

সংস্থার পরিচালনভার একটি ডিরেক্টর-বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই বোর্ড চেয়ারম্যানরূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর, অন্যান্য সদস্যহিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্ণর, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, জীবনবীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবং সংস্থাব অংশগ্রহকারী ব্যাঙ্কগুলির তিনজন প্রতিনিধি মোট এই সাতজন সদস্য লইয়া গঠিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শিল্পীয় অর্থসংস্থান বিভাগের প্রধান অফিসার এই সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার।

আশা করা যাইতেছে যে, এই পরিকল্পনাটি বাছাইকরা তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির সম্মুখে শিল্পসমূহকে আঞ্চলিক মেয়াদী কর্জ্জদানসুবিধাসম্প্রসারণের সুযোগ খুলিয়া দিবে এবং এই সংস্থা ব্যাঙ্কসমূহ কর্ত্তৃক নিজেদের নির্দ্দিষ্ট অংশের সীমারেখা পর্য্যন্ত প্রদত্ত গ্রহণযোগ্য কর্জ্জের বিপক্ষে তারল্য সরবরাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়রূপে পরিগণিত হইবে।

আট

বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময়-নিয়ন্ত্রণ

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সম্পাদিত একটি প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীয়ব্যাঙ্কিং-সংক্রান্ত কার্য্য হইতেছে টাকার বহির্দ্দেশীয় মূল্য বজায় রাখা। এই উদ্দেশ্যে 'ব্যাঙ্ক' জাতির বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের অধিকাংশ করায়ত্ত করিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য হইলে যে সকল দায়িত্ব বর্ত্তায় তন্মধ্যে একটি হইল এই যে, টাকার মূল্য স্বর্ণে প্রকাশ করিতে হইবে। টাকার বর্ত্তমান মূল্য হইতেছে, এক টাকায় ২৮৮ গ্রেন খাঁটি সোনা অথবা ৬২·৫০ টাকায় ১ তোলা। প্রাত্যহিক বিনিময় পরিচালনায় অবশ্য আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের অর্থসংস্থানে সাধারণতঃ ব্যবহৃত প্রধান মুদ্রাসমূহের কোন একটির সহিত সংযোগরক্ষা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের মোট বহির্দ্দেশীয় কাজকর্ম্মের প্রায় ৭০%-এর অর্থসংস্থান হয় ষ্টার্লিংয়ে, প্রায় ১০%-এর হয় ডলারে এবং অবশিষ্ট ভারতের টাকায়। দেশের আন্তর্জ্জাতিক কাজকর্ম্মের অর্থসংস্থানার্থ ষ্টার্লিংয়ের উপর অত্যধিক নির্ভরতা, ইংলণ্ডের সহিত প্রচলিত আর্থিক সম্পর্ক এবং লণ্ডন বাজারে লভ্য অর্থসংস্থানের সুযোগ-সুবিধানিচয়ের ফলে প্রায় সকল প্রকার উদ্দেশ্যে পাউণ্ড-ষ্টার্লিংয়ের সহিত টাকার সংযোগ বজায় রাখা সুবিধাজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। টাকা-ষ্টার্লিং অনুপাত ১৯২৭ সালে টাকা প্রতি ১ শিঃ ৬ পেঃ ধার্য্য হইয়াছিল। এবং তদবধি এই অনুপাত সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা-সংক্রান্ত দায়িত্ব—

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রাবিষয়ক দায়িত্বসমূহ ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪০ নং ধারায় দেওয়া হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে :

"রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বোম্বাই, কলিকাতা কিংবা মাদ্রাজে অবস্থিত অফিসে, কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার আদেশবলে যে সকল শাখা ঠিক করিয়া

দিতে পারেন সেখানে কোন অনুমোদিত ব্যক্তি সেই মর্ম্মে দাবী করিলে 'ব্যাঙ্ক' আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের প্রতি আপন বিনিময়হার-সংক্রান্ত দায়িত্বসমূহের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ কিংবা বিশেষ আদেশবলে যে সকল বিনিময়হার এবং সর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, তদনুযায়ী সেই ব্যক্তির নিকটে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করিতে এবং তাহার নিকট হইতে মুদ্রা ক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে ঃ

অবশ্য কোন ব্যক্তি ২ লক্ষ টাকার চেয়ে কম মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় কিংবা বিক্রয়ের দাবী জানাইবার অধিকারী হইবে না।

ব্যাখ্যা—এই ধারায় অনুমোদিত ব্যক্তি বলিতে ১৯৪৭ সালের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের দ্বারা কিংবা অধীনে আপন দাবী-সংক্রান্ত বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিতে কিংবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিক্রয় করিতে পারিবেন এরূপ ব্যক্তিকে বুঝায়।"

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১ শিঃ ৬ পেঃ দরে বৈদেশিক মুদ্রায় কারবার চালাইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে সত্ত এবং আউতি উভয়শ্রেণীর ষ্টার্লিং ৬ মাস পর্যন্ত মেয়াদের জন্য কিনিতে পারে। ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক সত্ত ষ্টার্লিং ১ শিঃ ৫$\frac{2}{3}\frac{1}{2}$ পঃ দরে বিক্রয় করা হয়। আউতি ষ্টার্লিং ক্রয় এবং বিক্রয়ের দরের মধ্যে সংকীর্ণ পরিসর এবং অত্যন্ত নিম্নদরে ইহার ফরোয়াড কভারের ব্যবস্থা অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাপারীদের পক্ষে টাকাকে ষ্টার্লিংয়ে আর ষ্টার্লিংকে টাকায় পরিবর্ত্তিত করিবার একটি অত্যন্ত সুবিধাজনক উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহাদিগকে জনসাধারণের উত্তম দরে ষ্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয় করিবার প্রয়োজন মিটাইবার সামর্থ্যদান করিয়াছে। ইহাতে টাকার বহির্দ্দেশীয় মূল্যের দৈনন্দিন স্থৈর্য্য রক্ষিত হয়। জনসাধারণের সহিত কাজ-কারবারের জন্য তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির ষ্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয়ের দরও বিনিময়-ব্যাঙ্কসমূহের সমিতি কর্ত্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শক্রমে এই সকল দরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া স্থির করা হয়।

ষ্টার্লিং-এলাকা বন্দোবস্ত—

দেশের বাহ্যিক কাজ-কারবারের কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশের পাউণ্ড-ষ্টার্লিং ভিন্ন অন্যান্য মুদ্রায় অর্থসংস্থান হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রায় সাম্য-

সমতলে সহায়তা প্রদানের ফলে ষ্টার্লিং এলাকার মধ্যে এইসকল মুদ্রার অবাধ বিনিময় ভারতবর্ষে অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাপারিগণকে লণ্ডন কিংবা ষ্টার্লিং-এলাকার জন্য অন্য কোন কেন্দ্রে খুব ভাল দবে কভার সংগ্রহ করিতে সমর্থ করে। ষ্টার্লিং-এলাকা-বহির্ভূত মুদ্রাসমূহের জন্য বিনিময়হারের ব্যাপারে তাহারা সাধারণতঃ লণ্ডনস্থ হারের দ্বারা পরিচালিত হয়। অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাপারীরা ষ্টার্লিং-এলাকা-বহির্ভূত মুদ্রায় নিজেদের বর্ত্তমান প্রয়োজন এবং ফরোয়ার্ড কভার লণ্ডন বিনিময়বাজারের কিংবা যেই মুদ্রা-এলাকার চলতি মুদ্রা তাহারা ক্রয়-বিক্রয়ে ইচ্ছুক হয়, সেই এলাকার ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে সংগ্রহ করে। ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কসমূহ নিজেদের ব্যক্তিগত দর ইচ্ছা করিলে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারে, কিন্তু সেই দরগুলি স্বাভাবিকভাবেই সমুদ্রপারস্থিত কেন্দ্রের দরসমূহের সহিত সমতালে চলে।

গ্রেট বৃটেনকে কেন্দ্ররাষ্ট্র হিসাবে লইয়া যে রাষ্ট্রগোষ্ঠী ষ্টার্লিং-এলাকা নামে পরিচিত, ভারতবর্ষ তাহার সদস্য। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই সাহচর্য্যের যে বৈশিষ্ট্যসমূহ ক্রমশঃ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে সেগুলি হইল ঃ

(ক) সদস্য দেশগুলির মুদ্রাতহবিলের একটি বড় অংশ ষ্টার্লিংয়ে রাখা,

(খ) সদ্য ও আউতি ষ্টার্লিংয়ে কাজকারবারের মাধ্যমে ষ্টার্লিংয়ের সহিত দেশজ মুদ্রার বিনিময়সাম্য রক্ষা করা, এবং

(গ) ষ্টার্লিং-এলাকা-বহির্ভূত দেশগুলির মুদ্রা, বিশেষতঃ মার্কিন ও ক্যানাডিয়ান ডলার, একস্থলে জমানো। যুদ্ধের পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মজুত ষ্টার্লিং-সমতল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে উত্তীর্ণ সমতলের তুলনায় কম ছিল। এই ষ্টালিং ছিল দেশের প্রধান তহবিল। ১৯৪৫ সালের জুনের পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বৈদেশিক পরিসম্পত্তি ১৫২ কোটি টাকা হইতে ১,৪২২ কোটি টাকায় গিয়া দাঁডাইয়াছিল। মিত্রপক্ষীয় সমর-প্রচেষ্টায় ভারতের সামগ্রী ও কার্য্যদান হইতে প্রধানতঃ উদ্ভূত বৈদেশিক লেনদেন-উদ্বৃত্ত ছিল ইহার কারণ। দেশবিভাগ এবং গ্রেট বৃটেনের সহিত সম্পাদিত বিভিন্ন চুক্তির ফলে ব্যাঙ্কের বৈদেশিক পরিসম্পত্তি পরবর্ত্তীকালে যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছিল এবং ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চের শেষভাগে ১১৮ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ তহবিল বাদে ইহা ২৬৭ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রেট বৃটেনের সহিত ঐ চুক্তিগুলিতে দেশরক্ষাসামগ্রী ক্রয়, বার্ষিক অবসরভাতা

এবং বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি মিটানোর জন্য অর্থ আনয়ন বিজড়িত ছিল।

ষ্টার্লিং-এলাকা যন্ত্রে গ্রেট বৃটেন ভিন্ন অন্য দেশগুলির বৈদেশিক মুদ্রা-তহবিল ষ্টার্লিংরূপে জমাইয়া রাখার এবং উহাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশের ষ্টার্লিং-মুদ্রায় অর্থসংস্থানের (এই রীতিটি গড়িয়া উঠিয়াছে) ব্যবস্থা আছে। সদস্যদেশসমূহের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের ব্যবহারার্থ এবং (অথবা) জাতীয় মুদ্রাকর্তৃপক্ষের কাছে পুনর্বিক্রয়ার্থ প্রয়োজনীয় ষ্টার্লিংয়ের জন্য লণ্ডনে ষ্টার্লিং-এলাকা-বহির্ভূত উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করে। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে ষ্টার্লিং-তহবিল রাখা ফলতঃ লণ্ডনে ষ্টার্লিং-বহির্ভূত এলাকার মুদ্রার সমাবেশ বুঝাইত, তথাপি যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধের পরে যে ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল উহার সহিত পুরাতন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়া পার্থক্য ছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটেনের নিকট হইতে ষ্টার্লিং-এলাকা-বহির্ভূত মুদ্রাক্রয়ের ব্যাপারে সদস্যদেশগুলির পুরাপুরি স্বাধীনতা ছিল। সংগ্রামের অর্থসংস্থানের জন্য ষ্টার্লিং-এলাকা-বহির্ভূত মুদ্রা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং যুদ্ধোত্তরকালে ষ্টার্লিং-এলাকা-বহির্ভূত দেশসমূহের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যে ষ্টার্লিং-এলাকার সাম্য সম্পাদনের অসুবিধাসমূহের জন্য ষ্টার্লিং-এলাকা-বহির্ভূত মুদ্রা, বিশেষতঃ মার্কিন ডলার, খরচের উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ধার্য্য করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। যদিও ইহাতে ডলার এবং অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে আমদানীনীতির ব্যাপারে বৈষম্যমূলক আচরণ আসিয়া পড়ে, তথাপি এরূপ বৈষম্যের পরিমাণ বিভিন্ন সদস্যদেশের ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ, আর ইহা প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক স্বাধীনভাবে নির্দ্ধারিত হয়।

মুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উদ্দেশ্য—

কোন দেশের মুদ্রার বাহ্যিক মূল্যের সংরক্ষণ প্রধানতঃ যথোপযুক্ত মুদ্রারীতি ও সরকারী আয়-ব্যয়নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কিন্তু, যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ভারতসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের পক্ষে অধিবাসিগণের বৈদেশিক মুদ্রা চাহিদা এবং উপার্জ্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় সরাসরিভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা সুবিধাজনক হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে—যেখানে

কয়েকটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইতেছে—এরূপ প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের একটি বিশেষ স্থান আছে। ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক (আমদানী ও রপ্তানী) নিয়ন্ত্রণ এবং বিনিময় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তদারক কার্য্য সম্পাদিত হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রশাসিত বিনিময়-নিয়ন্ত্রণে আমদানী-রপ্তানীর উপর কোনরূপ সরাসরি তদারক আসে না; ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের দায়িত্ব। 'ব্যাঙ্ক' অবশ্য আমদানীর জন্য মূল্যপ্রদানের নির্দ্দিষ্ট পন্থা এবং রপ্তানী-আগমের প্রতিষ্ঠার তত্ত্বাবধান করে। অদৃশ্য বাণিজ্য নামে অভিহিত জিনিসগুলির সম্পর্কে নিয়মাবলীর প্রশাসন 'ব্যাঙ্ক' চালাইয়া থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিবার সময় হইতে ভারতবর্ষে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হইয়া আসিতেছে। সে সময় ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর আর্থিক ব্যবস্থাসমূহের অধীনে প্রাপ্ত জরুরী ক্ষমতাবলে ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যুদ্ধের শেষ কয়টি বৎসরে এবং যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষের বৈদেশিক ব্যালান্সে বিরাট ঘাটতি দেখা দিয়াছিল। একথা অনুভূত হইয়াছিল যে, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অর্থপ্রদান-নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হইয়া পড়িবে। অবশ্য ইহার পরিমাণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হইতে পারে। সুতরাং স্থির করা হইল যে, নিয়ন্ত্রণটিকে স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হইবে। তদনুযায়ী ১৯৪৭ সালের বৈদেশিক মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করা হইল। কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শক্রমে যে সাধারণ নীতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তদনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক আইনটির প্রশাসন-কার্য্য সম্পাদিত হয়। যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ কেবল ষ্টার্লিং-এলাকা-বহির্ভূত দেশগুলির কাজকারবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রভূত ষ্টার্লিং সঞ্চয়ের ফলে ষ্টার্লিং-এলাকার সহিত কাজকারবারে স্বাধীনতা ছিল। বৃটেন কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের সহিত একটি অর্থসম্পর্কীয় চুক্তিবলে জমানো ষ্টার্লিংয়ের গরিষ্ঠ অংশ আটক করার সিদ্ধান্তের পর ১৯৪৭ সালের মধ্যভাগে লভ্য বৈদেশিক মুদ্রাসংরক্ষণের উপায় হিসাবে পাকিস্তান বাদে অন্যান্য ষ্টার্লিং-এলাকার দেশগুলির সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারিত করা দরকার হইয়া পড়িল। ১৯৫১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী হইতে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ পাকিস্তান এবং আফগানিস্থানের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। সকল উদ্দেশ্যে পাকিস্তানী টাকাকে সিংহলী কিংবা বর্মী টাকার মতই দেখা হয়। একদিকে পরিকল্পনার গতিবৃদ্ধিজনিত

ক্রমবর্দ্ধমান আমদানী, অন্যদিকে তাহার মূল্যপ্রদানের পক্ষে নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন—এই দুইয়ের জন্য জাতির সর্ব্বাধিক কল্যাণার্থে বৈদেশিক মুদ্রা বিভিন্ন আমদানীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে।

অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাপারিগণ—

বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনবলে প্রাপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতিপয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে বৈদেশিক মুদ্রা লইয়া কাজকারবার চালাইবার জন্য লাইসেন্স দিয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রার অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাপারীরূপে পরিচিত এরূপ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক হইতেছে যুদ্ধাবৃত্তের প্রাক্কালে বৈদেশিক বিনিময়কার্য্যে ব্যাপৃত বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এবং সেই সময়ের পর বৈদেশিক মুদ্রায় কাজ চালাইবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত কতিপয় অন্যান্য ব্যাঙ্ক। লাইসেন্সপ্রাপ্ত এই সকল ব্যাঙ্কের মধ্যে কোন কোনটিকে কেবলমাত্র ষ্টার্লিং-এলাকার মুদ্রায় কাজ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই 'ব্যাঙ্ক' কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী অনুযায়ী সকল প্রকার বৈদেশিক মুদ্রায় কাজ চালাইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাপারিগণ স্থানীয়-ভাবে লণ্ডন বিনিময় বাজারে কিংবা সংশ্লিষ্ট মুদ্রার দেশের ব্যাঙ্কগুলির বাজার-দরে সদ্য এবং আউতি বিনিময় কায্যাবলী চালাইতে পারে। এই সদ্য দরগুলিকে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের সরকারী ক্রয় এবং বিক্রয় দরগুলির মধ্যে ওঠা-নামা করিতে দেওয়া হয়। ভারতবর্ষ ষ্টার্লিং-এলাকার সদস্য হওয়ায় অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাপারিগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত যাবতীয় উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা লণ্ডন বাজারে ষ্টার্লিংয়ের বদলে বিক্রয় করা হয়। ফলে যাহা পাওয়া যায়, তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ষ্টার্লিং বিক্রয়ের দ্বারা এই দেশের কাছে প্রেরিত হয়।

বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থ প্রেরণ—

বিদেশে অর্থপ্রদান নিম্নলিখিত পর্য্যায়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়ঃ

আমদানীর জন্য অর্থপ্রদান—বিদেশী মুদ্রার অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাপারিগণ ভারতবর্ষে আমদানীর মূল্য প্রদানার্থে ঋণলিপি ব্যবহার করিতে কিংবা অর্থ

প্রেরণ করিতে পারেন, অবশ্য দ্রব্যগুলিকে আমদানী লাইসেন্সের একটি কার্য্যকরী বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ নকলের সহিত কিংবা একটি অবাধ সাধারণ লাইসেন্স এবং লাইসেন্সের সহিত সংযুক্ত থাকিতে হইবে। মূলধনী মাল আমদানীর ক্ষেত্রে ভিন্ন সাধারণতঃ অগ্রিম অর্থপ্রেরণের অনুমতি দেওয়া হয় না। মূলধনী মালের বেলায় বৈদেশিক শিল্পোৎপাদনকারীদের নিকট আমানত রাখা আবশ্যক।

ব্যক্তিগত অর্থ প্রেরণ—

ভারতবর্ষে সাময়িকভাবে রহিয়াছেন কিন্তু স্থায়ী বাসিন্দা নহেন, ভারত ভিন্ন অন্যান্য ষ্টার্লিং এলাকার দেশের এরূপ অধিবাসিগণ আপন পরিবারের ভরণ-পোষণ, বীমার প্রিমিয়াম প্রদান প্রভৃতির জন্য নিজের চলতি রোজগার হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত অর্থ* যে কোন ষ্টার্লিং-এলাকাভুক্ত দেশে ষ্টার্লিং-এলাকার যে কোন মুদ্রায় প্রেরণ করিতে পারেন, এবং অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাপারিগণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে উল্লেখ না করিয়াই এরূপ অর্থপ্রেরণ করিতে পারে। ভারতে সাময়িকভাবে অবস্থানকারী বিদেশিগণকে আপন পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনুরূপভাবে ন্যায়সঙ্গত প্রেরণসুবিধা দেওয়া হয়।

যাতায়াতের খরচ—

নির্দ্ধারিত হার অনুযায়ী বিদেশে বাণিজ্যব্যপদেশে ভ্রমণ, শিক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য ন্যায়সঙ্গত বিনিময়সুবিধা মঞ্জুর করা হয়।

অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ—

ভারতের বাহিরে যে কোন দেশে অবস্থানকারী মালিকগণের কাছে অবাধভাবে মালের ভাড়া, মুনাফা, লভ্যাংশ এবং সুদ পাঠাইতে দেওয়া

* পাকিস্তান ভিন্ন অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে প্রেরিত অর্থের মোট পরিমাণ মাথাপিছু মাসিক ১৫০ পাউণ্ডের বেশী হইবে না। ভারতে অবস্থানকারী পাকিস্তানী বাসিন্দা এবং পোষ্য আছে ভারতের এরূপ স্থায়ী বাসিন্দাদের তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক অনধিক ৫০৲ টাকা পাঠাইতে দেওয়া হয়।

হয়। চলতি ধরণের অন্যান্য যাবতীয় প্রকার অর্থপ্রেরণেরও অনুমতি দেওয়া হয়।

পুঁজি প্রেরণ—

ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা নহেন, কিন্তু সাময়িকভাবে ভারতে বসবাস করিতেছেন ষ্টার্লিং-এলাকার এইরূপ নাগরিকগণকে অবসরগ্রহণকালে যে কোন ষ্টার্লিং-এলাকাভুক্ত দেশে তাঁহাদের সমগ্র পরিসম্পত্তি লইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। অন্যান্য বিদেশীদের মধ্যে যাঁহারা ভারতে বসবাস করিতেছেন, কিন্তু স্থায়ী বাসিন্দা নহেন, তাঁহাদিগকে অবসরগ্রহণকালে তাঁহাদের স্থায়ী বসবাসের দেশে যাবতীয় চলতি প্রেরণযোগ্য পরিসম্পত্তি পাঠাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। ভারতীয় নাগরিক এবং ভারতে স্থায়িভাবে বাসকারী ব্যক্তিগণকে ভারতের বাহিরে কোন দেশে উপনিবেশ স্থাপনকালে একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত পরিসম্পত্তি প্রেরণ করিবার অনুমতি দেওয়া হয়।

অন্তর্মুখী পুঁজি প্রেরণ—

ভারতবর্ষে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ এবং উহার স্থানান্তরের জন্য যাবতীয় দরখাস্ত পূর্ব্বাহ্লে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দিয়া অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়। ষ্টার্লিং-এলাকা এবং স্কান্দিনেভিয়ার বাসিন্দাগণকে স্বাধীনভাবে স্থানান্তর-সুবিধা দেওয়া হয়। অন্যান্য দেশের বাসিন্দাগণের ক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারীর পরে আরব্ধ এবং ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত বিনিয়োগ প্রচেষ্টাসমূহের জন্যই কেবল স্থানান্তর-সুবিধা মঞ্জুর করা হয়।

পিণ্ড—

বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে প্রাপ্ত লাইসেন্স না থাকিলে ভারতবর্ষ হইতে কোনরূপ স্বর্ণ ও রৌপ্য রপ্তানী করা এবং ভারতবর্ষে কোনরূপ স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানী করা চলিবে না। বর্ত্তমানে 'ব্যাঙ্ক' স্বর্ণ-রপ্তানী কিংবা পিণ্ড-আমদানীর জন্য কোনপ্রকার লাইসেন্স দেয় না। অবশ্য, তিব্বত হইতে চীনের সেই অঞ্চলে চালু

রৌপ্য-মুদ্রা আমদানীর ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের সুবিধার্থে ১৯৫৬ সালের ৩রা মে হইতে স্বাধীনভাবে এই আমদানীর জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে। রৌপ্য-রপ্তানী রপ্তানী-বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্সের অধীন।

রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ—

এদেশ হইতে নেপাল, তিব্বত এবং ভূটান ভিন্ন অন্যান্য দেশে পণ্য-রপ্তানী হইতে লব্ধ বৈদেশিক মুদ্রাও বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়ে। রপ্তানীকারী যদি নির্দ্দিষ্ট ফরমে শুল্কসংগ্রাহককে এই মর্ম্মে জানাইয়া দেয় যে, পণ্যের পূর্ণমূল্যজ্ঞাপক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পন্থায় এবং সময়ের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করা হইবে, তবে বিদেশে পণ্য-রপ্তানীর অনুমতি পাওয়া যাইবে। রপ্তানীর উপর নিয়ন্ত্রণ ধার্য্যের উদ্দেশ্য হইল রপ্তানীজাত বৈদেশিক মুদ্রা যাহাতে বিদেশে রক্ষিত না হইয়া ভারতে প্রেরিত হয়, তজ্জন্য নিশ্চিত ব্যবস্থা করা এবং আরও দেখা যেন এরূপভাবে রপ্তানীর অর্থসংস্থান হয় যে, দেশের রপ্তানী রোজগার বৃহত্তম হয়। ব্যবস্থাটি শুল্ক-কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগিতায় পরিচালিত হয়, এবং ব্যাঙ্ক ও জাহাজিগণকে জাহাজ বোঝাই পণ্যের মূল্য ও অর্থসংস্থান পদ্ধতির উল্লেখ করিয়া বিবরণী সম্পূর্ণ করিতে হয়। জাহাজভাড়ার ফর্ম্ম দেখাইতে না পারিলে শুল্কবিভাগ নির্দ্দিষ্ট কতিপয় দেশে পণ্যপ্রেরণের অনুমতি দেয় না; সেই ফর্ম্ম পাওয়া গেলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়। রপ্তানীধারক বিলগুলিকে ভাঙ্গাইবার সময় রপ্তানীকারিগণ জাহাজভাড়ার ফর্ম্মের জন্য নকলগুলিকে নিজেদের ব্যাঙ্কারদের হাতে সমর্পণ করে। এইগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছেও দাখিল করা হয়। 'ব্যাঙ্ক' মূলফর্ম্মের সহিত নকলগুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখে এবং এরূপে যাহাতে সমুদয় রপ্তানী দর্শিত হয় সেই ব্যবস্থা করে। পণ্যসম্ভার কোন নির্দ্দিষ্ট বিক্রয়-চুক্তি অনুযায়ী কিংবা প্রেষিতক ভিত্তিতে যেভাবেই জাহাজবোঝাই হোক না কেন, পদ্ধতি এক-ই। অবশ্য শেষোক্ত ক্ষেত্রে বৈদেশিক-মুদ্রা-আগম যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ভারতে আসে সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইবার জন্য বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ-বিভাগ রপ্তানীকারকদের নিকট হইতে আসল বিক্রয়মূল্য জানিয়া লওয়ার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

অলঙ্কার, নোট এবং ঋণপত্র রপ্তানী—

অলঙ্কার, কাগজী মুদ্রা এবং ঋণপত্র রপ্তানীও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ-নিয়মাবলীর আওতায় পড়ে। অলঙ্কার ও কাগজীমুদ্রা রপ্তানীর ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আছে। কেবলমাত্র লভ্যাংশ বা সুদবহনকারী কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার, মুচলেকা, কর্জ্জপত্র, সরকারী ঋণপত্র বা কুপন বা অধিপত্রই নহে, অধিকন্তু জীবনবীমা পলিসি, ঋণপত্র জমা দিবার রসিদ এবং একক-ন্যাসসমূহের একক ও উপ-একক-সমূহও ঋণপত্রের অন্তর্গত। 'ব্যাঙ্কে'র লাইসেন্স ছাড়া ঋণপত্র রপ্তানী নিষিদ্ধ। বিদেশে স্থানান্তর, বিক্রয় প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ঋণপত্র প্রেরণ করিবার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে কোন অনুমোদনপ্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রাব্যাপারীর মারফৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে লাইসেন্স করিবার জন্য আবেদন করিতে হয়। 'ব্যাঙ্কে'র সাধারণ কিংবা বিশেষ অনুমতি ভিন্ন ভারতের বাহিরে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তির নিকট কিংবা অনুকূলে টাকা-ঋণপত্র স্থানান্তর কিংবা টাকা-ঋণপত্রে স্বার্থ সৃষ্টি কিংবা স্থানান্তর নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে, পূর্ব্বাহ্নে 'ব্যাঙ্কে'র অনুমতি ভিন্ন ভারতের নিবন্ধপত্র হইতে বাহিরের নিবন্ধপত্রে ঋণপত্র বদলী, এবং ভারতে রেজিষ্টীকৃত কিংবা রেজিষ্ট্রি হইবে এরূপ ঋণপত্র বিদেশে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের নামে ভারতে কিংবা অন্য কোথাও জারী করা নিষিদ্ধ।

পরিসংখ্যানগত হিসাব—

অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাপারিগণ কর্ত্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয়ের সঠিক তত্ত্বাবধানার্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উপযুক্ত দরখাস্তফর্ম্মের দ্বারা সমর্থিত নির্দ্দিষ্ট ফর্ম্মে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয়ের বিবরণী প্রদান অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাপারিগণের পক্ষে বাধ্যতামূলক করিয়াছে। বিনিময় নিয়মাবলীর কোনপ্রকার লঙ্ঘন যাহাতে না ঘটে তদুদ্দেশ্যে এইগুলিকে 'ব্যাঙ্কে'র বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ-বিভাগে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। 'ব্যাঙ্ক' অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাপারিগণের নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রাপ্রাপ্তি বিষয়ক হিসাবও গ্রহণ করে। উপরোক্ত হিসাবের দ্বারা শুধু যে নিয়মাবলীর সঠিক পালন সম্পর্কেই নিশ্চিন্ত হওয়া তাহা নহে, ভারতের বৈদেশিক ব্যালান্স বিষয়ক তথ্য চয়নেরও সুবিধা হয়। 'ব্যাঙ্কে'র গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ এই শেষোক্ত কাজের দেখাশোনা করে।

নয়

অর্থনৈতিক ও পরিসংখ্যানগত গবেষণা

মুদ্রানীতি রচনা ও কার্য্যকরী করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য। সঠিক, ব্যাপক এবং সময়োপযোগী নেপথ্যতথ্যের সহজলভ্যতা ও দ্রুত বিশ্লেষণের উপর ইহা অনেকখানি নির্ভর করে। গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগটিকে এরূপভাবে গড়িয়া তোলা হইয়াছে যাহাতে উহা 'ব্যাঙ্ক' কর্ত্তৃক আরব্ধ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম্মের জন্য গবেষণার একটি প্রাণকেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। এই বিভাগের সাধারণ কাজ হইল গবেষণার ফলাফল যাহাতে বাস্তব সমস্যার সমাধানে সহায়ক হয় তাহার চেষ্টা করা এবং পরিবর্ত্তনশীল আর্থিক ঘটনাপুঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যথোপযুক্ত মুদ্রা ও ঋণনীতি রচনায় সাহায্য করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই বিভাগের ব্যাঙ্কিং-গবেষণা শাখা গবেষণাস্তরে ব্যাঙ্কিং ক্রিয়াকলাপ বিভাগ, ব্যাঙ্কিং উন্নয়ন বিভাগ ও শিল্পীয় অর্থসংস্থান বিভাগের প্রতিরূপ হিসাবে কাজ করে, এবং উহাদের ক্রিয়াকলাপের সহিত আপন ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সাধন করে। চলতি মুদ্রা এবং সরকারী ঋণ পরিচালনা এই দুইটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কবিষয়ক কার্য্যই মুদ্রাবিষয়ক গবেষণা শাখার মোটামুটি কর্ম্মক্ষেত্র। প্রথমোক্ত বিষয়টি মুখ্য হিসাবরক্ষকের অফিস কর্ত্তৃক, আর দ্বিতীয় বিষয়টি সচিবের অফিস কর্ত্তৃক ক্রিয়াশীল হয়। আলোচ্য বিভাগের আন্তর্জ্জাতিক অর্থসংস্থান শাখা বৈদেশিক লেনদেন-হিসাবের অনেক তথ্য বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ-বিভাগের নিকট হইতে পায় এবং উহার ক্রিয়াকলাপের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলে। গ্রামীণ অর্থনীতি শাখার কৃষিঋণ বিভাগের পরিপূরক একটি সমীক্ষা ও কর্ম্মের ক্ষেত্র রহিয়াছে। পরিসংখ্যান শাখা ব্যাঙ্কের যাবতীয় ব্যাপারের পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত দিক এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যক্ষেত্রের দেখাশোনা করে। 'ব্যাঙ্ক'-কর্ত্তৃপক্ষকে সাধারণভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের এবং বিশেষভাবে মুদ্রা ও অর্থসংস্থান সম্পর্কীয় ক্ষেত্রের ঘটনাবলী সম্বন্ধে

অবহিত রাখা এই বিভাগের কর্ত্তব্য। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত বলিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সময়ে সময়ে ইউনিয়ন ও রাজ্যসরকারগণকে নানা আর্থিক ও অর্থসংস্থান বিষয়ক সমস্যার উপর উপদেশ দিতে হয়, আর সাধারণভাবে তাঁহাদের আর্থিক ও অর্থসংস্থানবিষয়ক নীতি রচনায় সাহায্যও করিতে হয়। উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থ ক্রমাগত ব্যাপক ভিত্তিতে অর্থনীতি, অর্থসংস্থান ও ব্যাঙ্কিং বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ ও আত্মস্থ করা, মুদ্রাবিষয়ক ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহকে পর্য্যবেক্ষণ করা, এবং সাধারণভাবে দেশে-বিদেশে ধারা ও ঘটনাপুঞ্জের উপর নজর রাখা আবশ্যক হইয়া পড়ে, এবং ইহা গবেষণা-বিভাগের কাজকর্ম্মের অংশস্বরূপ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাসিক বুলেটিনের মাধ্যমে এই বিভাগ আপন গবেষণাকার্য্যলব্ধ ফল জনসাধারণের হাতে তুলিয়া দেয়, এবং চলতিমুদ্রা ও অর্থসংস্থানের উপর রিপোর্ট, ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কিংয়ের ধারা ও অগ্রগতির উপর রিপোর্ট, ব্যাঙ্কের ক্রিয়াকলাপের উপর কেন্দ্রীয় ডিরেক্টর-বোর্ডের রিপোর্ট এবং ভারতে ব্যাঙ্কসম্পর্কীয় পরিসংখ্যান-সারণী (১১শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি কয়েকটি সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ করে।

আলোচ্য বিভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান উপদেষ্টার সাধারণ নির্দ্দেশাধীনে কাজ করে, আর ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করেন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ও পরি-সংখ্যান বিষয়ক উপদেষ্টা। বর্ত্তমানে এই বিভাগের পাঁচটি শাখা আছে; প্রত্যেক শাখা একজন করিয়া গবেষণা নির্দ্দেশকের অধীন। মুদ্রাবিষয়ক গবেষণা শাখা অন্তর্দ্দেশীয় অথসংস্থানসংশ্লিষ্ট সমস্যাবলীর পর্য্যালোচনায় ব্যাপৃত থাকে। চলতি ও অন্যান্য মুদ্রা সরবরাহ, স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী অর্থের বাজার, সঞ্চয়, করাধান ও জাতীয় ঋণ সহ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, বস্তুমূল্য এবং শিল্পোৎপাদন অন্তর্দ্দেশীয় অর্থসংস্থানের আওতায় পড়ে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক ব্যাঙ্কহার প্রমুখ সাধারণ ঋণনিয়ন্ত্রণযন্ত্রাবলী ব্যবহারের নানা নীতিগত দিককে এই শাখায় বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে হয়। এই শাখা সাধারণ অর্থনৈতিক সংবাদকার্য্যেরও দেখাশোনা করে। ব্যাঙ্কিং গবেষণা শাখা ব্যাঙ্কিং পরিসংখ্যানের একাধিক সমীক্ষা পরিচালনা করে। এইসকল সমীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাঙ্ককে ইহার ব্যাঙ্কিং ও ঋণ সংক্রান্ত নীতি রচনা এবং নির্ব্বাচনমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ চালনার কাজে সহায়তা করা। তদুপরি, আলোচ্য শাখা ব্যাঙ্কিং সমস্যার উপর গবেষণা চালায় এবং বিদেশে ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে

ধারা ও ঘটনাবলীর, বিশেষতঃ মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনসমূহের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকে। এই শাখা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিল-অনুপাত-পরিবর্তনক্ষমতা-সঞ্জাত কার্য্যাবলীর জন্যও উপদেশ প্রদানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে। যে সকল সমস্যা ব্যাঙ্কিং ক্রিয়াকলাপ বিভাগ, ব্যাঙ্কিং উন্নয়ন বিভাগ এবং শিল্পীয় অর্থসংস্থান বিভাগের অধিক্ষেত্রে পড়ে, সেগুলির বৃহত্তর দিকসমূহের অনুধাবনের প্রতি শাখা বিশেষ মনোযোগ দেয়। আন্তর্জ্জাতিক অর্থসংস্থান শাখা দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বাণিজ্য, মূলধনী লেনদেন, বৈদেশিক মুদ্রা-তহবিল এবং দেশের বৈদেশিক দায় ও পরিসম্পত্তিতে পরিবর্ত্তনের তথ্য সহ ভারতের বৈদেশিক দেনা-পাওনার পরিসংখ্যান চয়ন ও শোধনের ভারপ্রাপ্ত। ব্যাঙ্কের বিনিময় বিভাগের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদির পরিশোধন করা এবং সেগুলিকে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও অর্থনৈতিক নীতি রচনার উপযোগী করিয়া পরিবেশন করা, আর আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের ন্যায় আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন মিটানো এই শাখার প্রধান কার্য্য। শাখার কর্ম্মের আর একটি প্রধান ক্ষেত্র অপরাপর দেশের আর্থিক পরিস্থিতির, বিশেষতঃ বৈদেশিক ব্যালান্সের, পর্য্যালোচনার সহিত সংশ্লিষ্ট। আন্তর্জ্জাতিক ধারগ্রহণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ সহ আন্তর্জ্জাতিক অর্থসংস্থান-সমস্যাপুঞ্জের ক্রমবর্দ্ধমান বৈচিত্র্য ও পরিধির দরুণ পূর্ব্বে বৈদেশিক ব্যালান্স শাখা নামে পরিচিত এই শাখার কর্ম্মক্ষেত্রের অনেকখানি সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। গ্রামীণ অর্থনীতি শাখা কৃষি-উৎপাদন, বিক্রয় ব্যবস্থা, মূল্যধারা, জমির মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা এবং প্রজাস্বত্ব আইন সম্পর্কে নেপথ্য উপকরণ সংগ্রহ ও পরীক্ষা করে। ইহা পল্লীঋণ এবং অর্থসংস্থান সম্পর্কীয় সমস্যাসমূহেরও পর্য্যালোচনা করে। এই শাখা ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক আরব্ধ সর্ব্বভারতীয় পল্লীঋণ সমীক্ষা-সংক্রান্ত কার্য্যের সহিত সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। ইহার সর্বপ্রধান চলতি কাজ হইতেছে পল্লীঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশসমূহের বাস্তবানুসরণের অগ্রগতি পর্য্যালোচনা ও পরিমাপের জন্য পর্য্যবেক্ষণকার্য্য পরিচালনা করা। পরিসংখ্যান-শাখা 'ব্যাঙ্ক' কর্ত্তৃক প্রকাশনের জন্য পরিসংখ্যান তথ্যচয়ন এবং 'ব্যাঙ্কে'র আভ্যন্তরীণ ব্যবহার আর আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার প্রমুখ আন্তর্জ্জাতিক সংস্থার ব্যবহারের জন্য উৎপাদন, মূল্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ পরিসংখ্যানতথ্য সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই শাখা

ক্রমিকভাবে উত্তম ও শিল্পীয় ঋণপত্রের মূল্য এবং শিল্পীয় ঋণপত্রের আয়ের সূচকসংখ্যা প্রকাশ করে। অন্যান্য শাখা কর্ত্তৃক আরব্ধ, বিশেষ করিয়া নমুনা-গ্রহণ এবং অপরাপর প্রায়োগিক কর্মসংক্রান্ত পর্য্যবেক্ষণের কাজে এই শাখা সহযোগিতা করে। কোম্পানীহিসাব বিশ্লেষণ এই শাখার কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দফা। এই শাখা মাঝে মাঝে এড হক পর্য্যালোচনাও প্রস্তুত করে।

দশ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ সংগঠন

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পর হইতে, বিশেষতঃ বিগত দশ বৎসরে, ঐ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্মের পরিমাণ এবং পরিধির যে উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে তাহা ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান আভ্যন্তরীণ সংগঠনে প্রতিফলিত হয়। ব্যাঙ্কের ক্রিয়াকলাপের ক্রমাগত বৃদ্ধির পাশাপাশি ইহার সংগঠনেরও যথেষ্ট বৃদ্ধিসাধন করিতে হইয়াছে। যুদ্ধের সময় হইতে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্মের কতখানি বিস্তৃতি ঘটিয়াছে ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা হইতে সে-সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা যাইতে পারে। ব্যাঙ্কের মোট লোকবল ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে ২,৫৭৪ হইতে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে ৮,৭৮৩ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপযুক্ত সমন্বয়সহ কর্ম্মগত বিশেষায়ণ 'ব্যাঙ্কে'র আভ্যন্তরীণ সংস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আগেই বলা হইয়াছে যে, নোট প্রচলন এবং সাধারণ ব্যাঙ্কিং সম্পর্কে 'ব্যাঙ্কে'র প্রাথমিক কার্য্যসমূহ ব্যাঙ্কিং বিভাগ ও প্রচলন বিভাগ নামক দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগের মারফৎ সম্পন্ন হয়। যাহাদের আমরা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্থানীয় আপিসশাখা বলিয়া জানি ব্যাঙ্কিং বিভাগ এবং প্রচলন বিভাগ হইতেছে তাহাই। ব্যাঙ্কসমূহের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান, বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং ও ঋণ সুবিধার বিস্তারবিষয়ক নীতিরচনা, মুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক ও অর্থসংস্থান সম্পর্কীয় ব্যাপারে সরকারকে উপদেশপ্রদান, প্রভৃতি কাজ বোম্বাইয়ে অবস্থিত 'ব্যাঙ্কে'র কেন্দ্রীয় অফিসে বা সদর কার্য্যালয়ে প্রধানতঃ সম্পাদিত হয়। বর্ত্তমানে দশটি অফিস বিভাগ লইয়া কেন্দ্রীয় অফিস গঠিত। ইহারা হইল: (১) সচিবের অফিস, (২) প্রধান হিসাবরক্ষকের অফিস, (৩) আইন শাখা, (৪) কৃষিঋণ বিভাগ, (৫) ব্যাঙ্কিং ক্রিয়াকলাপ বিভাগ, (৬) পরিদর্শন বিভাগ, (৭) ব্যাঙ্কিং উন্নয়ন বিভাগ, (৮) শিল্পীয় অর্থসংস্থান বিভাগ, (৯) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, ও (১০) গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংগঠনের এই বিপুল বিস্তার

(বিশেষভাবে ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় আপিসে) আদি আইন অনুসারে 'ব্যাঙ্ক'-কে প্রদত্ত প্রধান বা সনাতন নিতান্ত নিয়ন্ত্রণমূলক কার্য্যাবলী ছাড়াও দ্বিতীয় পর্য্যায়ের বা উন্নয়নমূলক কার্য্যাবলীকে ক্রমশঃ বেশী করিয়া সম্মুখে ঠেলিয়া দিতেছে।

ব্যাঙ্কের নানা অফিস* ও শাখা—

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান ক্রিয়াশীল দুইটি একক ব্যাঙ্কিং এবং প্রচলন বিভাগদ্বয়ের গঠনসংক্রান্ত সংস্থা প্রথমে বর্ণিত হইতে পারে। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গালোর, বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, মাদ্রাজ, নাগপুর এবং নয়াদিল্লীতে ব্যাঙ্কের স্থানীয় অফিস শাখা আছে। প্রত্যেক অফিস/শাখায় ব্যাঙ্কিং বিভাগ এবং প্রচলন বিভাগ আছে। ব্যাঙ্কিং বিভাগ ব্যবস্থাপকের অধীন, আর প্রচলন বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে মুদ্রাধিকারিকের অধীনে কাজ করিলেও গোটা অফিসটা ব্যবস্থাপকের সাধারণ তত্ত্বাবধানে থাকে। বৈদেশিক বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, ব্যাঙ্কিং ক্রিয়াকলাপ বিভাগ, ও কৃষিঋণ বিভাগের শাখাসমূহ এবং কলিকাতাস্থিত গবেষণা শাখাও ব্যাঙ্কিং বিভাগের সহিত যুক্ত। বোম্বাইয়ে সদর কার্য্যালয়ে এই শাখাগুলি কেন্দ্রীয় অফিসের অংশ। অপরাপর কেন্দ্রে যদিও এইসব অফিস স্ব স্ব কেন্দ্রীয় অফিস বিভাগের নিকট হইতে নির্দ্দেশ-গ্রহণকারী স্বতন্ত্র অফিসারদের তত্ত্বাবধানাধীন, তথাপি উহাদের উপর প্রশাসনিক কর্তৃত্ব করেন ব্যবস্থাপক।

লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের হিসাবরক্ষণ এবং লণ্ডনে প্রদানার্থে ছাপ-প্রাপ্ত ভারত সরকারের টাকা-ঋণের ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক লণ্ডনে একটি অফিস খুলিয়াছে।

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

সরকার এবং ব্যাঙ্কসমূহের ব্যাঙ্কাররূপে করণীয় কর্ত্তব্য হইতে উদ্ভূত কর্ম্মাবলী ব্যাঙ্কিং বিভাগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। যাহা আগেই বলা হইয়াছে,

* ব্যাঙ্কের 'অফিস' এবং 'শাখা' এই দুইটি কথার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের প্রথম তালিকায় নির্দ্দিষ্ট বিভিন্ন এলাকার সদর কার্য্যালয়ে অবস্থিত এবং স্থানীয় বোর্ড রহিয়াছে এরূপ চারিটি কেন্দ্র, যথা বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং নয়াদিল্লী, অফিস বলিয়া গণ্য হয়। আর অন্য কেন্দ্রগুলিকে শাখা বলা হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং বিভাগের সাতটি অফিস আছে এবং প্রত্যেক অফিস একজন ব্যবস্থাপকের অধীন। তদুপরি লক্ষ্ণৌয়েও একটি অফিস খোলা হইয়াছে। উহা প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশ সরকার কর্তৃক প্রচারিত ক্ষতিপূরণ-খত-সংক্রান্ত কাজের দেখাশোনা করে। ব্যাঙ্কিং বিভাগ আবার চারিটি বিভাগে বিভক্ত, যথা, সরকারী হিসাব বিভাগ, সরকারী ঋণ অফিস (কানপুর ও নাগপুর বাদে), আমানত হিসাব বিভাগ এবং ঋণপত্র বিভাগ (কানপুর ও নাগপুর বাদে)। বোম্বাই অফিসে রৌপ্য আমদানীর লাইসেন্স প্রদান এবং সরকারের তরফ হইতে মূল্যবান ধাতুপিণ্ড বিক্রয়সংক্রান্ত কাজের দেখাশোনাও ব্যাঙ্কিং বিভাগে করা হয়।

সরকারী হিসাব—

সরকারী হিসাব বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকার এবং বিভিন্ন সরকারী বিভাগের—বিশেষতঃ রেলপথবিবহনের—জমাহিসাব রাখে ও চালায়। উহাদের হইয়া ইহা টাকাকড়ি নেয় ও দেয়, এবং উহাদের বিনিময় ও প্রেরণকর্ম্ম সম্পাদন করে।

সরকারী ঋণ—

কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ পরিচালনা করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি আইন-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য। রাজ্যসরকারগণের সহিত সম্পাদিত চুক্তিবলে 'ব্যাঙ্ক' তাহাদের ঋণও পরিচালনা করে। নূতন কর্জ্জের সর্ত্তাবলী, পরিমাণ, প্রবর্ত্তনের তারিখ ও পদ্ধতি প্রভৃতির সম্পর্কে নীতিগত ব্যাপার এবং বিভিন্ন সরকারসমূহের কর্জ্জপ্রবর্ত্তনসমন্বয় লইয়া সচিবের অফিস ব্যাপৃত থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারসমূহের সরকারী ঋণ হিসাবের কেন্দ্রীয়করণ ও সমন্বয় সাধন এবং নূতন কর্জ্জ প্রচারের জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থাগ্রহণসংক্রান্ত কাজ লইয়া কেন্দ্রীয় ঋণ শাখা নাড়াচাড়া করে। এই শাখা রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক-সচিবের অধীনে কাজ করে। নিপুণ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে কতিপয় প্রাক্তন 'বি'-তালিকাভুক্ত রাজ্যের সরকারগণ কর্তৃক প্রচারিত কিছুসংখ্যক কর্জ্জের ক্ষেত্র ব্যতীত সর্ব্বত্র সরকারী ঋণসংক্রান্ত প্রকৃত কাজকর্ম্ম বিকেন্দ্রীভূত করিয়া বাঙ্গালোর, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও নয়াদিল্লীর আঞ্চলিক সরকারী

ঋণ অফিসগুলির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে লক্ষ্ণৌয়ে একটি সরকারী ঋণ অফিস খোলা হইয়াছিল। কিন্তু এখন এই অফিস কেবল উত্তরপ্রদেশ জমিদারী-বিলোপ ক্ষতিপূরণ-খত পরিচালনা করে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হায়দারাবাদেও একটি সরকারী ঋণ অফিস খোলা হইয়াছিল। উহা ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাক্তন হায়দরাবাদ সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত কর্জ্জের ব্যবস্থাপনা করে এবং হায়দারাবাদে উৎকীর্ণ কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারদের ঋণের উপর সুদ দেয়। সরকারী ঋণপত্রবিষয়ক নিয়ম ১৯৪৪ সালের সরকারী ঋণ আইন ও ১৯৪৬ সালের সরকারী ঋণের নিয়মাবলীতে দেওয়া আছে। আর সরকারী কর্জ্জের প্রচার, পরিবর্ত্তন, নূতনীকরণ, সুদপ্রদান প্রভৃতি বিষয়ক কর্ম্মপ্রণালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচারিত সরকারী-ঋণপত্র-ম্যানুয়েলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সরকারী কর্জ্জের পরিদান গ্রহণ, সাময়িক অর্থপত্র প্রবর্ত্তন, সরকারী ঋণপত্রের উপর অর্দ্ধ-বার্ষিক সুদ প্রদান, রাজকোষ, উপরাজকোষ প্রভৃতি স্থানে সুদপ্রদানার্থ ঋণপত্রে উৎকীরণ, বিভিন্নশ্রেণীর সরকারী ঋণপত্রের নূতনীকরণ, রূপান্তর, একীকরণ এব' বিভাজন, ঋণপত্রসংক্রান্ত অমীমা'সিত দাবি পরীক্ষা এবং হৃত, অপহৃত কিংবা ধ্ব'সপ্রাপ্ত সাময়িক অর্থপত্রের দ্বিতীয়ক প্রবর্ত্তন সরকারী ঋণ অফিসের প্রধান কার্য্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এই বিভাগ সরকারী কর্জ্জসম্পর্কে নিজের অধীনস্থ রাজকোষগুলির কার্য্যের তত্ত্বাবধান করে এবং রাজকোষসমূহে এবং রাজকোষসমূহ হইতে সুদপ্রদান নিরীক্ষণ করে।

যে দুই আকারে সরকারী ঋণ অফিস বর্ত্তমানে সরকারী ঋণপত্র ছাড়ে তাহা হইল সম্ভার-প্রমাণপত্র এব' প্রতিশ্রুতিপত্র। যে কোন কর্জ্জের প্রতিশ্রুতি-পত্র সম্ভাব-প্রমাণপত্রে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কি'বা উহার বিপরীত জিনিসটিও ঘটিতে পারে। ধারকগণ কতৃক সম্ভার-প্রমাণপত্র প্রদর্শন ভিন্নই সরকারী ঋণ অফিস কর্ত্তৃক প্রচারিত অধিপত্রবলে ঐ প্রমাণপত্রের উপর সুদ দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিশ্রুতিপত্রের বেলায় সুদবরণপত্র প্রবর্ত্তনার্থ সরকারী ঋণ অফিসে পত্রগুলিকে দেখাইতে হয়।

বিনির্দ্দিষ্ট সর্ত্তাবলী মানিয়া লইতে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক, রাজ্য-সমবায়-ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি বৃহৎ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী ঋণ অফিসে সাধারণ উপ-খতিয়ান হিসাবেও সরকারী ঋণপত্র রাখিতে পারে। ধারক

প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং 'ব্যাঙ্ক' উভয়ের সুবিধার্থে এই বিশেষ সুযোগের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহা কমবেশী রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমাদেওয়া ঋণপত্রের চলতি হিসাব রূপেই কাজ করে। ইহার ফলে একই সরকারী ঋণ অফিসে একটি সাধারণ উপ-খতিয়ান হিসাব হইতে অনুরূপ আর একটি হিসাবে এবং যে কোন দুইটি অফিসের অনুরূপ হিসাবের মধ্যে খাতায় জমালিখার মারফৎ ঋণপত্র স্থানান্তরকরণ সম্ভব হয়। এতদ্দ্বারা প্রেরণকালীন হারাইবার ভয় দূরীভূত হয়। সম্ভার-প্রমাণপত্রের বেলায় যেমন এখানেও তেমনি সরকারী ঋণ অফিস কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অধিপত্রবলে সুদ দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের হইয়া ক্ষুদ্রসঞ্চয়ের অংশ হিসাবে দশসালা রাজকোষ সঞ্চয় আমানত প্রমাণপত্র এবং পঞ্চদশসালা বার্ষিক বৃত্তি প্রমাণপত্রও প্রবর্ত্তিত করে।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থা আইনের ২১নং ধারাবলে প্রচলিত ঐ সংস্থার খতসমূহের ব্যবস্থাপনাবিষয়ক কার্য্যও সরকারী ঋণ অফিসের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। এইসকল খতের প্রবর্ত্তন, বদলী, নূতনীকরণ, সুদপ্রদান প্রভৃতি বিষয় লইয়া কাজ করিবার প্রণালী ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের শিল্পীয়-অর্থসংস্থান-সংস্থা-খতপ্রবর্ত্তন নিয়মাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

আমানত হিসাব—

আমানত হিসাব বিভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ হিসাব, তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের বিধিনির্দ্দিষ্ট টাকা এবং তালিকাবহির্ভূত ও সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের আমানত রাখে। ইহা নানা অর্থসংস্থান-সংস্থা, বৈদেশিক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় কয়েকটি লোকসংস্থার চলতি জমা হিসাবও রাখে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৭(১৩) নং ধারানুসারে 'ব্যাঙ্ক' বর্ত্তমানে কয়েকটি বিদেশী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার, ও আন্তর্জ্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক নামক দুইটি আন্তর্জ্জাতিক অর্থসংস্থান প্রতিষ্ঠানকে টাকা-চলতি হিসাব সুবিধা সরবরাহ করে।

এই বিভাগ তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, ভারতের শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থা এবং রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থাসমূহের জন্য গ্রহণযোগ্য বিল পুনর্বাট্টা করে এবং উহাদিগকে কর্জ্জ ও দাদন দেয়। অধিকন্তু, ইহা রিজার্ভ

ব্যাঙ্কের প্রেরণসুবিধা-পরিকল্পনানুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকারগণ, ব্যাঙ্কসমূহ, দেশজ ব্যাঙ্ক এবং জনসাধারণের পক্ষে ব্যাঙ্কড্রাফট্ প্রবর্ত্তন এবং ডাক ও তারে বদলীর মারফৎ অর্থপ্রেরণ করে। 'ব্যাঙ্কে'র লণ্ডন কার্য্যালয়ে দেয় ষ্টার্লিং-ড্রাফ্ট্ এবং ডাক ও তারবাহিত বদলী কেবল সরকারী বিভাগ-সমূহের ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়। এই বিভাগ ষ্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয় এবং ট্রেজারি বিল টেণ্ডারসংক্রান্ত কাজের অংশবিশেষ দেখাশোনা করে।

ব্যাঙ্কিং ক্রিয়াকলাপ বিভাগের কেন্দ্রীয় অফিসসমূহ এবং বোম্বাইয়ের কৃষিঋণ বিভাগের সাধারণ নির্দ্দেশাধীনে মাঝে মাঝে আমানত হিসাব বিভাগ যথাক্রমে তালিকাভুক্ত ও রাজ্য-সমবায়-ব্যাঙ্কগুলিকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে। এইসকল শাসনিক কার্য্য ছাড়াও আমানত হিসাব বিভাগ বিভিন্ন কেন্দ্রে সমাশোধন ঘরগুলির কাজের তত্ত্বাবধান করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের সমাশোধন সদস্যবৃন্দ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের স্থানীয় অফিসগুলিতে রক্ষিত টাকায় নিজেদের সমাশোধন পার্থক্য মিটাইয়া ফেলিত। এইসকল কেন্দ্রেব সমাশোধন ঘরগুলি ছিল স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সদস্যবৃন্দের তরফ হইতে এইসকল কেন্দ্রে সমাশোধন কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংস্থাপনী আইনেব ৪২নং ধারাবলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের বিধিনির্দ্দিষ্ট হিসাবখাতা খোলার পর স্থির করা হয় যে, পূর্ব্বোল্লিখিত কেন্দ্রসমূহে সমাশোধনঘরের সদস্যবৃন্দ নিজেদের সমাশোধনপার্থক্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তাহাদের হিসাবের উপর চেক কাটিয়া মিটাইতে চেষ্টা করিবে। যদিও আইনের ৫৮ (২) (পি) নং ধারাবলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমাশোধন ঘবগুলির নিয়ন্ত্রণার্থ নিয়মরচনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তথাপি উহা আজ পর্য্যন্ত ঐরূপ কোন নিয়মরচনার আবশ্যকতা অনুভব করে নাই। তাহার ফলে সমাশোধন ঘরগুলিও নিজেদের পূর্ব্ব স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিয়া যাইতেছে। অবশ্য যেখানে যেখানে উহার আপিস বা শাখা আছে, সেইসকল কেন্দ্রের অধিকাংশগুলিতে 'ব্যাঙ্ক' সমাশোধন কার্য্যচালনার তত্ত্বাবধান করিতে রাজী হইয়াছে। বর্ত্তমানে উহা বাঙ্গালোর, বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, মাদ্রাজ, নাগপুর এবং নয়াদিল্লীতে অবস্থিত সমাশোধন ঘরগুলির পরিচালনকর্তা।

ঋণপত্র—

ঋণপত্র বিভাগ প্রধানতঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং পদাধিকারে পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিগণ কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমাদেওয়া ঋণপত্রের ক্রয়, বিক্রয় ও নিরাপদ জিম্মার ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকে। পদস্থ রাজভৃত্যগণের নিকট হইতে ন্যাস-নিধি, আদালতের পরিচালনাধীন নাবালকের সম্পত্তি ও ঠিকাদারগণের আমানতসংক্রান্ত ঋণপত্র এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ও সাহায্য-ন্যাসের মত অন্যান্য বিনিয়োগসংক্রান্ত ঋণপত্র লওয়া হয়। 'ব্যাঙ্কে'র অনুমোদিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত দালালদের মাধ্যমে ঋণপত্রের ক্রয়-বিক্রয় সাধিত হয়। আলোচ্য বিভাগ নিরাপদ জিম্মার জন্য 'ব্যাঙ্ক' কর্তৃক প্রচলন ও ব্যাঙ্কিং বিভাগদ্বয়ের তরফ হইতে ধৃত ঋণপত্র, বীমা কোম্পানী এবং ভারতে কার্য্যরত বিদেশী ব্যাঙ্কিং কোম্পানীসমূহ কর্তৃক বিধিনির্দ্দিষ্ট আমানত হিসাবে ন্যস্ত ঋণপত্র, ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত কর্জ্জের ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গ্যারাণ্টি-পরিকল্পনাধীনে প্রদত্ত গ্যারাণ্টির আচ্ছাদক হিসাবে জমাদেওয়া ঋণপত্র এবং অর্থসংস্থাসমূহ কর্তৃক কর্জ্জের আচ্ছাদক হিসাবে জমাদেওয়া ঋণপত্র গ্রহণ করে। সময়মত এইসকল ঋণপত্রের সুদ আদায় করিয়া ধারকগণের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত, ইহা ট্রেজারী বিলের পুনর্বাট্টা করে এবং যেসকল বিদেশী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে হিসাব আছে উহাদের হইয়া ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে।

প্রচলন বিভাগ—

আগেই বলা হইয়াছে যে, নোট প্রচলনসংক্রান্ত কাজের (যেমন, নাসিকে ভারত সিকিউরিটি প্রেস হইতে নোট আনিয়া সেগুলিকে রাজকোষ, উপ-রাজকোষ ও মুদ্রাধার রক্ষাকারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্সীগুলিতে চালান দেওয়া, শেষোক্ত স্থানসমূহ হইতে পরীক্ষা-অন্তে ঠিক সময়ে নষ্ট করিয়া ফেলার জন্য পুরাতন অকেজো নোটগুলিকে সরাইয়া ফেলা ইত্যাদি) নিপুণ ব্যবস্থাপনার জন্য ভারতের যুক্তরাষ্ট্রকে ৭টি প্রচলনচক্রে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রচলন বিভাগের প্রত্যেক শাখা 'সাধারণ বিভাগ' এবং 'নগদ প্রচলন বিভাগ' নামক দুইটি পৃথক বিভাগে বিভক্ত। সাধারণ বিভাগ ভারত সিকিউরিটি

প্রেস হইতে নোট যোগানোর বন্দোবস্ত করা, বিভিন্ন মুদ্রাধারে সেগুলিকে পাঠাইয়া দেওয়া, প্রচলন বিভাগের পরিসম্পত্তি ও প্রচলন হিসাব রাখা প্রভৃতি সম্পদক্রিয়ায় ব্যাপৃত হয়। নগদ বিভাগ নগদ কারবার এবং 'ব্যাঙ্ক' ও মুদ্রাধারগুলির মধ্যে অর্থপ্রেরণের কাজ দেখে। নগদ বিভাগ একজন কোষাধ্যক্ষের অধীনে কাজ করে। একই অট্টালিকায় প্রচলন এবং ব্যাঙ্কিং বিভাগ অবস্থিত এমন অফিসগুলির অধিকাংশে উভয় বিভাগের জন্য একজন সাধারণ কোষাধ্যক্ষ থাকেন। প্রচলন কার্য্য ছাড়াও নগদ বিভাগ বিভিন্ন সরকার ও ব্যাঙ্ক কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর আনীত চেক ভাঙ্গায় এবং তাহাদের নিকট হইতে টাকাও জমা নেয়।

সাধারণ বিভাগ কয়েকটি শাখায় বিভক্ত। যেমন, 'রেজেষ্ট্রীকরণ শাখা' উচ্চমূল্যাঙ্কিত নোটগুলির প্রচলনের নিবন্ধপত্র রাখে এবং এইসকল নিবন্ধপত্রে নাকচ লিপিবদ্ধ করে। 'বাতিল নোট প্রতিপাদন শাখা' টাকা দিয়া বাতিল-করা নোটগুলিকে লইয়া আসে,* ইহাদের পরিমাণ ও গুণ পরীক্ষা করায়, প্রতিপাদনের অধিপত্র প্রচার করে। 'দাবি শাখা' রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোটফেরত-নিয়মাবলী অনুযায়ী হারানো, অপহৃত, ছেঁড়া, পরিবর্ত্তিত এবং অন্যান্য নোটের মূল্য-প্রদানের জন্য প্রেরিত দরখাস্ত আর জাল ও দাবিদারহীন নোটসংক্রান্ত ব্যাপার দেখে। 'সম্পদ শাখা' মুদ্রাধারব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন কেন্দ্রে চলতি-মুদ্রা সরবরাহের এবং স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত চলতিমুদ্রা অপসারণের বন্দোবস্ত করে। ইহা ক্ষুদ্র মুদ্রাভাণ্ডারসমূহের হিসাবও রাখে।

কেন্দ্রীয় অফিসের বিভাগসমূহ—

এক্ষণে আমরা বোম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় অফিসের সংগঠনের প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারি। আগেই বলা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় অফিসের ১০টি অফিস/ বিভাগ রহিয়াছে। নিম্নে এই সকল এককের প্রত্যেকটির হস্তে ন্যস্ত কর্ম সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

---

* নগদ বিভাগের নাকচ করা নোট পুরাতন কিংবা ময়লা এবং তাই আরও প্রচলনের অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায়

সচিবের অফিস

সচিবের অফিস মোটামুটিভাবে 'ব্যাঙ্কের' নীতিবিজড়িত নানা বিষয়ে ব্যাপৃত। বিশেষ করিয়া, ইহা 'ব্যাঙ্কে'র খোলাবাজারনীতিসংক্রান্ত কাজ, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগণের কর্জ্জ ও ট্রেজারী বিল প্রবর্ত্তন বিষয়ক সাধারণ ব্যাপার, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগণকে অর্থোপায় দাদন মঞ্জুর, সরকারগণের উদ্বৃত্ত অর্থ-বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সহিত 'ব্যাঙ্কে'র লেনদেনে মনোনিবেশ করে। ইহা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, পৌর প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকেও জনসাধারণের নিকট হইতে কর্জ্জ তোলার ব্যাপারে উপদেশ দেন। ইহার অন্যান্য কর্ত্তব্য কেন্দ্রীয় বোর্ড ও উহার কমিটির সভার সহিত সংশ্লিষ্ট দপ্তরগত কার্য্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগণের সহিত তাহাদের বিত্ত ও কর্জ্জগ্রহণের সহিত সংশ্লিষ্ট নীতির ব্যাপারে আদানপ্রদানের সহিত জড়িত। কেন্দ্রীয় ঋণ শাখা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগণের কর্জ্জ চালু করে, সরকারী ঋণ পরিচালনা করে এবং 'ব্যাঙ্কে'র সরকারী ঋণ অফিসগুলির কাজকর্ম্মের সামগ্রিক তত্ত্বাবধান করে। ইহাও সচিবের অধীন।

মুখ্য হিসাবরক্ষকের অফিস—

এই অফিসগুলির প্রধান কার্য্য এবং কর্ত্তব্য প্রচলন ও ব্যাঙ্কিং বিভাগদ্বয়ে 'ব্যাঙ্কে'র হিসাবপত্র নির্ভুলভাবে রাখা এবং দেখাশোনা করা। ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুখ্য প্রশাসনিক কার্য্যালয়ও বটে। 'ব্যাঙ্কে'র বিভিন্ন অফিস ও বিভাগের অর্থব্যয় ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কর্ম্মচারীসংগ্রহ ও কর্ম্মচারী কল্যাণ-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্যও এই অফিসের দায়িত্ব রহিয়াছে। মাঝে মাঝে 'ব্যাঙ্কে'র সকল অফিস এবং বিভাগকে এইসকল বিষয়ে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় হিসাব শাখা মুখ্য হিসাবরক্ষকের অফিসের কিছুসংখ্যক গাণনিক কার্য্য করিয়া দেয়। এই শাখা কলিকাতায় 'ব্যাঙ্কে'র ব্যাঙ্কিং বিভাগের কণ্ঠলগ্ন। কেন্দ্রীয় হিসাব শাখা কেন্দ্রীয় সরকার, সকল রাজ্যসরকার ও রেলপথসমূহের প্রধান হিসাব রাখে, সরকারগণকে অর্থোপায় দাদন মঞ্জুর, সেগুলির আদায়কার্য্য ও উদ্বৃত্ত টাকার বিনিয়োগ কার্য্যের দেখাশোনা করে,

এবং 'ব্যাঙ্কে'র প্রেরণাসুবিধাপরিকল্পনা পরিচালনার উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে।

পরিদর্শন বিভাগ—

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিদর্শকের অধীনে কর্ম্মরত পরিদর্শন বিভাগ নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে ব্যাঙ্কের বিভিন্ন অফিস ও বিভাগের আভ্যন্তরীণ পরিদর্শনকার্য্য চালায় এবং এইসব অফিসে সাধারণ কার্য্যচালনা সম্পর্কে মুখ্য হিসাবরক্ষকের আপিসে রিপোর্ট দাখিল করে। পরিদর্শন বিভাগ ছাড়াও একটি কেন্দ্রীয় নিরীক্ষা শাখা আছে। 'ব্যাঙ্কে'র হিসাবপত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ নিরীক্ষার কাজ ইহার হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। এইসব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য যাহাতে অফিসগুলি মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় অফিস কর্ত্তৃক প্রদত্ত সঠিক প্রশাসনিক প্রণালীসমূহ অনুসরণ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

আইন বিভাগ—

সাম্প্রতিককালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্বের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে একজন ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি আইন বিভাগ খোলা দরকার হইয়া পড়ে। 'ব্যাঙ্কে'র বিভিন্ন বিভাগকে আইনের সমস্যা—প্রধানতঃ ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন, ব্যাঙ্কিং কোম্পানীসমূহের আইন, বৈদেশিক মুদ্রানিয়ন্ত্রণ আইন. সরকারী ঋণ আইন, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক আইন এবং ব্যাঙ্কসংক্রান্ত অন্যান্য যে কোন বিধির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ বিষয়ক সমস্যা—বিজড়িত প্রশ্নের উপর উপদেশ প্রদান করা আইন বিভাগের প্রধান কার্য্য। 'ব্যাঙ্ক' সংশ্লিষ্ট, এমন যেসকল বিষয় আছে, সেগুলির সম্পর্কে আইনপ্রণয়ন ও বৈধ সংশোধনের খসড়া তৈয়ারী করা এবং উপরোক্ত বিভিন্ন আইনবলে রচিত ধারা, নিয়ম, বৈধ বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি অধস্তন আইনের খসড়া তৈয়ারী করার কাজও আইন বিভাগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ—

কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক ভারতরক্ষা নিয়মাবলীবলে বৈদেশিক মুদ্রা, মূল্যবান ধাতুপিণ্ড এবং ঋণপত্রে বৈদেশিক লেনদেনসংক্রান্ত যেসব কাজ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

হস্তে প্রত্যভিযোজিত হইয়াছিল উহাদের দেখাশোনা করিবার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিবার পর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ গঠিত হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনদ্বারা প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ পরে বৈধ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইনবলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তে প্রদত্ত ক্ষমতাপুঞ্জ এবং ভারতে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের সাধারণ প্রশাসন ৮ম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর ইহার নিয়ামক। তাঁহাকে সাহায্য করেন একজন উপ-নিয়ামক, যিনি বোম্বাইয়ে অবস্থিত এই বিভাগের কেন্দ্রীয় অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, মাদ্রাজ এবং নয়াদিল্লীতে এই বিভাগের শাখা আছে।

ব্যাঙ্কিং উন্নয়ন বিভাগ—

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে এই বিভাগ সৃষ্টি হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য আধা-সহর এলাকাসমূহে ব্যাঙ্কিংসুবিধার সম্প্রসারণ এবং গ্রামীণ অর্থসংস্থান সমস্যার প্রতি একনিষ্ঠ মনোযোগ দেওয়া। পল্লী-ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির (১৯৫০) সুপারিশক্রমে এই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিটি গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয়সংগ্রহ এবং ঋণসুবিধা প্রসারণার্থে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্ম্মক্ষেত্র বৃহত্তর করিবার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিভাগ ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং হায়দারাবাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত নিকট ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে, এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক আইন (১৯৫৫) ও হায়দারাবাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক আইনের (১৯৫৬) প্রশাসন হইতে উদ্ভূত যেসকল ব্যাপারে ভারত সরকার কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জড়াইয়া আছে সেগুলির দেখাশোনা করে। এই বিভাগ হ্রাসপ্রাপ্ত দরে প্রেরণসুবিধাদান, নোট ও ধাতব মুদ্রাবিনিময়ের উৎকৃষ্টতর সুযোগের বন্দোবস্ত, রাজকোষ ও উপরাজকোষগুলির সংস্কার, এবং বিশেষভাবে আধা-সহর ও পল্লী এলাকায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বিস্তার করিবার পথে বাধা অপসারণ প্রভৃতি সমস্যার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযোগ করে। ইহা প্রাক্তন 'বি'-শ্রেণীভুক্ত রাজ্যসমূহ এবং দেশের অপর অংশের মধ্যে ব্যাঙ্কিং ও রাজকোষ ব্যবস্থার যোগাযোগ সাধন, আর ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক আইনের ৩৫নং ধারার বিধানানুযায়ী প্রধান রাষ্ট্র-সংযুক্ত ব্যাঙ্কগুলির ভাবী সংস্থা এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক ঐচ্ছিক ভিত্তিতে

অপ্রধান রাষ্ট্র-সংযুক্ত ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যভারগ্রহণসংক্রান্ত যাবতীয় অনিষ্পন্ন বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকে। এই বিভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় আন্দোলনের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। এই বিভাগের মুখ্য অফিসার সরকারের ক্ষুদ্র সঞ্চয় পরিকল্পনা সমূহের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও উহাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভারত সরকার কর্ত্তৃক গঠিত ক্ষুদ্র সঞ্চয় বোর্ডের সদস্যরূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিত্ব করেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গুদামব্যবস্থা এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের কর্ম্মচারিবৃন্দের জন্য প্রায়োগিক ব্যাঙ্কিংয়ে শিক্ষাগ্রহণের বন্দোবস্ত সম্পর্কে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের ভূমিকা-বিষয়ক কাজকর্ম্মের সমন্বয়সাধনও ইহার কার্য্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এই বিভাগের কাজ তিনটি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা, ব্যাঙ্কিং সম্প্রসারণ বিভাগ, প্রশাসনিক ও সাধারণ বিভাগ, এবং পরিকল্পনা ও সম্প্রসারণ বিভাগ।

শিল্পীয় অর্থসংস্থান বিভাগ—

শিল্পীয় অর্থসংস্থান এবং মধ্য ও ক্ষুদ্রাকৃতি শিল্পসমূহের জন্য পুঁজির ব্যবস্থা (৭ম অধ্যায়ে উল্লিখিত) আর রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থাসমূহের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান ব্যাঙ্কিং উন্নয়ন বিভাগের কর্ম্মভূমির অংশভুক্ত ছিল। কিন্তু সেই বিভাগের কাজ বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়ায় ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শিল্পীয় অর্থসংস্থান বিভাগ নামক একটি নূতন বিভাগ খোলা হয়। রাজ্য অর্থসংস্থানসংস্থাসমূহের ক্রিয়াকলাপ সহ শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয় এই বিভাগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। আলোচ্য বিভাগ নির্ব্বাচিত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের মাধ্যমে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের এবং ব্যাঙ্কসমূহকে অর্থসাহায্যপ্রদানার্থ প্রতিষ্ঠিত শিল্পের পুনরর্থ-সংস্থানসংস্থার কাজকর্ম্মেরও দেখাশোনা করিতেছে।

কৃষিঋণ বিভাগ—

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৫৪নং ধারার বিধানানুযায়ী ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কৃষিঋণ বিভাগ খোলা হয়। স্মরণ করা যাইতে পারে যে, কৃষিঋণের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্রিয়াকলাপের সহিত রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্ক ও কৃষিঋণসরবরাহে ব্যাপৃত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের সমন্বয়-

সাধনসংক্রান্ত সমস্যাবলীর পর্য্যালোচনার্থ বিশেষজ্ঞদল রাখাই ছিল ইহার বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য। গ্রামীণ অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে 'ব্যাঙ্কে'র ক্রিয়াকলাপের ক্রমাগত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিঋণ বিভাগের কর্ত্তব্যসংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে। একথা বিশদভাবে ৬ষ্ঠ অধ্যায়েই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের কৃষিপণ্য (উন্নয়ন ও গুদামজাতকরণ) সংস্থা আইন পাশ হওয়ার পর এই বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগণের সহিত কৃষিপণ্যের শোধন ও বিক্রয় সহজতর করণার্থ দেশব্যাপী একটি গুদামব্যবস্থা গড়িয়া তোলার ব্যাপারে সহযোগিতা করিতেছে। বর্ত্তমানে এই বিভাগের কাজ চারিটি শাখার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, যথা, (১) অর্থসংস্থান ও পরিদর্শন, (২) পরিকল্পনা ও পুনর্গঠন, (৩) সমবায় শিক্ষণ ও প্রকাশনা, এবং (৪) হস্তচালিত তাঁতের অর্থসংস্থান। প্রত্যেকটি শাখা একজন করিয়া উপ-মুখ্যাধিকারিকের অধীন। বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং নয়াদিল্লীতে আঞ্চলিক অফিসও খোলা হইয়াছে।

ব্যাঙ্কিং ক্রিয়াকলাপ বিভাগ—

এই বিভাগের প্রধান কাজ ভারতীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করা। ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন (১৯৩৪)-বলে ব্যাঙ্কসমূহের তদারক ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। আলোচ্য বিভাগের মারফৎ 'ব্যাঙ্ক' বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের কার্য্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখে। ব্যাঙ্কব্যবসায় সুরু করিবার কিংবা চালাইয়া যাইবার কিংবা নূতন অফিস খোলার জন্য ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে প্রাপ্ত দরখাস্ত পরীক্ষা করা, ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রেরিত নূতন মূলধন প্রবর্ত্তনার্থ ব্যাঙ্কসমূহের দরখাস্ত বিবেচনা করা এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর ব্যাঙ্কগুলিকে পরিদর্শন করা এই বিভাগের কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এই বিভাগ ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে কর্জ্জের দরখাস্তও গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও সরকারকে ব্যাঙ্কিং ও অর্থসংস্থানবিষয়ক ব্যাপারে উপদেশ দেয়। কলিকাতা, কানপুর, মাদ্রাজ, নাগপুর, নয়াদিল্লী এবং ত্রিবান্দ্রমে এই বিভাগের কার্য্যালয় বা অফিস আছে।

গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ—

আগেই বলা হইয়াছে যে, এই বিভাগের প্রধান কাজ রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নিজস্ব নীতিরচনায় এবং অর্থনৈতিক ও অর্থসংস্থানসংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারদের উপদেষ্টারূপে কাজ করিতে সহায়তা করা। এতদুদ্দেশ্যে এই বিভাগ দেশের ও বিদেশের চলতি আর্থিক ও অর্থসংস্থান-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকে। বিভাগটি পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে: যথা, মুদ্রাবিষয়ক গবেষণা শাখা, আন্তর্জ্জাতিক অর্থসংস্থান শাখা, ব্যাঙ্কিং গবেষণা শাখা, গ্রামীণ অর্থনীতি শাখা, এবং পরিসংখ্যান শাখা।

এগার

সাপ্তাহিক বিবরণী, স্থিতিপত্র এবং প্রকাশিত পুস্তকাদি

ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক হিসাবে, সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়হার-নিয়ন্ত্রক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যাবতীয় ভূমিকা পরিস্ফুট হইয়া আছে ইহার সাপ্তাহিক হিসাবনিকাশের বিবরণীতে ও বাৎসরিক স্থিতিপত্রে। আইনের ৫৩নং ধারা অনুসারে প্রতি শুক্রবারের শেষে ব্যাঙ্কের প্রচলন ও ব্যাঙ্কিং বিভাগদ্বয়ের একটি সাপ্তাহিক বিবরণী নির্দ্দিষ্ট আকারে প্রস্তুত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করিতে হয়। কেন্দ্রীয় পরিচালক সংসদের কমিটির সাপ্তাহিক সভা পরবর্ত্তী বুধবারে হইয়া যাইলে এই সাপ্তাহিক বিবরণী প্রকাশ করা হয়। সাপ্তাহিক বিবরণীর ধরণেই 'ব্যাঙ্কে'র বাৎসরিক স্থিতিপত্র প্রকাশ করা হয়, কেবলমাত্র লাভলোকসানের একটি বিবরণী যোগ করিয়া দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কের হিসাবনিকাশের বৎসর ১লা জুলাই থেকে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত।

'ব্যাঙ্কে'র সাপ্তাহিক বিবরণীর সহিত তপশীলী ব্যাঙ্কগুলির সামগ্রিক আর্থিক অবস্থার প্রকাশিত বিবরণী হইতে মুদ্রা সরবরাহ, 'ব্যাঙ্ক' কর্ত্তৃক ঋণদান, সরকারের আয়ব্যয়ের এবং বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের হিসাবনিকাশে পরিস্ফুট দেশের আর্থিক গতি সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব হয়। ১৪০-১৪১ পৃষ্ঠায় এই বিবরণী হইতে তিনটি বিভিন্ন তারিখের পরিসংখ্যান দেওয়া হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীর বিভিন্ন অংশ প্রথমে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীর পর ভিন্ন ভিন্ন তারিখে পরিসংখ্যানের বৈষম্য বুঝান হইয়াছে। সেইরূপ তপশীলী ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীর বিভিন্ন অংশ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণী—

প্রচলন বিভাগ—দায়

নোট প্রচলন বা ইস্যু বিভাগ প্রথমে লওয়া যাউক। এই বিভাগের দেনা (১) ব্যাঙ্কিং বিভাগে গচ্ছিত নোটসমূহ এবং (২) প্রচলিত নোটসমূহ।

এই দুইটি মিলাইয়া পাওয়া যায় 'ব্যাঙ্ক' মোট কত নোট ছাড়িয়াছে। এই মোট নোটসংখ্যা যাহা ছাড়া হইয়াছে তাহা প্রচলন বিভাগের দায়িত্ব। ব্যাঙ্কিং বিভাগে যে নোট গচ্ছিত আছে তাহা ব্যাঙ্কের নগদ মুদ্রা এবং এই বিভাগের চল্‌তি প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রচলিত নোট মানে সেইসব নোট যাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাহিরে জনসাধারণ, আভ্যন্তরীণ ব্যাঙ্ক ও ট্রেজারীর হস্তে আছে এবং ভারতের বাহিরে পারস্য উপসাগর অঞ্চলে কোন কোন শেখ রাষ্ট্রে প্রচলিত আইন চালু ভারতীয় টাকা।

প্রচলন বিভাগ—পরিসম্পত্তি

স্বর্ণমুদ্রা ও পিণ্ড, বৈদেশিক ঋণপত্র, ধাতব টাকা এবং টাকা-ঋণপত্র প্রচলন বিভাগের পরিসম্পত্তি। 'ব্যাঙ্ক' কর্তৃক ক্রয়যোগ্য ভারতে দেয় বিনিময়-পত্র এবং প্রতিশ্রুতিপত্রও এই পরিসম্পত্তির অংশ হইতে পারে। চলতি আইন অনুযায়ী মজুত স্বর্ণ ও বৈদেশিক ঋণপত্রের ন্যূনতম মূল্য ২০০ কোটি টাকা হইতে হইবে; তন্মধ্যে ১১৫ কোটি টাকা হইবে স্বর্ণের মূল্য। স্বর্ণপিণ্ড ও সভরেণ প্রভৃতি 'ব্যাঙ্কে'র যাবতীয় মজুত স্বর্ণ 'ব্যাঙ্কে'র নামে প্রচলন বিভাগের আপিসসমূহে এবং ভারত সরকারের টাঁকশালগুলিতে থাকে। আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য বাহিরের যেকোন দেশের মুদ্রায় দেয় ঋণপত্রই বৈদেশিক ঋণপত্র। (১) প্রচলন বিভাগের নামে সেই দেশের মুখ্য মুদ্রাকর্তৃপক্ষব্যাঙ্কে কিংবা সেই দেশে নিগমবদ্ধ যে-কোন ব্যাঙ্কে জমাকরা অর্থ, (২) দুই বা ততোধিক উত্তম স্বাক্ষর বহনকারী, সেই দেশের যে কোন স্থানের উপরে আনীত ও সেইস্থানে দেয়, অনধিক নব্বই দিনের পরিপক্কতাকালবিশিষ্ট বিনিময়পত্র এবং (৩) পাঁচ বৎসরের মধ্যে পরিপক্কতার মেয়াদযুক্ত সেই দেশের সরকারী ঋণপত্র লইয়া বৈদেশিক ঋণপত্র ভাণ্ডার গঠিত। উপরোক্ত ঋণপত্রগুলিতে অর্থলগ্নী করিবার অধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের থাকিলেও প্রচলন বিভাগে ধৃত বৈদেশিক ঋণপত্র ভাণ্ডারে এতাবৎকাল কেবল ইংরেজ সরকারের স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্রই রাখা হইয়াছে।

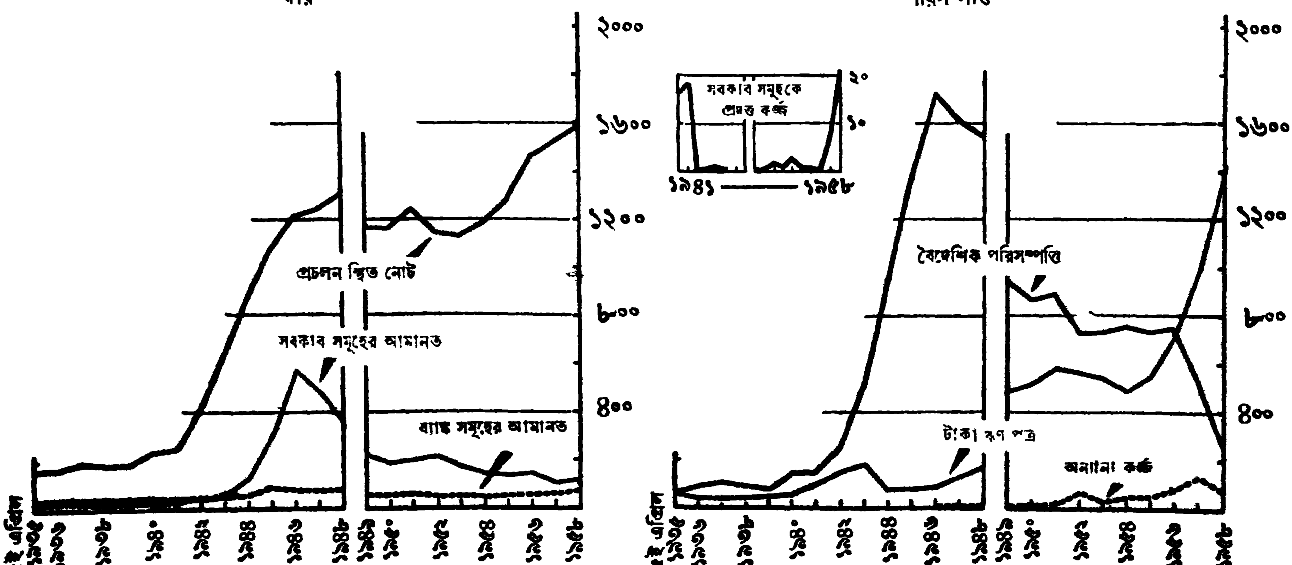
প্রচলন বিভাগে মজুতকরা ধাতব টাকায় রহিয়াছে 'ব্যাঙ্কে'র আপিসগুলির এবং রাজকোষ এজেন্সিগুলিসহ এজেন্সিগুলির মুদ্রাধারে রক্ষিত সমুদয় টাকা। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মুদ্রা অর্ডিন্যান্‌স (১৯৪০ এর

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায় ও পরিসম্পত্তি

প্রচলন এবং ব্যাঙ্কিং বিভাগ সংযুক্তভাবে

মার্চ মাসের শেষ শুক্রবার অনুযায়ী

(কোটি টাকা)



রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ১৯৪২ সনের জুন হইতে ব্রহ্মদেশের মুদ্রাকর্তৃপক্ষ, ১৯৪৭ সনের এপ্রিল হইতে ব্রহ্ম সরকারের ব্যাঙ্কার এবং ১৯৪৮ সনের জুলাই হইতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নহে।

৪নং) বলে ভারতসরকার কর্তৃক প্রচারিত একটাকা মূল্যের নোটগুলি ধাতব টাকার অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধির ৩৬নং ধারানুযায়ী প্রচলন-বিভাগে ধৃত ধাতব টাকার পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা কিংবা সমগ্র পরিসম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশের মধ্যে যাহা বৃহত্তর তাহার সমান রাখার চেষ্টা করা হয়। উদ্বৃত্ত কিংবা ঘাটতি নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সংশোধিত হয় : (ব্যাঙ্ক নোট, স্বর্ণ কিংবা ঋণপত্ররূপে) আইনবিহিত মূল্যপ্রদানের বিপক্ষে উদ্বৃত্ত হইলে তাহা কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্পণ করা হয়, আর ঘাটতি হইলে তাহা ঐ সরকারের নিকট হইতে লওয়া হয়। ৫ কোটি টাকার বেশী চালান দিতে হইলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের সম্মতি লইতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ধৃত বাড়তি ধাতব মুদ্রা আর্থিক বৎসরের শেষে দিয়া দিতে হয়, ঘাটতি যেকোন বিবরণী সপ্তাহের শেষে পূরণ করা যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার 'ব্যাঙ্কে'র মারফতে ছাড়া ধাতব টাকা প্রবর্ত্তিত করে না কিংবা অন্য কোন উপায়ে প্রচলনে অনুপ্রবিষ্ট করায় না, 'ব্যাঙ্ক'ও প্রচালন কিংবা সরকারকে সমর্পণ ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে টাকা ছাড়ে না। প্রচলন হইতে ধাতব টাকার প্রত্যাবর্ত্তন এবং এই ধারার ক্রিয়াশীলতার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রচলন বিভাগে ধৃত ধাতব টাকার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে উহার অঙ্ক ছিল ১২৭·৬ কোটি টাকা।

ট্রেজারী বিল এবং সরকারী ঋণসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকার প্রচারিত যেকোন মেয়াদবিশিষ্ট অন্যান্য ঋণপত্র টাকা-ঋণপত্রের অন্তর্গত।

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—দায়

ব্যাঙ্কিং বিভাগের বিবরণীতে দায়ের দিকটায় প্রথম দুইটি দফা হইল আদায়ীকৃত মূলধন এবং তহবিল ভাণ্ডার। সুরু হইতে আজ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের মূলধন ৫ কোটি টাকাই থাকিয়া গিয়াছে, আর ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে উহার সবটুকুর মালিকানা ভারতসরকারের হাতে চলিয়া গিয়াছে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত তহবিল ভাণ্ডার ছিল ৫ কোটি টাকা। আইনের ৪৬নং ধারা অনুযায়ী সরকার ঋণপত্রদ্বারা এই ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে প্রচলন বিভাগে ধৃত স্বর্ণের পুনর্মূল্যায়নের ফলে প্রাপ্ত ৭৭·৭ কোটি টাকা মুনাফার মধ্য হইতে ৭৫ কোটি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে তহবিল ভাণ্ডারে চালান দেওয়া হয়, এবং এতদ্দ্বারা

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন হইতে কার্য্যকরীভাবে তহবিল ভাণ্ডার ৮০ কোটি টাকায় গিয়া পৌঁছে।

পরবর্ত্তী দুইটি দফা হইল আইনের ৪৬ 'এ' এবং ৪৬ 'বি'-নং ধারাবলে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘমেয়াদী ক্রিয়াকলাপ) ভাণ্ডার এবং জাতীয় কৃষিঋণ (স্থৈর্য্যদান) ভাণ্ডার। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ফিবছর এই দুই ভাণ্ডারে টাকা দিতে হয়। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের জুনের শেষে এই দুই ভাণ্ডারের অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে ২৫ কোটি এবং ৩ কোটি টাকা ছিল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আমানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—সরকারের আমানত, ব্যাঙ্কসমূহের আমানত এবং অন্যান্য আমানত। আইনের ২০, ২১, ও ২১-'এ' নং ধারানুযায়ী রক্ষিত এই সরকারী আমানত আবার দুইটি অংশে বিভক্ত, যথা, কেন্দ্রীয় সরকারের আমানত এবং অন্যান্য সরকারের আমানত অর্থাৎ রাজ্যসরকারদের আমানত। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানত সর্ব্বোচ্চ স্তরে উপনীত হইয়াছিল, আর ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫৩৩ কোটি টাকা। পরে ইহা ক্রমাগত নামিয়া যাইয়া মোটের উপর ৫০ কোটি টাকায় স্থিতিলাভ করিয়াছে। সরকারের জমা অর্থের উঠানামায় কেবল জনসাধারণের সহিত লেনদেনই নহে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত লেনদেন এবং কখনও কখনও বিদেশী সরকার ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত লেনদেনও প্রতিফলিত হয়।

আইনের ৪২ (১) নং ধারানুসারে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ কর্ত্তৃক রক্ষিত বিধিনির্দ্দিষ্ট অর্থ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিবার অনুমতিপ্রাপ্ত তালিকা-বহির্ভূত ব্যাঙ্কসমূহের অর্থ, এবং 'ব্যাঙ্কে'র নিকট হইতে অর্থসাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের জমা টাকা ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের অন্তর্ভুক্ত। দেখা গিয়াছে যে, ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ বিধিনির্দ্দিষ্ট ন্যূনতম অর্থের উপরেও বাড়তি অর্থ রাখে। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির বাড়তি আমানতের উঠানামা মুদ্রাবাজারের পরিস্থিতির একটি প্রধান প্রতিফলক। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, ব্যস্ত ঋতুতে (নভেম্বর-এপ্রিল) বাড়তি আমানত নীচের দিকে নামিতে চেষ্টা করে, আর অলস ঋতুতে (মে-অক্টোবর) উহা বাড়িয়া যায়। সাম্প্রতিক কালে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের উদ্বৃত্ত আমানতে একটি নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হইয়াছে, অপরপক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইহাদের ধারের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য আমানতে রহিয়াছে (১) ভারতের শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থা এবং রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থাপ্রমুখ আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির আমানত, (২) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মচারিগণের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, পেনসন ফাণ্ড ও গ্যারাণ্টি ফাণ্ড, (৩) বিদেশী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং সরকারগণের অর্থ, এবং (৪) আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের হিসাব। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোনরূপ মূল্য দাবী না করিয়া ভারতীয় মুদ্রায় আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের জন্য দুইটি এবং আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের জন্য একটি চলতি হিসাব রাখে। ভাণ্ডারের ১নং হিসাবে ভারতের যথাংশ জমা আছে। দেশের বৈদেশিক বিনিময়সংক্রান্ত লেনদেন করাইয়া দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য। ভাণ্ডার ভারতীয় মুদ্রা পাইলে তাহা এই হিসাবে লিখিয়া দেয়। এই হিসাবে একটি ন্যূনতম পরিমাণে অর্থ (ভারতের যথাংশের ১%) সর্ব্বক্ষণ রাখিতে হয়। ভাণ্ডারের ২নং হিসাব হইতে ভাণ্ডারের জন্য 'ব্যাঙ্ক' কর্তৃক প্রশাসনখরচা মিটানোর জন্য ব্যয়িত অর্থ এবং ভাণ্ডার নিজের প্রশাসনিক ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটানোর জন্য যে টাকা তোলে তাহা দেওয়া হয়। ভাণ্ডারের চলতি খরচা মিটানোর জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর সামান্য অর্থ ১নং হিসাব হইতে এই হিসাবের নামে বদলী করা হয়।

ব্যাঙ্কিং বিভাগের দায়ের দিকটায় বাকী দফাগুলির মধ্যে রহিয়াছে দেয় বিলসমূহ এবং অপরাপর দায়। দেয় বিলগুলির মধ্যে আছে প্রধানতঃ অনিষ্পন্ন সরকারী এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আপিসগুলির পরস্পরের উপর আনীত ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট, 'ব্যাঙ্কে'র এজেন্সীগুলি কর্ত্তৃক 'ব্যাঙ্কে'র আপিসগুলির উপর আনীত ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট, ট্রেজারী আপিসগুলি কর্তৃক পরস্পরের উপর, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের উপর এবং অন্যান্য প্রতিনিধি ব্যাঙ্কের উপর আনীত ড্রাফ্‌ট। ব্যাঙ্কের আপিসগুলির মধ্যে পথি-বিষয়সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে স্থিত অর্থ, গাণনিক-বর্ষশেষে সরকারের কাছে বদলীর পূর্ব্বে সুদ, বাট্টা, বিনিময়, কমিশন প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে লব্ধ 'ব্যাঙ্কে'র মুনাফা অন্যান্য দায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—পরিসম্পত্তি

পরিসম্পত্তির দিকটায় প্রথম তিনটি দফা হইল নোট, ধাতব টাকা ও অধস্তন মুদ্রা। এই তিনটিকে লইয়া ব্যাঙ্কিং বিভাগের নগদভাণ্ডার গঠিত।

এখানে প্রদর্শিত নোটগুলি প্রচলন বিভাগের দায়ের দিকটায় ব্যাঙ্কিং বিভাগে ধৃত নোট নামক দফার সহিত যুক্ত। ক্রীত এবং পুনর্বাট্টাকৃত বিলগুলি ট্রেজারী বিল ও পুনর্বাট্টাকৃত বাণিজ্যিক বিলগুলিকে নির্দ্দেশ করিতেছে। এই দফাটি সাধারণতঃ ক্ষুদ্র, ইহাতে বেশীর ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেজারী বিলই থাকে।

'বিদেশে রক্ষিত অর্থ'-এর মধ্যে প্রধানতঃ আছে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে রক্ষিত নগদ অর্থ (অধিকাংশই ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে রাখা অর্থ) ও স্বল্প-মেয়াদী ঋণপত্র। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন আপিসে রক্ষিত কার্য্যকরী অর্থও ইহার অন্তর্গত।

'সরকারকে কর্জ্জ ও দাদন' হইল কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগণকে অর্থোপায় দাদনরূপে প্রদত্ত স্বল্প-মেয়াদী সাহায্য। আইনের ৪৬-'এ' নং ধারানুযায়ী জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘমেয়াদী ক্রিয়াকলাপ) ভাণ্ডার হইতে রাজ্যসরকারগণকে মঞ্জুরীকৃত কর্জ্জ ও দাদন এবং রাজ্যসরকারগণকে প্রদত্ত সাময়িক ওভার-ড্রাফ্‌ট্ এই শীর্ষের অন্তর্ভুক্ত।

'অন্যান্য কর্জ্জ ও দাদন' শীর্ষক খাতে রহিয়াছে আইনের ১৭নং ধারার কতিপয় উপ-ধারাবলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কত্তৃক প্রদত্ত কর্জ্জ ও দাদন। এইসকল উপ-ধারানুযায়ী 'ব্যাঙ্ক' তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ, ভারতের শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থা এবং রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থাসমূহকে আর্থিক সহায়তাপ্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিগত ৬-৭ বৎসরে এইসকল দাদনের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগণের টাকা-ঋণপত্র এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কসমূহ ও রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থাসমূহের শেয়ারের মত অন্যান্য অনুমোদনপ্রাপ্ত ঋণপত্র এবং জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির কর্জ্জপত্র লগ্নী-শীর্ষক খাতের অন্তর্ভুক্ত। ১৭ (৮) নং ধারাধীনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগণের যেকোন পরিপক্কতাকাল-বিশিষ্ট ঋণপত্র এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডের সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক কোন প্রতিষ্ঠানের যেসকল ঋণপত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন সেসকল ঋণপত্র ক্রয়, বিক্রয় এবং ব্যাঙ্কিং বিভাগে মজুত করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের শেয়ার ও মূলধনে কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপিত অন্য যেকোন ব্যাঙ্ক অথবা অর্থসংস্থান প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও মূলধনে টাকা লগ্নী করিবার এবং সেগুলিকে বিক্রয় করিয়া দিবার ক্ষমতাও রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে।

অন্যান্য পরিসম্পত্তি হইল প্রধানতঃ বাড়ীঘর, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, মনোহারী জিনিষ, ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যয়িত অর্থজ্ঞাপক শীর্ষাধীন দেনা এবং তোলা হইতেছে এরূপ যত দফা, ইত্যাদি।

সাপ্তাহিক পরিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা—

পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদগুলিতে 'ব্যাঙ্কে'র সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রদত্ত বিভিন্ন দফাগুলির স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অধ্যায়শেষে প্রদত্ত বিশ্লেষক সারণী যেরূপ আছে সেইভাবে পর পর দুই বৎসরের 'ব্যাঙ্ক'-বিবরণীর তুলনা করিলে বোঝা যাইবে কিরূপে দায়ের খাতে পরিবর্ত্তনের বিপক্ষে পরিসম্পত্তির খাতে পরিবর্ত্তন দেখাইয়া সাম্যরক্ষা করা হয় এবং কিরূপে প্রচলন বিভাগের বিশেষ বিশেষ হিসাব হইতে ব্যাঙ্কিং বিভাগে বদলীর ফলে অদলবদল সাধিত হয়। দীর্ঘতর সময়ের (যেমন এক বৎসরের) ব্যবধানে অবস্থিত বিবরণীগুলির তুলনা অর্থসংস্থানের ধারা এবং দেশের সাধারণ আর্থিক পরিস্থিতির উপর অধিকতর আলোকপাত করিবে।

লক্ষ্য করা যায় যে, ১৯৫৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে (আর্থিক বর্ষশেষের লেনদেনও এই সময়টুকুর মধ্যে পড়ে) প্রচলিত নোট ৪০.৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে ব্যাঙ্কিং বিভাগে ধৃত নোটের পরিমাণ ২.৩ কোটি টাকা কমিয়া যায় এবং তদ্দ্বারা প্রচলন বিভাগের মোট দায় নেট ৩৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। পরিসম্পত্তির দিকে বিদেশী ঋণপত্রে ৪৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি, টাকা-ঋণপত্রে ৫ কোটি টাকা হ্রাস ও ধাতব টাকায় ২ কোটি টাকা হ্রাস, অর্থাৎ নেট ৩৮ কোটি টাকা বৃদ্ধির দ্বারা সাম্য রক্ষিত হয়। সেই সপ্তাহে টাকা-ঋণপত্রখাতে প্রদর্শিত ৩৯ কোটি টাকা মূল্যের এড হক ট্রেজারী বিল পরিপক্ক হইয়াছিল। তন্মধ্যে নূতন করিয়া এড হক বিল সৃষ্টির দ্বারা ১৫ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হয় এবং বাকী ২৪ কোটি টাকার পরিবর্ত্তে ব্যাঙ্কিং বিভাগ হইতে ২০ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণপত্র ও ৪ কোটি টাকার

টাকা-ঋণপত্র স্থানান্তরিত করা হয়। তদুপরি প্রচলিত নোট বৃদ্ধিকে ব্যাঙ্কিং বিভাগ হইতে প্রচলন বিভাগে ২৫ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণপত্র এবং ১৫ কোটি টাকার টাকা-ঋণপত্র বদলীর দ্বারা আবৃত করা হয়। রাজ্যসরকারগণ কর্তৃক প্রভৃত অর্থপ্রদানের ফলে প্রচলনস্থিত নোট বাড়িয়া যায়, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রক্ষিত নগদ অর্থ এবং ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থোপায় দাদন লইয়া রাজ্য-সরকারগণ এই অর্থের সংস্থান করেন। 'ব্যাঙ্কে' রক্ষিত রাজ্যসরকারগণের আমানত ৪৮ কোটি টাকা কমিয়া যায়। ইহাতে অবশ্য অর্থোপায় দাদনরূপে প্রদত্ত ১৬ কোটি টাকার ঋণ লুকানো ছিল। যদি এই ব্যাপারটিকে গণনার মধ্যে আনা হয় তবে রাজ্যসরকারগণের মোট অর্থহ্রাস ৬৪ কোটি টাকায় গিয়া পৌঁছে। এড হক ট্রেজারী বিলের নেট প্রত্যাহারের জন্য ২৪ কোটি টাকা বাদ দিলে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ ৭ কোটি টাকা বাড়িয়াছিল। বিদেশে রক্ষিত অর্থ ২৭ কোটি টাকা কমিয়া যায়, লণ্ডনে ভারতের হাইকমিশনারের নির্দ্দেশে ২২ কোটি টাকা মূল্যের স্টার্লিং স্থানান্তর ধরিয়া লওয়া সত্ত্বেও এই এই হ্রাস ঘটে। প্রসংগতঃ উল্লেখ করিতে পারি যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতবৃদ্ধির জন্য এই অর্থবদলী বহুলাংশে দায়ী। অবশ্য ব্যাঙ্কিং বিভাগ হইতে প্রচলন বিভাগে স্থানান্তরের দ্বারা বিদেশে রক্ষিত অর্থহ্রাসের মোটা অংশের ব্যবস্থা করা হয়। বৈদেশিক পরিসম্পত্তির উপর এইসব লেনদেনের সম্মিলিত ফলাফল ছিল সামান্য—মাত্র ৪ কোটি টাকা হ্রাস।

ঐ সপ্তাহে ব্যাঙ্কিং বিভাগে আর যে দুইটি পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হইল ব্যাঙ্কসমূহের আমানতে ১৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কর্জ্জ ও দাদনের খাতে ৪ কোটি টাকা হ্রাস। শেষোক্ত কর্জ্জ ও দাদন প্রধানতঃ তালিকাভুক্ত এবং রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে প্রদত্ত অনিষ্পন্ন ঋণ।

ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রচলন বিভাগ ও ব্যাঙ্কিং বিভাগের মধ্যে পার্থক্যটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা দেখিয়াছি যে, প্রচলন বিভাগ এবং ব্যাঙ্কিং বিভাগের পরিসম্পত্তির মধ্যে প্রায়ই স্থানপরিবর্ত্তন ঘটে। তাই, কোন বিশেষ সময়ের মধ্যে মুদ্রা ও অর্থসংস্থান সংক্রান্ত ধারা পর্য্যবেক্ষণের জন্য বিভাগদ্বয়ের (অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের) সম্মিলিত দায় ও পরিসম্পত্তির অধ্যয়ন সর্ব্বদাই বাঞ্ছনীয়। বিভাগ হইতে বিভাগান্তরে পরি-

সম্পত্তির চলাচল ইহাতেই উপেক্ষিত হইতে পারে। 'ব্যাঙ্কে'র মজুত টাকা-ঋণপত্র এবং বৈদেশিক পরিসম্পত্তির বেলায় ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

বার্ষিক পরিবর্ত্তনের বিশ্লেষণ—

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীগুলিতে দেশের অর্থসংস্থান সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারা মোটামুটি ভাবে প্রতিফলিত হয়—এই মন্তব্যটির অর্থ সুপরিস্ফুট হইবে যদি আমরা সপ্তাহেব চেয়ে দীর্ঘতর (যেমন এক বৎসর) কোন সময়ের জন্য তুলনামূলক বিশ্লেষণ করি। ১৯৫৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল হইতে বৎসর ধরিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায় এবং পরিসম্পত্তিতে প্রধান পরিবর্ত্তনগুলি হইল নিম্নোক্তরূপ : প্রচলিত নোট ৫৬ কোটি টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের আমানত কমে ০·৭ কোটি টাকা। বাহিরের এইসব ছোটখাট উঠানামার অন্তরালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত সরকারগণের সেই বৎসরে সম্পন্ন অনেক বৃহৎ লেনদেন লুক্কায়িত ছিল, 'ব্যাঙ্কে'র টাকা লগ্নী আর রাজ্য সরকারগণকে প্রদত্ত কর্জ্জ ও দাদন বৃদ্ধিব মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে 'ব্যাঙ্কে'র টাকা-লগ্নী ৩৭৭ কোটি টাকা (প্রচলন বিভাগে ২৫১ কোটি টাকা এবং ব্যাঙ্কিং বিভাগে ১২৬ কোটি) বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৪৪১ কোটি টাকা মূল্যের এড হক ট্রেজারী বিল সংযুক্তি (যাহার বিনিময়ে সরকারকে প্রধানতঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনার বর্দ্ধিত উন্নয়নমূলক ব্যয়ের অর্থ-সংস্থানার্থ সমমূল্যের ঋণ দেওয়া হইয়াছিল) এবং 'ব্যাঙ্ক' কর্তৃক খোলা বাজারে ৬৭ কোটি টাকার টাকা-ঋণপত্র বিক্রয়ের পর নেট পরিস্থিতি এই দাঁড়ায়।

আলোচ্য বৎসরের বৈশিষ্ট্য ছিল বৈদেশিক ব্যালান্সে বৃহৎ ঘাটতি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বৈদেশিক পরিসম্পত্তির ২৪১ কোটি টাকা হ্রাস হইতে ইহা বোঝা গিয়াছিল। প্রচলন বিভাগে বৈদেশিক ঋণপত্র ১৯৬ কোটি টাকা আর ব্যাঙ্কিং বিভাগে বিদেশে রক্ষিত অর্থ ৪৫ কোটি টাকা কমিয়া যায়। আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার হইতে ৩৪·৫ কোটি টাকা নেট ধারগ্রহণ এবং ব্রিটেনের নিকট হইতে বার্ষিক অবসরভাতা ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত বাবদ ২২ কোটি টাকা প্রাপ্তির পরও এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। প্রথমোক্ত কার্য্যটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়ের দিকে 'ব্যাঙ্কে'র অন্যান্য আমানত খাতে ৪১·৮ কোটি টাকা বৃদ্ধির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়, আর শেষোক্ত কার্য্যটি 'ব্যাঙ্কে' কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতে

সমমূল্য যোগ করে। অন্যান্য দায় ৭৬ কোটি টাকা কমিয়া যায়। ইহার কারণ ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধন আইনের (১৯৫৬) বিধানানুযায়ী প্রচলন বিভাগের মজুত স্বর্ণের পুনর্মূল্যায়ন হইতে লব্ধ ৭৭·৭ কোটি টাকার মুনাফা গণন-বর্ষশেষে তহবিল ভাণ্ডার হিসাবে (৭৫ কোটি টাকা) এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে (২·৭ কোটি টাকা) স্থানান্তর। দেখা যাইতেছে যে, উপরে উল্লিখিত প্রচলনস্থিত নোটের সম্প্রসারণ প্রধানতঃ আলোচ্য বর্ষে উদ্ভূত বৃহৎ বৈদেশিক ব্যালান্স-ঘাটতির দ্বারা প্রতিহত বাজেট-ঘাটতির ফলেই ঘটিয়াছিল।

তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের একীকৃত অবস্থার সাপ্তাহিক বিবরণী—

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪৩নং ধারানুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের ভারতে ব্যবসায়ের একীকৃত অবস্থার প্রধান দফাগুলি দর্শাইয়া প্রতি সপ্তাহে একটি বিবরণী সঞ্চয়ন ও প্রকাশ করে। ৪২(২) নং ধারানুযায়ী শুক্রবারে (শুক্রবার ছুটির দিন হইলে আগের দিন) কাজকর্ম শেষ হইয়া গেলে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি যে তথ্য সরবরাহ করে, এই বিবরণী তাহাকে ভিত্তি করিয়া রচিত হয়, এবং সাধারণতঃ পরের শুক্রবার সাংবাদিকগণের নিকট প্রচারিত হয়। সেই সপ্তাহে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির প্রধান দায় ও পরিসম্পত্তিতে মোটামুটিভাবে যেসকল পরিবর্ত্তন ঘটে, সেগুলির উপর ইহা আলোকপাত করে। সাপ্তাহিক প্রেসবিজ্ঞপ্তি তৈয়ারী করিবার সময় যেসকল ব্যাঙ্ক চূড়ান্ত হিসাব দাখিল করিতে পারে নাই তাহাদের সম্পর্কে আন্তঃকালীন সংখ্যা ব্যবহার করা হয়, কিন্তু পরে প্রাপ্ত চূড়ান্ত সংখ্যাগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বুলেটিন এবং মুদ্রা ও অর্থসংস্থানের উপর রিপোর্ট এবং রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্যাবলীতে সংযোজিত হয়। ভারতে সকল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে, অর্থাৎ ভারতীয় তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক, বিদেশী ব্যাঙ্ক এবং রিপোর্টদাতা তালিকাবহির্ভূত ব্যাঙ্কের দায় ও পরিসম্পত্তির গোটা কাঠামোসংক্রান্ত পূর্ণতর তথ্যাবলীও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মাসে মাসে প্রকাশ করে। ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানীসমূহের আইনের ২৭(১) নং ধারানুযায়ী ব্যাঙ্কসমূহকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট নির্দ্দিষ্ট ফর্ম্মে* যেসকল হিসাব দাখিল করিতে হয়, সেগুলির উপরেই এই

* এই ফর্ম্ম হইল ঐ আইনবলে রচিত বিধানসমূহের সঙ্গে যুক্ত ১৩শ ফর্ম্ম।

তথ্যাবলী প্রতিষ্ঠিত। বিদেশে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের দায় ও পরিসম্পত্তিবিষয়ক পরিসংখ্যান বাৎসরিক ভিত্তিতে মাঝে মাঝে ব্যাঙ্কের বুলেটিনে প্রদত্ত প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক প্রেস-বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত বিভিন্ন দফাগুলি নিম্নে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

'চাহিদা দায়' দফায় আছে চাহিদামাত্র দেয় যাবতীয় দায়, যেমন চাহিদা আমানত, অনিষ্পন্ন তার ও ডাকবাহিত বদলী, চাহিদা ড্রাফ্‌ট্, চাহিদামাত্র দেয় সঞ্চয় আমানত, প্রত্যার্পণসময়প্রাপ্ত বদ্ধ আমানত, দেয় বিল, অপ্রদত্ত লভ্যাংশ অধিপত্র এবং (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ও এই মর্মে বিজ্ঞাপ্তিত ব্যাঙ্ক ভিন্ন অন্য) ব্যাঙ্কের নিকট হইতে চাহিদামাত্র দেয় ধার গ্রহণ।

'সময় দায়' দফায় আছে বদ্ধ আমানত, (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক ভিন্ন অন্য) ব্যাঙ্কের নিকট হইতে গৃহীত নির্দিষ্ট সময় অন্তে দেয় ধার, এবং চাহিদামাত্র দেয় নয় এরূপ বাহিরের অন্যান্য দায়। আদায়ীকৃত মূলধন, তহবিল ভাণ্ডার, লাভ-ক্ষতি হিসাবে পাওনা অর্থ, প্রভৃতি যেসকল দফা বাহিরের দায় বলিয়া গণ্য হয় না সেগুলি চাহিদা কিংবা সময় দায়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

(রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ভিন্ন অন্যান্য) 'ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধারগ্রহণ' ১৯৪৮ সালের জুন হইতে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হইতেছে। 'রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং কিংবা কোন বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক হইতে ধারগ্রহণ' হইতেছে উহারা তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে যে ঋণ দিয়াছে সেই ঋণ।

'রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধারগ্রহণ' হইতেছে 'ব্যাঙ্ক' কর্তৃক ১৭(৪) (এ) ও ১৭(৪) (সি) ধারাবলে প্রদত্ত দাদন। ১৭(৪) (সি) ধারানুযায়ী প্রদত্ত দাদনগুলি বিলবাজার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত এবং সেগুলিকে বন্ধনীতে পৃথক-ভাবে দেখানো হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধারগ্রহণের তথ্যাবলী ৪২(২) নং ধারানুসারে চাওয়া হয় না, উহাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নথি হইতে চয়ন করা হয়।

চালু নোট এবং দেরাজমুদ্রারূপে রক্ষিত ধাতব মুদ্রা হইল 'নগদ'। বিদেশের চলতি মুদ্রা নগদের অন্তর্ভুক্ত নহে।

'রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রক্ষিত অর্থ' হইল ৪২(১) নং ধারানুযায়ী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কদের গচ্ছিত অর্থ। ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের (১৯৪৯) ১১(২) নং

ধারানুযায়ী ভারতের বাহিরে নিগমবদ্ধ ব্যাঙ্কসমূহের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত নগদ টাকা এই দফার অন্তর্ভুক্ত নহে।

'অন্যান্য ব্যাঙ্কে চলতি হিসাবে গচ্ছিত অর্থ' হইতেছে সেইসকল ব্যাঙ্কে রক্ষিত চাহিদা আমানত। এই দফার সংখ্যাগুলি ১৯৫১ সালের নভেম্বর হইতে পাওয়া যাইতেছে।

'স্বল্পকালীন নোটিশ ও আহ্বানে প্রাপ্য মুদ্রা' হইলে প্রধানতঃ অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের অনুরোধে যে অর্থ দেওয়া হয় সেই অর্থ। কর্জ্জদাতা ব্যাঙ্কসমূহ ইচ্ছা করিলে এই অর্থকে আহ্বানমাত্র কিংবা স্বল্পমেয়াদী (এক-পক্ষকাল কিংবা তাহারও কম সময়ের) নোটিশে প্রত্যর্পণযোগ্য করিয়া দিতে পারে। এইসকল তথ্য পূর্ব্বে দাদনের মধ্যে স্থান পাইত; ১৯৫১ সালের নভেম্বর হইতে ইহাদের আলাদাভাবে পাওয়া যাইতেছে।

'সরকারী ঋণপত্রে বিনিয়োগ' হইতেছে ট্রেজারী বিল, ট্রেজারী জমা রসিদ, জাতীয় সঞ্চয় প্রমাণপত্র সহ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগণের ঋণপত্রের কেতাবী মূল্য। ১৯৪৯ সনের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের ১১ (২) নং ধারাবলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে (ট্রেজারী বিল সহ) কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগণের ঋণপত্রও এই দফার অন্তর্গত। ১৯৫১ সনের নভেম্বর হইতে এই সম্পর্কে তথ্যাবলী চাহিয়া পাঠানো হইতেছে।

কর্জ্জ, ওভারড্রাফ্‌ট্‌, নগদ ঋণ, অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে উহাদের অনুরোধে ধার দেওয়া এবং পক্ষকালশেষে ফেরতযোগ্য অর্থ 'দাদন' এর অন্তর্ভুক্ত। ভারতে আনীত এবং দেয় (ক্রীত চাহিদা-ড্রাফ্‌ট্‌ সহ) বিলগুলি 'ক্রীতি ও পুনর্বাট্টাকৃত অন্তর্দ্দেশীয় বিল' দফার অন্তর্গত। ১৯৫১ সনের নভেম্বর পর্য্যন্ত ক্রীত অন্তর্দ্দেশীয় বিলগুলিকে দাদনখাতে দেখানো হইত।

সকল বিদেশী আমদানী ও রপ্তানী বিল 'ক্রীত ও পুনর্বাট্টাকৃত বৈদেশিক বিল' শীর্ষের অন্তর্গত। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে ক্রীত ও বাট্টাকৃত আমদানীবিলগুলিকে দাদনখাতে দেখানো হইত, আর ক্রীত ও বাট্টাকৃত রপ্তানীবিল সংক্রান্ত সংখ্যাগুলিকে সেই মাস হইতেই কেবল চাওয়া হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রকাশিত রচনাসমূহে ব্যবহৃত 'ব্যাঙ্ক ঋণ' শব্দটির দ্বারা মোট দাদন এবং ক্রীত ও বাট্টাকৃত দেশীয় ও বিদেশী বিল বোঝায়।

সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা—

এইসকল বিবরণীতে সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরিবর্ত্তনের যেসকল সংখ্যা সন্নিবেশিত হয় সেগুলিকে ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে দেখানো যাইতে পারে যে, কিরূপে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির দায়খাতে পরিবর্ত্তনের বিপক্ষে পরিসম্পত্তিখাতে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া মোটামুটিভাবে সাম্য রক্ষিত হয়। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে নেট চাহিদা-দায় ২২ কোটি টাকা বাড়িয়া যায়। নেট সময় দায়ও প্রায় ৮ কোটি টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এরূপে মোট নেট দায় ৩০ কোটি টাকা বাড়ে। সেই সপ্তাহে প্রদত্ত ঋণ মাত্র ৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্যাঙ্কসমূহ বাড়তি অর্থ ব্যবহার করিয়া নিজেদের নগদ তহবিল ২০ কোটি টাকা বাড়ায় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ধার ৪ কোটি টাকা কমায় (তন্মধ্যে ২ কোটি টাকা বিলবাজার পরিকল্পনাধীনে ছিল)। সেই সপ্তাহে ব্যাঙ্কসমূহও নিজেদের লগ্নীকোষ সামান্য পরিমাণে বাড়ায়।

১৯৫৮ সালের ৪ঠা এপ্রিলে সমাপ্ত বৎসরে নেট জমাদায় ২৮৩ কোটি টাকা বাড়ে, এবং ইহার অধিকাংশ (২৫০ কোটি টাকা) সময়-দায়খাতে ঘটে। পূর্ববর্ত্তী বৎসরের চেয়ে আলোচ্য বৎসরে জমা-দায় দ্বিগুণের বেশী বৃদ্ধি পায়। অবশ্য, সময়-দায় বৃদ্ধির একটি অংশ আলোচ্য বর্ষে পি-এল ৪৮০ অনুযায়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানীসংক্রান্ত প্রতিকল্প ভাণ্ডারের জন্যই হইয়াছিল। সেই বৎসরে অনিষ্পন্ন ঋণ মাত্র ১০ কোটি টাকা বাড়ে। ফলে ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের সরকারী ঋণপত্রকোষে ৯৩ কোটি টাকা সংযোজিত করিতে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে আনীত পুরাতন ধার ৪৪ কোটি টাকা (তন্মধ্যে ৩৪ কোটি টাকা বিলবাজার পরিকল্পনাধীন) কমাইতে এবং নিজেদের নগদ তহবিল ২১ কোটি টাকা বাড়াইতে সমর্থ হয়। আলোচ্য বর্ষে অপরাপর পরিবর্ত্তনগুলির মধ্যে ছিল পরিসম্পত্তির দিকটায় আহ্বানমাত্র ও স্বল্প নোটিশে প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থে ৩১ কোটি টাকা বৃদ্ধি এবং দায়ের দিকে আন্তঃব্যাঙ্ক ধারে ২১ কোটি টাকা বৃদ্ধি। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির দাদন-জমা অনুপাত সেই বৎসরে ৭৫.২% হইতে নামিয়া ৬৫.৫% দাঁড়ায়। ইহাতে তাহাদের অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক অবস্থা প্রতিফলিত হয় নগদ অনুপাত ৮.৭% হইতে কমিয়া ৮.৪% হয়। লগ্নী-জমা অনুপাত ২৯.০% হইতে বাড়িয়া ২৯.৮% হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয় ও ব্যয়—

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয় এবং মুনাফার ধারা এখানে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতে পারে। 'ব্যাঙ্কে'র আয় টাকা-ঋণপত্র ও ষ্টার্লিং-ঋণপত্র, ব্যাঙ্কগুলিকে প্রদত্ত দাদন প্রভৃতির উপর সুদ, ষ্টার্লিং ও টাকা ট্রেজারী বিল এবং অন্তর্দ্দেশীয় বিলের বাট্টা, ব্যাঙ্কগুলিকে ষ্টার্লিং বিক্রয়, সরকারী হিসাবে ষ্টার্লিং বদলী, এবং প্রেরণ-সুবিধা পরিকল্পনানুযায়ী ড্রাফ্‌ট্ জারী, তারবাহিত বদলী, প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত বিনিময় খাতে প্রাপ্ত অর্থ, আর কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগণের লোকঋণ পরিচালনা, এবং বিভিন্ন সরকার ও অন্যান্য পক্ষের তরফ হইতে ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের উপর অর্জিত কমিশন হইতে আসে। যুদ্ধ লাগার পর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রোজগার বাড়িয়াছে। বিধিনির্দ্দিষ্ট এবং অন্যান্য খরচ বাদ দিয়া ইহা ১৯৪০-৪১ গাণনিক বর্ষে ৩.৮২ কোটি টাকা ছিল এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে হয় ৩৬.২১ কোটি টাকা। একই সময়ে প্রশাসনিক খরচ এবং নানাবিধ দায় ও আকস্মিক প্রয়োজনের নিমিত্ত ব্যবস্থাসহ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যয় ১.০৩ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৬.২০ কোটি টাকা হইয়াছে। জাতীয়করণের পূর্ব্বে নেট লাভ হইতে শেয়ারধারিগণকে বৎসরে ৩½% লভ্যাংশ (১৯৪২-৪৩ হইতে ৪%) দেওয়া হইতেছিল, এবং বাকীটুকু ৪৭ নং ধারানুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চলিয়া যাইত। কিন্তু জাতীয়করণ হওয়ার পর হইতে নেট লাভের সবটুকুই সরকারের কাছে চলিয়া যাইতেছে। সরকারের কাছে স্থানান্তরিত নেট মুনাফা ১৯৪০-৪১ সালে ছিল মাত্র ২.৬২ কোটি টাকা। ১৯৫৬-৫৭ সালে ইহা হইয়াছিল ৩০ কোটি টাকা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রকাশিত রচনাবলী—

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একাধিক সাময়িকী প্রকাশ করে। সেগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিসংখ্যানগত জ্ঞাতব্য বিষয়, এবং 'ব্যাঙ্কে'র ক্রিয়াকলাপ আর ব্যাঙ্কিং ও অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে ধারা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে ব্যাপক বিবৃতি থাকে। ইহারা আর্থিক ও অর্থসংস্থানবিষয়ক ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করিয়া দেশের অর্থনীতিতে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে উহাদের তাৎপর্য্য নির্ণয়ের চেষ্টা করে, আর জনসাধারণের ব্যবহারার্থ প্রচুর বৈষয়িক তথ্য সরবরাহ করে। 'ব্যাঙ্কে'র নিয়মিত প্রকাশিত সাময়িক পত্রগুলি হইল (১) প্রতিমাসে প্রকাশিত রিজার্ভ

ব্যাঙ্ক বুলেটিন এবং ইহার সাপ্তাহিক পরিসংখ্যানগত ক্রোড়পত্র, (২) মুদ্রা ও অর্থসংস্থানের উপর রিপোর্ট, ভারতে ব্যাঙ্কিংয়ের ধারা ও অগ্রগতির উপর রিপোর্ট, ভারতে সমবায় আন্দোলনের পরিক্রমা প্রভৃতি কয়েকটি বার্ষিক রিপোর্ট, এবং (৩) ভারতে ব্যাঙ্কসংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণী, ভারতে সমবায় আন্দোলনসংক্রান্ত পরিসংখ্যান বিবরণী প্রমুখ পরিসংখ্যান চয়ন। মাঝে মাঝে 'ব্যাঙ্ক' কর্তৃক কয়েকটি বিশেষ রচনাও প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলি হইল (১) বিশেষ বিশেষ সমস্যাকে আক্রমণ করিবার জন্য 'ব্যাঙ্কের অধীনে গঠিত এড হক বিশেষজ্ঞ কমিটিগুলির (যেমন অখিল ভারত পল্লী ঋণ সমীক্ষার নির্দ্দেশক কমিটি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ ক্ষেত্রের জন্য অর্থসংস্থান কমিটি রিপোর্ট, (২) পল্লীঋণ, সমবায় ও বৈদেশিক ব্যালান্সসংক্রান্ত সমস্যাগুলির উপর 'ব্যাঙ্কে'র অনুসন্ধান বহনকারী একাধিক ক্ষুদ্র গ্রন্থ, এবং (৩) ভারতের ব্যাঙ্কিং মুদ্রাবিষয়ক পরিসংখ্যান চয়ন। ঐসকল রচনার বিষয়বস্তুর একটি ক্ষুদ্র সার নীচে দেওয়া হইল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিনে সংক্ষিপ্ত আকারে দেশের চলতি অর্থনৈতিক ধারাগুলির বিন্যাস দেখানোর জন্য পরিসংখ্যান ও অন্যান্য তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক'—বিশেষভাবে গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ কর্ত্তৃক—পরিচালিত বিভিন্ন পর্য্যালোচনা এবং অনুসন্ধানের ফলাফলও ইহাতে আছে। অর্থনৈতিক ও অর্থসংস্থানবিষয়ক পরিস্থিতির মাসিক পর্য্যালোচনা, চলতি আর্থিক সমস্যাগুলির উপর প্রবন্ধ, ভারতে ও ভারতের বাহিরে আধুনিক ঘটনাবলীর উপর টীকা এবং অর্থসংস্থান ও ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত আইন ইহার বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। বুলেটিনটির একটি পরিসংখ্যানযুক্ত খণ্ড আছে, সেখানে চলতি আর্থিক ও মুদ্রাবিষয়ক পরিসংখ্যান দেওয়া হয়। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে লভ্য এইসব পরিসংখ্যানের কিছু কিছু বুলেটিনের সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান ক্রোড়পত্রেও প্রকাশিত হয়।

কেন্দ্রীয় ডিরেক্টর-বোর্ডের রিপোর্ট প্রধানতঃ জুনে সমাপ্ত বৎসরে ব্যাঙ্কের ক্রিয়াকলাপ ও নীতিসমূহের পর্য্যালোচনা। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৫৩ (২) নং ধারাবলের সর্ত্তানুযায়ী ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাখিল করা হয়। ইহা সংক্ষেপে দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক এবং অর্থসংস্থানবিষয়ক অবস্থারও আলোচনা করে।

চলতিমুদ্রা ও অর্থসংস্থানের উপর রিপোর্ট হইল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে চলতিমুদ্রা-নিয়ন্ত্রণাধিকর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রকাশিত চলতিমুদ্রা রিপোর্টগুলির খানিকটা বিস্তৃত আকারে ক্রমানুবৃত্তি। ইহাতে বহির্জগতের অর্থনৈতিক ঘটনাপুঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদন, মূল্য মুদ্রাসরবরাহ, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়, পুঁজি ও ধাতুবাজার, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি এবং বৈদেশিক ব্যালান্সের বিশেষ উল্লেখসহ মার্চে সমাপ্ত অর্থসংস্থান-বর্ষে ভারতীয় আর্থিক সংগঠনের প্রচুর পরিসংখ্যানগত তথ্যপুষ্ট একটি ব্যাপক পর্য্যালোচনা পাওয়া যায়।

ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের ৩৬ (২) নং ধারার সর্ত্তানুযায়ী প্রচারিত ভারতে ব্যাঙ্কব্যবসায়ের ধারা ও অগ্রগতির উপর রিপোর্টে সাধারণ বর্ষে ব্যাঙ্কিং নীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও ব্যাঙ্কব্যবসায়ের অগ্রগতির পর্য্যালোচনা করে। ইহাতে দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য নানা প্রস্তাব দেওয়া হয়।

দুই বৎসর অন্তর প্রকাশিত ভারতে সমবায় আন্দোলনের পরিক্রমা শীর্ষক পুস্তক ভারতে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি ও সমস্যাবলীর একটি বিস্তৃত বিবরণ নিবেদন করে। ইহাতে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী সমবায় ঋণসংগঠন, সমবায় বিপণীকরণ, ভোগকারিগণের সমবায়প্রতিষ্ঠান, সমবায় গৃহপ্রচেষ্টা এবং সমবায় কর্ম্মের অন্যান্য দিকের উপর পৃথক পরিচ্ছেদ থাকে।

ভারতে ব্যাঙ্কসমূহ ও ব্যাঙ্কসংক্রান্ত পবিসংখ্যানসারণী শীর্ষক পুস্তকে ভারতীয় এবং ভারতে ক্রিয়ারত বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহের কর্ম্মবিষয়ক ব্যাপক তথ্য থাকে। পুস্তকের উদ্বোধনকারী একটি টীকায় পরবর্ত্তী পরিসংখ্যানসারণীগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সারণীগুলিকে সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণ এই দুই শ্রেণীভুক্ত করা হয়। প্রথমটিতে প্রধানতঃ বিভিন্নশ্রেণীর ব্যাঙ্কের স্থিতিপত্রের একীকৃত অবস্থা প্রদর্শিত হয়, দ্বিতীয়টিতে থাকে পৃথক পৃথক ব্যাঙ্কের স্থিতি-পত্রের খুঁটিনাটি। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহরসমূহে কর্ম্মরত ব্যাঙ্কগুলির নাম এবং বিদেশে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির বিভিন্ন শাখার অবস্থান দর্শাইয়া পরিশিষ্টও ইহাতে সন্নিবেশিত হয়।

ভারতে সমবায় আন্দোলনসংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণী শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লিখিত বৎসরে সমবায় আন্দোলনের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেওয়া থাকে। পরিসংখ্যান বিবরণীগুলি তিন অংশে বিভক্ত হয়। সাধারণ

এজাহারগুলিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী সকল রাজ্যের বিভিন্ন ধরণের সমবায়প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত বিস্তৃত পরিসংখ্যান থাকে। সাধারণ এজাহারগুলিতে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীকে একসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আকারে সার-সারণীগুলিতে দেওয়া হয়। পরিশিষ্টগুলিতে কয়েক বৎসরের তুলনাজ্ঞাপক সংখ্যা দেওয়া থাকে।

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কব্যবসায় ও মুদ্রাবিষয়ক পরিসংখ্যান শীর্ষক পুস্তকে একটিমাত্র খণ্ডে যথাসম্ভব পূর্ব্বেকার আমল হইতে স্বরু করিয়া ১৯৫২ পর্য্যন্ত সময়ে ভারতের ব্যাঙ্কব্যবসায়, মুদ্রা ও অর্থসংস্থান-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান একত্র দেখাইবার একটি প্রচেষ্টা। এই গ্রন্থের বারটি অংশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ, সমবায় সমিতিসমূহ, চেক মোচন, মুদ্রাহার ও ঋণপত্রের বাজার, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, রাষ্ট্রীয় অর্থসংস্থান ও লোকঋণ, চলতি মুদ্রা ও ধাতবমুদ্রা, অর্থপ্রেরণ, সোনারূপার আমদানী ও রপ্তানী, এবং বীমা কোম্পানীসংক্রান্ত বিস্তৃত পরিসংখ্যান দেওয়া আছে। ভূমিকায় তথ্যাবলীর কার্য্যকাবিতা, দুর্ব্বলতা এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়।

ভারতের

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন (১৯৩৪) অনুযায়ী ২৮শে মার্চ্চ, ১৯৫৮, ৪ঠা

দায়		১৯৫৮ সালের ২৮শে মার্চ্চে টাকা	১৯৫৮ সালের ৪ঠা এপ্রিলে টাকা	১৯৫৭ সালের ৫ই এপ্রিলে টাকা
প্রচলন				
ব্যাঙ্কিং বিভাগে ধৃত নোট	...	১০,২১,১৪	৭,৯৪,৪৩	৭,৮৮,২৯
প্রচলনস্থিত নোট	...	১৫,৭৯,১৩,৩৯	১৬,১৯,৬৮,৮২	১৫,৬৩,৫৬,৯০
মোট প্রবর্ত্তিত নোট	...	১৫,৮৯,৩৪,৫৩	১৬,২৭,৬৩,২৫	১৫,৭১,৪৫,১৯
মোট দায়	...	১৫,৮৯,৩৪,৫৩	১৬,২৭,৬৩,২৫	১৫,৭১,৪৫,১৯
ব্যাঙ্কিং				
আদায়ীকৃত মূলধন	...	৫,০০,০০	৫,০০,০০	৫,০০,০০
তহবিল ভাণ্ডার	...	৮০,০০,০০	৮০,০০,০০	৫,০০,০০
জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘমেয়াদী ক্রিয়াকলাপ) ভাণ্ডার	...	২০,০০,০০	২০,০০,০০	১৫,০০,০০
জাতীয় কৃষিঋণ (স্থৈর্য্যদান) ভাণ্ডার	...	২,০০,০০	২,০০,০০	১,০০,০০
আমানত :—				
(ক) সরকার				
১. কেন্দ্রীয় সরকার	...	৪৮,৩৩,৩১	৫৫,২৭,২২	৬০,৫৯,৪৪
২. অন্যান্য সরকাব	...	৫৪,৮৫,০১	৭,২৩,৮৯	৭,৯০,৩১
(খ) ব্যাঙ্কসমূহ	...	৬৭,৮৩,২৭	৮১,০৫,৮৬	৫৯,৯৯,৬৫
(গ) অন্যান্য পক্ষ	...	১১৭,৫১,৫২	১১৬,৩২,৪৬	৭৪,৪৯,০৯
দেয়	...	২৯,৪১,০৮	২৫,৬৬,০৯	১৭,৯৩,৮৩
অন্যান্য দায়	...	৪১,০৪,৭৩	৪০,৩৭,০৬	১১৬,৩৬,৪৯
মোট দায়	...	৪৬৫,৯৮,৯২	৪৩২,৯২,৫৮	৩৬৩,২৮ ৮১

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

এপ্রিল, ১৯৫৮ ও ৫ই এপ্রিল, ১৯৫৭-তে সমাপ্ত সপ্তাহগুলির একটি হিসাব

(••• বাদ)

পরিসম্পত্তি		১৯৫৮ সালের ২৮শে মার্চ্চে টাকা	১৯৫৮ সালের ৪ঠা এপ্রিলে টাকা	১৯৫৭ সালের ৫ই এপ্রিলে টাকা
বিভাগ				
ক। স্বর্ণমুদ্রা ও পিণ্ড :—				
(১) ভারতে ধৃত	...	১১৭,৭৬,০৩	১১৭,৭৬,০৩	১১৭,৭৬,০৩
(২) বিদেশে ধৃত	...	—	—	—
বৈদেশিক ঋণপত্র	...	১৭১,১৯,৪৩	২১৬,০৬,৯৩	৪১২,৫১,৯১
ক-এর মোট পরিমাণ	...	২৮৮,৯৫,৪৬	৩৩৩,৮২,৯৬	৫৩০,২৭,৯৪
খ। ধাতব টাকা	...	১২৯ ২৮,৬৬	১২৭,৫৭,৩৮	১২৬,২০,০৬
ভারত সরকারের টাকাঋণপত্র	...	১১,৭১,১০,৪১	১১,৬৬,২২,৯১	৯১৪,৯৭,১৯
অন্তর্দ্দেশীয় বিনিময়-পত্র ও অন্যান্য বাণিজ্যিক পত্র	...	—	—	—
মোট পরিসম্পত্তি	...	১৫,৮৯,৩৪,৫৩	১৬,২৭,৬৩,২৫	১৫,৭১,৪৫,১৯

বিভাগ				
নোট	...	১০,২১,১৪	৭,৯৪,৪৩	৭,৮৮,২৯
ধাতব টাকা	...	১০,৬৮	৩,৯৮	৪,৪৭
অধস্তন মুদ্রা	...	২,৭৬	২,৭৩	৫,৬৯
ক্রীত ও বাট্টাকৃত বিল :—				
(ক) অন্তর্দ্দেশীয়	...	—	—	—
(খ) বহির্দ্দেশীয়	...	—	—	—
(গ) সরকারী ট্রেজারী বিল	...	৭,৬৭,৮৯	১২,৭১,৭৪	১৫,২৩,৬৩
বিদেশে ধৃত অর্থ*	...	৯৫,৮১,০৩	৬৮,৩৪,২৯	১১২,৮২,৩১
সরকারগণকে প্রদত্ত কর্জ্জ ও দাদন		২১,২৩,১৪†	৩৭,৬৩,০৮†°	১৫,৬৫,৪৬
অন্যান্য কর্জ্জ ও দাদন	...	৭৮,৪০,১২	৭৩,৯২,৩৫	১০৬,০৪,৩৪
লগ্নী	...	২৩৮,৪৪,৪৭	২১৮,১১,০৯	৯১,৯৭,৪৯
অন্যান্য পরিসম্পত্তি	...	১৪,০৭,৫৯	১৪,১৮,৮৯	১৩,৫৭,১৩
মোট পরিসম্পত্তি	...	৪৬৫,৯৮,৯২	৪৩২,৯২,৫৮	৩৬৩,২৮,৮১

* নগদ ও স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্র সহ

† রাজ্যসরকারগণকে প্রদত্ত সাময়িক ওভার-ড্রাফ্‌ট্‌ সহ

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৫৮, শুক্রবারে লেনদেন শেষে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থার বিবরণী—পূর্ববর্ত্তী সপ্তাহের শুক্রবারের এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের একই শুক্রবারের অবস্থার তুলনামূলক বিবরণী সহ।

		(০০০ বাদ)	
	৪-৪-১৯৫৮*	২৮-৩-১৯৫৮*	৫-৪-১৯৫৭
	টাঃ	টাঃ	টাঃ
১ ভারতে চাহিদা দায়			
(i) রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ও বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক ভিন্ন অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধারগ্রহণ (ক) …	১৫,৯৫,১৩	১৫,২৬,১৮	৭,৮৯,৪৬
(ii) অন্যান্য চাহিদা-দায় …	৭৫১,৫৩,৫৮	৭২৯,৯৯,০০	৭১৮,১৪,৫৩
২ ভারতে সময়-দায়			
(i) রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ও বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক ভিন্ন অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধারগ্রহণ (ক) …	১৫,০২,০০	১৪,৮৫,৫০	২,০৯,০০
(ii) অন্যান্য সময় দায় …	৭২৮,০৮,৭৮	৭১৯,৬৪,২২	৪৭৮,৫৪,৪৪
৩ ভারতে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং / অথবা কোন বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধারগ্রহণ			
(i) চাহিদা-দায় …	১০,৩৬,৩২	১০,৭৭,৫৪	১০,৭৬,৫৫
(ii) সময় দায় …	৯৫,০০	৯০,০০	——
৪ ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধারগ্রহণ (খ) …	৩৭,৯৪ ১৭ (২৬,১৯,০০)	৪২,০০ ২৬ (২৬,৫৮,১৬)	৮১,৯৬,৩৭ (৫৮,৩২,৩০)
৫ ভারতে নগদ …	৪১,৭৪,১২	৩৭,২০,৯২	৪২,১৮,৪৫
৬ ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রক্ষিত অর্থ …	৮৩,০৭,৭৬	৬৭,৭৮,১০	৬১,২৭,৬৯
৭ ভারতে অন্যান্য ব্যাঙ্কে চলতি হিসাবে রক্ষিত অর্থ …	১২,২৭,৫১	১১,১৬,৭০	১১,১৫,২৮
৮ ভারতে আহ্বানমাত্র ও স্বল্পকালীন নোটিশে ফেরতযোগ্য মুদ্রা …	৪৩,২৮,৯৮	৪১,৬৮,২৬	১২,৬০,১৭
৯ ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার গণের ঋণপত্রে (ট্রেজারী বিল ও ট্রেজারীজমা রসিদ সহ) লগ্নী (কেতাব মূল্যে) …	৪৪০,৫৫,৯০	৪৪০,৩৫,৯২	৩৪৭,২৩,৮২
১০ ভারতে দাদন …	৮০৮,৪৯,০৪	৮০৫,৮৮,৯৩	৭১৬,৫২,৪৫
১১ ভারতে ক্রীত ও বাট্টাকৃত অন্তর্দ্দেশীয় বিল …	১২০,৬৩,২২	১১৬,৫৯,৬০	১২৪,৩৮,৬৫
১২ ভারতে ক্রীত ও বাট্টাকৃত বিদেশী বিল …	৪০ ২৯ ১৬	৩৯,৮৪,৪০	৫৮,৭০,৬২

* যেসকল ব্যাঙ্ক চূড়ান্ত হিসাব দাখিল করিতে পারে নাই উহাদের জন্য সাময়িক সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

(ক)—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধারও বাদ দিয়া।

(খ)—বন্ধনীমধ্যস্থ সংখ্যাগুলি হইল আসাল বিল এবং / অথবা প্রতিশ্রুতি-পত্রের বিপক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গৃহীত ধার।

বার

উপসংহার

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হওয়ার পর প্রায় ২৫ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে। কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে এই সময়টুকু কোনমতেই সুদীর্ঘ নহে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জীবনে এই বৎসরগুলি হইয়াছে ঘটনাবহুল। জন্ম-লাভের পরে প্রথম চারিবৎসর ব্যাঙ্ক নিজের সংগঠন এবং নোট প্রচলনের অধিকারী ও সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে আপন কর্ত্তব্যসমূহের একীকরণ লইয়াই ব্যস্ত ছিল। পরবর্ত্তী সাত বৎসরে বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এবং দেশের আর্থিক স্বাধীনতা খর্ব্বকারী সংবিধানের কতকগুলি দুর্ব্বলতার জন্য ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ বহুলাংশে ব্যাহত হয়। যুদ্ধব্যয়নির্ব্বাহ, কিছুসংখ্যক সরকারী কর্জ্জের সাফল্যমণ্ডিত সংগ্রহ, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা ও প্রশাসন—এইসকল সমস্যা লইয়া 'ব্যাঙ্ক'কে এত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল যে, জনৈক প্রাক্তন ব্যাঙ্ক-গভর্ণরের ভাষায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য-সমূহ সম্পাদনের যন্ত্রটিকে সম্পূর্ণ করিবার স্বল্পই সুযোগ ছিল।*

শান্তিকালীন অর্থনীতিতে পুনরাগমন প্রক্রিয়ার দরুণ সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় মারফৎ পূর্ব্বসঞ্চিত তহবিল হইতে রাজ্যগুলির উন্নয়নব্যয়নির্ব্বাহ আবশ্যক হইয়া পড়ে। সংঘর্ষ শেষ হওয়ার মাত্র দুইবৎসরের মধ্যে দেশবিভাগের ফলে নূতন সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইল, যথা, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন এবং দেশের যেসকল অংশে দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গামা বাধে সেখানে একটি গুরুতর ব্যাঙ্কসংকট। বলা চলে যে, একটি দৃঢ় ও যথোপযুক্ত ব্যাঙ্ক ও ঋণসংগঠন গড়িয়া তোলার যে কাজ 'ব্যাঙ্ক' জন্মলাভের অব্যবহিত পরেই সুরু করিয়াছিল এবং যাহা যুদ্ধ লাগিবার ফলে ব্যাহত হয়, তাহা ঐ ঘটনার পর একবৎসরকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্বে ব্যাঙ্কের পক্ষে পুনরায় আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই।

---

* ১৯৪৮ সালের আগষ্টে 'ব্যাঙ্ক'-শেয়ারধারিগণের ১৪শ বার্ষিক সাধারণ সভায় পঠিত শ্রীচিন্তামন দেশমুখের বক্তৃতা হইতে।

কয়েক বৎসরের মধ্যে 'ব্যাঙ্ক' বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের তদারক ও নিয়ন্ত্রণের একটি ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে, আর ব্যাঙ্কিং অভ্যাসের বিস্তার এবং ব্যাঙ্ক-সংগঠনের ক্রমবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাও অবলম্বন করিয়াছে। গ্রামাঞ্চলের জন্য প্রতিষ্ঠানমুখী ঋণের ক্রমবিকাশসাধনের ক্ষেত্রে ইহার অবদান তাৎপর্য্যপূর্ণ। শিল্পীয় অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ভূমিকাও ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে।

ব্যাঙ্কের এই ক্রিয়াকলাপ দেশের জন্য একটি উপযুক্ত ব্যাঙ্কসৌধের দৃঢ় ভিত্তিস্থাপনে সহায়তা করিয়াছে। এই ভিত্তির শক্তি ভবিষ্যতে পরীক্ষিত হইবে। সেইসময় 'ব্যাঙ্ক'-কে দেশের অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। ব্যাঙ্কের ভূমিকা উন্নয়নমূলক ও নিয়ন্ত্রণমূলক দুই-ই হইবে, বেশ বড়রকমের ঘাটতিপূরণমূলক অর্থসৃষ্টির যে সম্ভাব্যতা রহিয়াছে উহারই পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হইবে। পরিমাণগত ও গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণের নানাপ্রকার অস্ত্র এবং ব্যাঙ্কব্যবস্থার সরাসরি তদারক ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার দরুণ ফলদায়ক ঋণনিয়ন্ত্রণের বিশেষ সুবিধা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রহিয়াছে। এইভাবে একটি অপেক্ষাকৃত দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে অধিকতর স্থৈর্য্য আনয়নের কাজে আপন কর্ত্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদনে যত্নবান হইয়াছে। দেশের মুদ্রায়িত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ এবং ব্যাঙ্ক-অভ্যাসের নিশ্চিত ক্রমোন্নতিতে মুদ্রানীতি কার্য্যকরী হওয়ায় অধিকতর সুযোগ পায় বটে, কিন্তু মুদ্রানিয়ন্ত্রণের দিগন্ত প্রসারিত হইয়া বৃহত্তর সমস্যাবলীর উদ্ভব হয়। সেইসঙ্গে ব্যাঙ্কব্যবস্থার পল্লীসঞ্চয় আহরণ এবং গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রাকৃতি শিল্পের মূলধনে সরবরাহকর্ম্মের গুরুত্ব বাড়ে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে অনিষ্পন্ন কর্ম্মটি আগামী দিনের জন্য রহিয়া গেল তাহা হইতেছে এমন একটি ব্যাঙ্কসংগঠন গড়িয়া তোলা যাহার কর্ম্মক্ষেত্র ও বিস্তৃতি হইবে যথোপযুক্ত, যাহা গুণের দিক দিয়া হইবে সমুন্নত ও মজবুত, ঋণের বিভিন্নমুখী চাহিদা পূরণার্থে যাহার বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থসংস্থান প্রতিষ্ঠান থাকিবে, এবং দেশের গ্রাম্য পশ্চাদ্‌ভূমির ভৌগোলিক আবৃতিতে যাহা আজিকার চেয়ে বিস্তৃততর হইবে।

অনুক্রমণিকা

পরিভাষা (Glossary)

ইংরেজী শব্দ	বাংলা অনুবাদ
Advances	দাদন
Agents	প্রতিভূ
Agreement	চুক্তি
Agricultural Credit	কৃষিঋণ
Agricultural Credit Department	কৃষিঋণ বিভাগ
All-India Rural Credit Survey Committee	নিখিল ভারত পল্লীঋণ পর্য্যবেক্ষণ কমিটি
Amalgamation	একত্রীকরণ
Assets	পরিসম্পত্তি
Authorised dealers	অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাপারিগণ
Balance sheet	স্থিতিপত্র
Bank	ব্যাঙ্ক
Bank rate	ব্যাঙ্কহার
Bankers Training College	ব্যাঙ্কার-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়
Banking	ব্যাঙ্কিং, ব্যাঙ্কবিষয়ক
Banking and Monetary Statistics of India	ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও মুদ্রাবিষয়ক পরিসংখ্যান
Banking Department	ব্যাঙ্কিং বিভাগ
Bill Market Scheme	বিলবাজার পরিকল্পনা
Bills of exchange	বিনিময়-পত্র
Board of Directors	পরিচালক সংসদ
(i) Central	(১) কেন্দ্রীয়
(ii) Local	(২) স্থানীয়
Branches/offices	শাখাসমূহ অফিসসমূহ

ইংরেজী শব্দ	বাংলা অনুবাদ
Call money	আহ্বান-মুদ্রা
Call money market	আহ্বান-মুদ্রা বাজার
Capital	পুঁজি, মূলধন
Capital Market	পুঁজিবাজার, মূলধনের বাজার
Cash	নগদ
Cash reserves	নগদ তহবিল
Central Board of Directors	কেন্দ্রীয় পরিচালক সংসদ
Central Debt Section	কেন্দ্রীয় ঋণশাখা
Central Government	কেন্দ্রীয় সরকার
Central land mortgage bank	কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক
Central Office	কেন্দ্রীয় অফিস
Chief Accountant	মুখ্য হিসাবরক্ষক
Chief Accountant's Office	মুখ্য হিসাবরক্ষকের অফিস
Circles of issue (of notes)	(নোটের) প্রচলন চক্র
Clearing House	সমাশোধন ঘর
Consolidated position of scheduled banks	তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের একীকৃত অবস্থা
Co-operation	সমবায়
Co-operative bank	সমবায় ব্যাঙ্ক
Co-operative movement	সমবায় আন্দোলন
Co-operative societies	সমবায় সমিতি
Cottage and small-scale industries	কুটির ও ক্ষুদে শিল্প
Credit	ঋণ
Credit control	ঋণ নিয়ন্ত্রণ
Credit policy	ঋণনীতি
Currency	চলতি মুদ্রা
Currency chest	মুদ্রাধার

ইংরেজী শব্দ	বাংলা অনুবাদ
Debenture	কর্জ্জপত্র
Department	বিভাগ
Deposits	আমানত
(i) Fixed (Time)	(১) স্থায়ী (মেয়াদী)
(ii) Current (Demand)	(২) চলতি (চাহিদা)
Deputy Governor	ডেপুটি গভর্ণর
Directives to banks	ব্যাঙ্কসমূহের প্রতি নির্দ্দেশনামা
Discount	বাট্টা
Discount market	বাট্টাবাজার
Discount rate	বাট্টাহার
Economy	আর্থিক ব্যবস্থা
Exchange Control Department	বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ
Finance	অর্থসংস্থান
Foreign bank	বিদেশী ব্যাঙ্ক
Foreign Exchange	বৈদেশিক মুদ্রা
Foreign trade	বৈদেশিক বাণিজ্য
Functions	কার্য্যাবলী
General credit control	সাধারণ ঋণ নিয়ন্ত্রণ
Gold coin and bullion	স্বর্ণমুদ্রা ও পিণ্ড
Government	সরকার
Governor	গভর্ণর
High Commission of India	ভারতীয় হাইকমিশন
Hyderabad State Bank	হায়দাবাবাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক
House Money	সওদাগরী কুঠির টাকা

ইংরেজী শব্দ	বাংলা অনুবাদ
Imperial Bank of India	ভারতের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক
Income and expenditure	আয়-ব্যয়
Indigeneous banker	দেশীয় ব্যাঙ্কার
Industrial Credit and Investment Corporation of India	ভারতের শিল্পীয় ঋণ ও বিনিয়োগ সংস্থা
Industrial finance	শিল্পীয় অর্থসংস্থান
Industrial Finance Corporation	শিল্পীয় অর্থসংস্থান সংস্থা
Industrial Finance Department	শিল্পীয় অর্থসংস্থান বিভাগ
Informal Conference on Rural Finance	গ্রামীণ অর্থসংস্থান সম্পর্কীয় অনানুষ্ঠানিক সম্মেলন
Inspection	পরিদর্শন
Instruments of credit control	ঋণ নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রাবলী
Interest rates	সুদহারসমূহ
Internal organisation	আভ্যন্তরীণ সংগঠন
International Bank for Reconstruction and Development	আন্তর্জ্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (সংক্ষেপে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক)
International Monetary Fund	আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার
Issue Department	প্রচলন বিভাগ
Investments	বিনিয়োগসমূহ, লগ্নীসমূহ
Land mortgage bank	জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক
Liabilities	দায়
Licensing	লাইসেন্স-প্রদান
Liquidation	অবসায়ন
Loan floatation	কর্জ্জ-চয়ন

ইংরেজী শব্দ	বাংলা অনুবাদ
Loans	কর্জ
(i) Long-term	(১) দীর্ঘমেয়াদী
(ii) Short-term	(২) স্বল্পমেয়াদী
Local Boards	স্থানীয় পরিচালক সংসদ
Monetary and credit policies	মুদ্রা ও ঋণ-নীতি সমূহ
Money Market	মুদ্রা বাজার
Moneylender	মহাজন
Money supply	মুদ্রা সরবরাহ
Moral suasion	নৈতিক প্রণোদন
National Agricultural Credit	জাতীয় কৃষিঋণ
(i) (Long Term Operations) Fund	(১) (দীর্ঘমেয়াদী ক্রিয়াকলাপ ভাণ্ডার
(ii) (Stabilisation) Fund	(২) (স্থৈর্যদান) ভাণ্ডার
Non-scheduled bank	তালিকা বহির্ভূত ব্যাঙ্ক
Note issue	নোট প্রচলন
Notes in circulation	প্রচলনস্থিত নোট
Open market operations	খোলাবাজার ক্রিয়া
Paid-up capital	আদায়ীকৃত মূলধন
Press Communique	সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি
Primary Credit Society	প্রাথমিক ঋণ সমিতি
Promissory notes	প্রতিশ্রুতিপত্র
Public Accounts	সরকারী হিসাবপত্র
Public Accounts Department	সরকারী হিসাব বিভাগ
Public debt	সরকারী ঋণ
Public Debt Office	সরকারী ঋণ অফিস
Publications	প্রকাশিত রচনাবলী

ইংরেজী শব্দ	বাংলা অনুবাদ
Rediscount	পুনর্বাট্টা
Refinance Corporation for Industry	শিল্পের পুনরর্থসংস্থান সংস্থা
Ramittance facilities	অর্থপ্রেরণ সুবিধা
Report of the Central Board of Directors	কেন্দ্রীয় পরিচালক সংসদের বিবরণী
Report on Currency and Finance	চলতি মুদ্রা ও অর্থসংস্থানের বিবরণী (বা রিপোর্ট)
Research	গবেষণা
Reserve Bank of India	ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
Reserve fund	তহবিল ভাণ্ডার
Reserve requirements	অনুপাত সর্ত্তাবলী
Review of the Co-operative Movement in India	ভারতের সমবায় আন্দোলনের পরিক্রমা
Rupee Coin (Notes)	ধাতব মুদ্রা (নোট)
Rural Banking Enquiry Committee	পল্লী ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি
Rural credit	পল্লীঋণ
Rural credit policies	পল্লীঋণবিষয়ক নীতিসমূহ
Scheduled bank	তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক
Seasons	ঋতু
(i) Busy	(১) কর্ম্মব্যস্ত
(ii) Slack	(২) কর্ম্মহীন
Seasonal variations	ঋতুগত পরিবর্ত্তন
Second Schedule to the Reserve Bank of India Act	ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের দ্বিতীয় তালিকা
Secretary's office	সচিবের অফিস
Securities	ঋণপত্র

ইংরেজী শব্দ	বাংলা অনুবাদ
Selective and direct credit regulation	নির্ব্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ
Small coin depot	উপমুদ্রাঘর
Standing Advisory Committee on Agricultural Credit	কৃষিঋণের স্থিত উপদেষ্টা কমিটি
State Bank of India	ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক
State co-operative banks	রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ
State Financial Corporations	রাজ্য অর্থসংস্থান সংস্থাসমূহ
State Governments	রাজ্যসরকারসমূহ
Statistics	পরিসংখ্যান
Statistical Statements relating to the Co-operative Movement in India	ভারতের সমবায় আন্দোলন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণী
Statistical Tables relating to Banks in India	ভারতের ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণী
Sterling	ষ্টার্লিং
Supervision	তত্ত্বাবধান
Training	শিক্ষণ
Treasuries and sub-treasuries	ট্রেজারী এবং সাব-ট্রেজারীসমূহ
Treasury bill	ট্রেজারী বিল
Usance bill	উসান্স বিল, য়্যুসান্স বিল
Warehousing facilities	গুদাম-ব্যবস্থা
Ways and means advances	সুযোগী দাদন
Weekly statements	সাপ্তাহিক বিবরণী